ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৯ নবম আইন।

শহর জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের দেওয়ানী আদালতসকলের হুকুম জারীর বাধা না হইতে পারিবার পুনরুপায়ের এবং অন্য আদালত সকলের হুকুম জারীর আটক হইতেও না পারিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ১০ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ২৬ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ২৬ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৩৬ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১০ জমাদীয়ল আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ২৫ পঞ্চবিংশতি ধারানুসারে হুকুম আছে যে যদি জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের কেহ কিম্বা মফঃসলী তালুকদারেরদের অথবা সদরের মালগুজারদিগের কোন ব্যক্তি জিলাসকলের কিম্বা ঐ তিন শহরের আদালতসকলের কোন আদালতের কিছু হুকুম জারী হইতে বাধকতা করে ও তাহা প্রমাণ হয় তবে সেই বাধক দুন্দ্যার অবস্থা ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যে দণ্ডকরণ উচিত তাহাই করা যাইবে কিন্তু জিলাসকলের আদালতের কোন হুকুম চলিবার বাধা জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা মফঃসলী তালুকদারেরা অথবা সদরের মালগুজার ইজারদারেরা জন্মাইলে তাহাতে যে উপায় করিবার নির্ণয় ঐ ৪ আইনের ২২ এবং ২৩ এবং ২৪ ধারায় আছে তাহা ঐ শহরসকলের আদালতের কোন হুকুম জারীর প্রতিবন্ধকতায় খাটিত না কারণ এই যে ঐ শহরসকলের আদালতের ব্যাপ্য সীমার মধ্যে এমত জমীদারপ্রভৃতিরা বসতি কিম্বা অধিকার অথবা ইজারার ভূমি রাখে কি না ইহার তত্ত্ব জানা যায় নাই। অতএব শহরসকলের আদালতের হুকুম জারী করিতে এমত জমীদারপ্রভৃতির দুন্দ্যামি না করিতে পারিবার উপায়করণ আবশ্যকহওনপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম ঐ শহর জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের দেওয়ানী আদালতসকলে ইশ্‌তিহার হইলে পর তথায় চলিবেক। এতদ্ভিন্ন দেওয়ানী আদালতসকলের হুকুমের প্রতিবন্ধকদিগের শাস্তির বহালী হুকুমের কিছু ফেরফার এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে হইল তাহাও সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসে ইশ্‌তিহার দেওয়া গেলে পর ঐ সর্ব্বত্র চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২২।২৩।২৪ ধারার হুকুম বাড়িয়া শহরজাহাঁগীর নগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের আদালতে চলিবার কথা।

ঐ শহরসকলের আদালতের সীমানায় দুন্দ্যাদিগের ভূমিসম্পর্ক না থাকিলে কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

জানিবেন যে যে জমীদার ও হুজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা মফঃসলী তালুকদারেরা অথবা সদরের মালগুজার ইজারদারেরা দুন্দ্যামি করিয়া শহর জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের দেওয়ানী আদালতসকলের হুকুম জারীর প্রতিবন্ধক হয় তাহারদিগের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ২২ এবং ২৩ এবং ২৪ ধারার লিখিত হুকুম খাটিবেক। ও তাহাতে এই হুকুম বাহুল্য হইয়া চলিবেক যে যদি কোন দুন্দ্যার জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্যাধিকারভূমি সে যে আদালতের হুকুম জারীর প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে তাহার ব্যাপ্য সীমার মধ্যে না থাকে ও সে কারণে ঐ ৪ আইনের ২২ ধারানুসারে তাহার অধিকারভূমি বাজেয়াপ্ত হইবার নিদর্শনে ডিক্রী না হইতে পারে তবে দুন্দ্যামি সাব্যস্তের পর সে দুন্দ্যার দণ্ড সরকারে করা কর্ত্তব্য হইবেক ও তাহা ঐ ৪ আইনের ২৫ ধারার উল্লিখিত দাঁড়ায় লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

মূলের লিখিত আইনসকলের কএক ধারানুসারে অধিকারাদি বাজেয়াপ্তের বদলে দণ্ড করিতে পারিবার সময়ের কথা।

অধিকারাদি বাজেয়াপ্তের কোন ডিক্রী হজুর কৌন্সেলের বিনামঞ্জুরে চূড়ান্ত না হইবার এবং তথাকার মঞ্জুরীর হুকুম বিনাজারী হইতেও না পারিবার কথা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের জিলা ও শহরসকলের কোন দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারীর বাধা কাহার দুন্দ্যামিতে জন্মিলে তাহাতে যদি সেই হুকুম ব্যর্থহওয়া আদালতের জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ২২ এবং ২৩ এবং ২৪ ধারার আর ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫ এবং ৬ এবং ৭ এবং ৮ ধারার অনুসারে দুন্দ্যার অপরাধক্রমে তাহার অধিকার কিম্বা ইজারা বাজেয়াপ্ত করিবার বদলে দণ্ড লওয়া অতিসঙ্গত জানেন্ তবে সর্ব্বদাই সাধ্য আছে যে ঐ আইনসকলের মতে সে দুন্দ্যার অধিকার কিম্বা ইজারা বাজেয়াপ্ত করিবার বদলে তাহার অবস্থা ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যত দণ্ড করা উচিত তাহাই সেইরূপে ধার্য্য করেন্ যেরূপে অধিকার কিম্বা ইজারাআদির ভূমিশূন্য দুন্দ্যাদিগের দণ্ড ঐ ৪ আইনের ২৫ ধারাক্রমে করিতে পারা যায়। আর জানিবেন যে এরূপে দণ্ডনিরূপণহওয়া ডিক্রীর মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য কি অযোগ্য তাহার বিবেচনাও ঐ ২৫ ধারাদৃষ্টে হইতে পারিবেক এবং ইহাও না জানিবেন যে উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের লিখিত হুকুমমতে অধিকার কিম্বা ইজারার ভূম্যাদি বাজেয়াপ্তের কোন ডিক্রী গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে পঁহুছিলে পর ৪ চারি সপ্তাহের মধ্যে তাহা মঞ্জুর কিম্বা ফেরফারাদির অর্থে কিছু হুকুম তথাহইতে না হইলেও সে ডিক্রী চূড়ান্ত কিম্বা জারীর যোগ্য হইবেক। বুঝিবেন যে পশ্চাৎ এমত সকল ডিক্রী ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে মঞ্জুর না হইবাপর্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক না ও তাহা মঞ্জুর হইবার হুকুম না মিলিবাবধি জারীও করা যাইবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ১০ দশম আইন।

নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ অব্যাজে তথায় চালাইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ১৭ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ৪ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ৪ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১৭ জমাদীয়ল আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলে বিচার ও নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমা আইনমতে নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য হয় তাহার রোয়দাদ তথায় চালাইবার বিলম্ব কথনং দর্শে ইহাতে নিজামৎ আদালতের বিবেচনায় মোচনের লোকেরা অধিক কাল বদ্ধ না থাকিবার কারণ এবং অপরাধপ্রমাণহওয়া ব্যক্তিরা ঝটিতি শাস্তি পাইবার নিমিত্তে ঐ রোয়দাদ চালানে ব্যাজ না হওয়া উচিত জানিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলে পঁহুছিলে তৎকালহইতে তথায় চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবেরা নিষ্পত্ত্যন্তে নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য মোকদ্দমার রোয়দাদআদি যথাসাধ্য ত্বরাতে চালাইবার কথা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের যেং সাহেবেরা হাল ও আইন্দা আইনসকলের মতে চারি সুবার জিলা ও শহরসকলের ছয়ং মাসিয়া ভ্রমণ করেন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে নিষ্পত্ত্যন্তে যে সকল মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে চালাইবার যোগ্য ঠাহরে সে সকল মোকদ্দমার তজবীজের রোয়দাদদিগর কাগজের নকল করিতে যে কাল গৌণ হয় তাহার অধিক গতিক্রিয়া না করিয়া সে নকলের সহিত প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা বন্দিগণের অপরাধ ঠাহরিবার কি না ঠাহরিবার বিষয়ে আপনংহওয়া বিবেচনার নিদর্শনে ইঙ্গরেজী চিঠী লিখিয়া নিজামৎ আদালতে চালান করেন্। এবং এমতে চালাইবার রোয়দাদে সে মোকদ্দমার বিচারকারি জজ সাহেবের দস্তখৎ ও তৎসহকার কাজী কিম্বা মুফ্তীর মোহর করিতে হইবেক। আর সে রোয়দাদের সঙ্গে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৭ সপ্তম ধারানুসারে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের জজসাহেবদিগের জনাজাতের সমক্ষে লেখা এবং ঐ আদালতসকলে দাখিলহওয়া সমস্ত বিবরণী কাগজপত্রের আর পারসী

ঐ রোয়দাদ মাতবর করিবার মতের কথা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগের সাক্ষাৎ লেখা ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদি

গের দেওয়া কাগজপত্র রোয়দাদের সঙ্গে চালা ইতে হইবার কথা।

কোন সাক্ষির পূর্ব্বাপর জোবানবন্দীতে বিশেষ দর্শিলে তাহার এবং মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে হওয়া একরারের ও অন্য সকল বিবরণের প্রস্তাব রোয়দাদে লিখিবার কথা।

পারসীছাড়া ভাষাক্ষরান্তরে হওয়া জোবানবন্দীআদি তজবীজী সকল কাগজের পারসী তরজমা এবং পারসীতে এককালে হওয়া সম্যক জোবানবন্দীও থাকিবেক ও তাহার সহিত মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের স্থানে পাওয়া তাহারদিগের তজবীজী রোয়দাদআদি কাগজপত্র সমস্তই পাঠাইতে হইবেক। এতদ্ভিন্ন দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কাহার সাক্ষাৎ লওয়া কোন সাক্ষির জোবানবন্দীর লেখা কোন কথার বিচলিত তাহা দায়ের ও সায়েরী আদালতে হইবাতে হয় তবে ঐ ৪ আইনের ৭ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণ দৃষ্টে তাহার উল্লেখ নিজতজবীজী রোয়দাদে করেন্। এবং মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে বন্দিগণে লিখিয়া দিয়া থাকা একরার ও কতলঅমদ্‌ছাড়া প্রকারান্তর খুনের মোকদ্দমায় হওয়া সুরতহাল এবং মাজিষ্ট্রেটসাহেবের রোয়দাদক্রমে বোধহওয়া প্রমাণের বেওরা ও অপর সমস্ত আবশ্যক প্রমাণপ্রয়োগ ও সেই নিজতজবীজী রোয়দাদে লিখেন ইতি।

৩ ধারা।

নিজামৎ আদালতের তরজমাকার সাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেব ঐ সকল কাগজ পাইলে পর তাহার তরজমা ইঙ্গরেজীতে করিবার কথা।

ঐ তরজমাকার কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেবের অবকাশ না থাকিলে অন্য লোকের দ্বারা তরজমা করাইবার ও তাহারবেতন ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারার লিখিত হারে দেওয়া যাইবার কথা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিনামঞ্জুরে অন্যের দ্বারা তরজমা না করাণ যাইবার কথা।

নিজামৎ আদালতের তরজমাকার সাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারানুসারে চালানহওয়া মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের তজবীজের সমস্ত কাগজের এবং আদৌ মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের স্থানে হওয়া বন্দিগণের একরারনামা ও সে সাহেবদিগের করা বিচারের যে কাগজপত্র সে রোয়দাদের শামিলে আইসে তাহার তরজমা ইঙ্গরেজীতে নিজে করেন্ কিম্বা আপন আসিষ্টাণ্টসাহেবের হস্তেতে করান্। ইহাতে যদি ঐ তরজমাকার সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব নিজ ভারের অন্য কর্ম্মের বাহুল্য হেতুক সে সকল কাগজের তরজমা শীঘ্র করিবার অবকাশ না পান্ তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে সে কর্ম্মোপযুক্ত অন্য লোকের দ্বারা তাহার তরজমা করান্। তাহাতে সেই অন্য তরজমানবীসের বেতন ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৯ ঊনবিংশতি আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হারে মিলিবেক এবং সেই অন্য তরজমানবীসকে আপনকৃত তরজমার কাগজে দস্তখৎ করিতে হইবেক ও সে তরজমা শুদ্ধ হইবার দায় তস্য শিরে থাকিবেক। কিন্তু নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিনানুমতিতে সে তরজমা ঐ আদালতের তরজমাকার সাহেবের কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের হস্তব্যতীত অন্যের দ্বারা করাণ যাইবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

১১ দফা।

উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে কথা আছে তাহার বেওরা।

দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়ের তলে।	সাব্যস্তাপরাধিগণের। ছয়ং মাসান্তর ভ্রমণের। শরা ও শাস্ত্রের আমলার। মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের। মফঃসল আপীল আদালতের। এই সকল কথা।
ক্রোকের বিষয়ের তলে।	বাকীর। কাজীদিগের। কালেক্টরসাহেবদিগের। মহাজনী কুঠীসকলের সাহেবদিগের। খরচার। উৎপন্নের। ক্ষতির। বাকীদারদিগের। মফঃসলী তালুকদারদিগের। ইজারদারদিগের। কারবারী জিনিসের। কিস্তিবন্দীর। কট্কিনাদারদিগের ও প্রজাবর্গের। মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের। বন্ধকের। মুনসিফাদি এদেশীয় কমিস্যনরদিগের। নায়েবদিগের। মহাজনী কুঠীসকলের ও নিমকচৌকীর প্রধান আমলার। প্রতিফলের।

	ফলের। মফঃসল আপীল আদালতের। রেজিষ্টরসাহেবদিগের। মালগুজারীর দুঁদ্যামির। ভূমি নীলামের। নিমক পোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের। জামিনের। সদর দেওয়ানী আদালতের। তহসীলদারদিগের। জমীদারদিগের। স্ত্রীলোকের। এই সকল কথা।
ভূম্যধিকারিগণের বিষয়ের তলে।	আপীলের। বাকীর। কয়েদের। ক্রোকের। কালেক্টরসাহেবদিগের। খরচার। ক্ষতির। বাকীদারদিগের। মফঃসলী তালুকদারদিগের। অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের। দস্তকের। ইজারদারদিগের। রসূমের। উত্তরাধিকারিগণের। সনদের। কট্‌কিনাদারদিগের ও যোতদারাদি প্রজাবর্গের। সরবরাহকারদিগের। প্রাপ্তব্যবহারের। নায়েবদিগের। এদেশীয় কমিস্যনরদিগের। প্রতিফলের। পাট্টার। রেজিষ্টরসাহেবদিগের। মালগুজারীর। জামিনের। ইষ্টাম্পযুত কাগজের। তলবানার। উকীলগণের। জমীদারদিগের। এই সকল কথা।
শরা ও শস্ত্রের বিষয়ের তলে।	উত্তরসাধক সঙ্গির। ব্যবস্থার। ব্রাহ্মণের। ধরণার। ফতওয়ার। উত্তরাধিকারিগণের। কতলখতার। প্রতিহত্যার। শরার আমলার। মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের। হত্যার। মফঃসল আপীল আদালতের। পণ্ডিতগণের। প্রতিহত্যার। শাস্তির। এই সকল কথা।
নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।	মফঃসল আপীল আদালতের। এবং তরজমার কথা।
আফীনের বিষয়ের তলে।	আপীলের। মধ্যস্থের। ক্রোকের। বোর্ড ত্রেডের। ইঙ্গরেজদিগের। খরচার। কোম্পানির চাকরদিগের। উৎপন্নের।

ক্ষতির

	ক্ষতির। ইজারদারদিগের। রসুমের। সুদের। মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের। নওয়াব উজীরের। শপথের। প্রতিফলের। মিথ্যা শপথের। মফঃসল আপীল আদালতের। রেজিষ্টরসাহেবদিগের। প্রজাবর্গের। জামিনের। সদর দেওয়ানী আদালতের। উকীলগণের। বাটখারার। জমীদারদিগের। এই সকল কথা।
সরকারী মালওয়াজিবীর বিষয়ের তলে।	আপীলের। বাকীর। কয়েদের। ক্রোকের। আমীনের। বোর্ড রেবিনিউর। কালেক্টরসাহেবদিগের। খরচার। ক্ষতির। বাকীদারদিগের। মফঃসলী তালুকদারদিগের। অযোগ্য তালুকদারদিগের। ইজারদারদিগের। জরীমানার। উত্তরাধিকারিদিগের। সুদের। জলপ্লাবনের। ইস্তমরারীদারদিগের। অংশিদিগের। যোতদারদিগের। কিস্তিবন্দীর। মুখ্তারকারদিগের। বন্ধকের। দণ্ডের। মিথ্যা শপথের। পাটওয়ারীদিগের। মালগুজারীর। প্রতিবন্ধকতাচরণের। রাইয়তের ভূমিবিক্রয়ের। জামিনের। সরবরাহকারদিগের। সদর দেওয়ানী আদালতের। তহসীলদারদিগের। দর ইজারদারদিগের। পাট্টাদারদিগের। জমীদারদিগের।
স্পেশ্যাল কোর্ট অর্থাৎ সরকারের অপকারাদির মোকদ্দমার তজবীজের স্বতন্ত্র আদালতের বিষয়ী।	সরকারের আরকোরাদির। পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের। মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের। সরকারের অনিষ্টকরণের। সরকারের আজ্ঞাবহির্ভূত হওনের। সরকারের অপকারাদিকারকদিগের মোকদ্দমার।
শ্রীহট্টের।	আরমানীর। অস্ত্রাদি যুদ্ধসজ্জের বাণি

জ্যের

জোর। ব্রিটনীয় প্রজাদিগের। চূণের। কসিয়াদিগের। স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রার। গ্রীকদিগের। লাওরের। মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের। পোলীসের আমলাদিগের।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের বিষয়ী।

মৃত ব্যক্তির ধনাধ্যক্ষদিগের। আপীলের। কোর্টওয়ার্ডসের। মফঃসলী তালুকদারদিগের। অযোগ্য তালুকদারদিগের। মৃত ব্যক্তির বিষয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের। ইজারদারদিগের। দণ্ডের। অধ্যক্ষদিগের। উত্তরাধিকারিদিগের। হজুরী তালুকদারদিগের। পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের। মুখ্তারকারদিগের। অপ্রাপ্তব্যবহারদিগের। প্রতিবন্ধকতাকরণের। জামিনের। উইলের। জমীদারদিগের।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

রদ ও বদল ও বাহুল্য ও মৌকুফ হইবার বিষয়ী।

রদাদি হইল				অনুসারে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৭৯৩				১৭৯৯		
৩	১১	০	বাহুল্য হইল।	১	৬	০
ঐ	ঐ	০	ঐ।	৬	৩৯	০
৪	৬	০	ঐ।	৭	১২	০
ঐ	৮	০	ঐ।	ঐ	১৫	৫
ঐ	১৫	০	পুনর্ব্বার হুকুম বাহুল্য হইল।	৫	১	০
ঐ	২২—২৫	০	বাহুল্য হইল।	৯	২।৩	০
৮	৪৮	০	ঐ।	৭	১৫	৮
ঐ	৬২	০	বলবৎ ও স্পষ্ট হইল।	ঐ	২৩	৪
৯	৯	০	পুনশ্চ বলবৎ হইল।	ঐ	১২	০
ঐ	৩০	০	বাহুল্য হইল।	২	৪	০
ঐ	৭৩	০	ঐ।	৮	৫	০
১০	৮	০	রদ হইল ও তাহার পরিবর্ত্তে হুকুম হইল।	৭	২৬	০
১৪	৪	০	এক ভাগ রদ হইল।	ঐ	২৩	২
ঐ	৫	০	কিছু মতান্তর হইল।	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	৬	০	মতান্তর হইল।	ঐ	ঐ	৩
ঐ	৭	০	ঐ।	ঐ	ঐ	১
ঐ	১৬—১৯	০	ঐ।	ঐ	২৪	০
ঐ	২১—২৪	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২৩	৬
ঐ	২৬—২৮	০	বেশী হুকুম।	ঐ	২৮	০
১৭	০	০	মতান্তর হইল।	ঐ	৬	০
ঐ	২	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২	০
ঐ	৫	০	এক ভাগ রদ হইল।	ঐ	৩	০
ঐ	৮	০	ঐ।	ঐ	৪	০
ঐ	১৩	০	মতান্তর হইল।	ঐ	ঐ	০
ঐ	১৯	০	দণ্ডের আধিক্য হইল।	ঐ	৯	০
ঐ	২১	০	মতান্তর হইল	ঐ	১০	০

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

রদাদি হইল				অনুসারে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৭৯৩				১৭৯৯		
১৭	৩১	০	মতান্তর হইল	৭	৪	০
ঐ	৩২	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২	০
ঐ	৩৩	০	স্পষ্ট হইল।	ঐ	১৩	০
২৮	৩	০	শ্রীহট্টের বিষয়ে মতান্তর হইল।	১	৭	০
৩৫	২০	০	কিছু কালের নিমিত্তে মৌকুফ হইল। ..	৩	২	০
৪০	০	০	পুনর্ব্বলবৎ হইল।	৭	১৭	০
৪৪	৫	০	স্পষ্ট হইল।	ঐ	২১	৫
৪৫	১০	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	ঐ	০
১৭৯৪						
৩	৪—১০	০	রদ ও তাহার পরিবর্ত্তে হুকুম হইল। ..	৭	২২	০
১৭৯৫						
২১	১১	১২	স্পষ্ট ও বাহুল্য হইল।	৮	৬	০
৩৫	৫	০	এক ভাগ রদ ও তাহার পরিবর্ত্ত দাঁড়া। ..	৭	৪	০
ঐ	৯—২০	০	রদ হইল ও তাহার পরিবর্ত্তে হুকুম হইল।	ঐ	১৪	০
১৭৯৬						
৫	০	০	নূতন হুকুম হইল।	ঐ	২৮	০
১২	০	০	ঐ।	ঐ	ঐ	০
১৭৯৭						
৫	০	০	নূতন হুকুম হইল।	৭	৬	০
৬	০	০	কোন২ গতিকে খাটিবেক।	ঐ	১৮	০
১৭৯৮						
৩	৫	০	মতান্তর হইল।	২	২	০

দায়ের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিষয়া।	আইন	ধারা	প্রকরণ
শহর ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও পাটনায় মাসে২ জেহল খালাসকরণ এবং কয়েদের সময়ে জেহলখানাহইতে পলায়নকারি ব্যক্তিরদিগকে দ্বীপান্তরে প্রেরণরূপ দণ্ডকরণের হুকুম।	২	১	০
পূর্ব্বোক্ত শহরে মাসে২ জেহল খালাস যাহার সম্মুখে ও যাহার দ্বারা ও যেরূপে করা যাইবে তাহা।	ঐ	২	০
যে২ গতিকে জেহলখানার কর্ম্ম ক্ষণেককালের নিমিত্তে মোকুফ হইবে তাহা। ঐ২ গতিকে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের নিকটে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিতে হইবে।	ঐ	৩	০
২ ও ৩ ধারায় জেহল খালাসকরণের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা বারাণসের উপরে বাহুল্য করা গেল। পূর্ব্বোক্ত চারি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা আপনারদের ছয়২ মাসিয়া রিপোর্ট যে সময়ে প্রেরণ করিবেন তাহা।	ঐ	৪	০
যে আসামীরা দায়ের ও সায়েরী আদালত ও নিজামৎ আদালতের সাহেবকর্ত্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয় তাহারা পলাইলে যে দণ্ডের যোগ্য হইবে তাহা। ঐ২ গতিকে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা রিপোর্ট দিবেন।	ঐ	৫	০
বন্দুয়ান সৈন্যের গারদের জিম্মায় থাকিলে যদি পলায়ন করে তবে ঐ গারদেরা দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচারহওনার্থে কয়েদ হইবে।	ঐ	৬	০
নিজামৎ আদালতে মোকদ্দমা প্রেরণকরণে বিলম্ব না হওনার্থে হুকুম।	১০	১	০
রুবকারীর সম্পূর্ণ নকল মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে পাওয়া কাগজপত্র সহিত পাঠাইবার বিষয়।	ঐ	২	০
দাং বিশেষ আদালত ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।			

ক্রোককরণের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ক্রোককরণের বিষয়ী।	আইন	ধারা	প্রকরণ
ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা আপনারদের খাজানা তহসীল করিবার কথা।	৭	১	০
জমীদারপ্রভৃতিরা আপনারদের মোক্তারকারদিগকে ক্রোক করণের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে। ক্রোককরণে আইনের উল্লঙ্ঘনের অপরাধে যে জরীমানা নিরূপিত আছে যেং গতিকে তাহারা সেই জরীমানার যোগ্য হইবে তাহার কথা।	ঐ	২	০
পাট্টাদারেরা খাজনার মিয়াদী দিনের পর বাকীদারের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে ও তাহা যেরূপে করা যাইবে তাহা।	ঐ	৩	০
ক্রোকী বস্তু বিক্রয়ের পূর্ব্বে এত্তেলা দেওনবিষয়ে এবং বিক্রয় নির্ব্বাহকরণের রীতিবিষয়ক হুকুম হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৪	৩
কাজীরদের ক্ষতিপূরণ ও তাহারদের ত্রুটিতে জরীমানার কথা।	ঐ	৫	০
যেং কাজী ক্রোকী বস্তু বিক্রয় করিতে ক্ষমতা পাইয়াছে। কমিস্যনরদিগকে যে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৬	০
যেং ব্যক্তিরা আপনারদের পদোপলক্ষে কমিস্যনরেরদের ন্যায় গণ্য হইবে তাহার। কমিস্যনরের নিরূপণবিষয়ের হুকুম এবং যেরূপে তাহারা আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইতে পারিবেক তাহার কথা।	ঐ	৭	০
শহরের জজসাহেবেরা কমিস্যনরেরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।	ঐ	৮	০
ক্রোকের প্রতিবন্ধকতাকরণের অধিক জরীমানা। ঐং গতিকে পোলীসের আমলারা যেরূপে কার্য্য করিবে তাহা। ক্রোকী বস্তুর উপরে দাওয়া উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্যের কথা।	ঐ	৯	০
বাহির দরওয়াজা ভাঙ্গনবিষয়ে এবং জনানার মধ্যে প্রবেশ করণের নিষেধ আছে তাহা মতান্তর করা যাওনের এবং তাহার জরীমানা নিরূপণ হইবার কথা।	ঐ	১০	০
প্রতিবন্ধকতা নিবারণে পোলীসের দারোগারা যেরূপে কার্য্য করিবে তাহা।	ঐ	১১	০

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ক্রোককারিপ্রভৃতির বিরুদ্ধে অমূলক নালিশের বিষয়ের দণ্ডের হুকুম পুনশ্চ হইবার কথা।	৭	১২	০
অন্য মোকদ্দমার পূর্ব্বে মালগুজারীসম্পর্কীয় মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণে পুনশ্চ হুকুম হইবার কথা।	ঐ	১৩	০
ভূম্যধিকারিদিগের বিষয়ী।			
মালগুজারীর যে বাকী ক্রোকের দ্বারা তহসীল হইতে পারে না তাহা উসুলকরণে তাহারদের সহায়তা বিষয়ের হুকুম হইবার কথা।	ঐ	১৪	০
কোনং গতিকে তাহারা বাকীদারেরদিগকে ও তাহারদের জামিনেরদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে।	ঐ	১৫	১
তাহারা সেই গ্রেপ্তার যেরূপে করাইবে ও এতদ্দেশীয় কমিস্যনরেরা তাহারদিগের গ্রেপ্তারীর বিষয়ে যেরূপে কার্য্য করিবে তাহা।	ঐ	ঐ	২
জজসাহেবের স্থানে তদ্বিষয়ের দরখাস্ত হইলে তিনি যাহা করিবেন তাহা।	ঐ	ঐ	৩
বাকীদার জজসাহেবের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি যাহা করিবেন তাহা।	ঐ	ঐ	৪
যেং গতিকে বাকীদারকে খালাস অথবা কয়েদ করিতে হইবে ও কয়েদ হইলে যে গতিকে তাহাকে খোরাকী দেওয়া যাইবে তাহা।	ঐ	ঐ	৫
যেং গতিকে ও যেং নিষেধে ইজারাপ্রভৃতি ক্রোক হইতে পারে।	ঐ	ঐ	৬
আপনারদিগের উত্তরকালের খাজানা তহসীলকরণার্থে তাহারা যাহা করিতে পারে।	ঐ	ঐ	৭
ভূম্যধিকারিরদের হক্কের বিষয়ে স্পষ্ট হুকুম।	ঐ	ঐ	৮
যাহারা কয়েদ হয় তাহারা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে। যেং গতিকে তাহারদের পক্ষে ডিক্রী হইতে পারে তাহা।	ঐ	১৬	০
যে দাওয়া সরাসরী মোকদ্দমায় হেয়জ্ঞান হয় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে ১৫ ধারাক্রমে সরাসরী ডিক্রীর আপীল হইতে পারে না সেই মোকদ্দমার			

কোন

	আইন	ধারা	প্রকরণ
কোন রসুম লওয়া যাইবেক না কিন্তু ইষ্টাম্পবিষয়ক যে হুকুম আছে তাহা ঐ২ মোকদ্দমায় খাটিবে।	৭	১৮	০
পূর্ব্বোক্ত ধারা অযোগ্য ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির মোখ্তারকারের দের উপরে খাটিবার কথা।	ঐ	১৯	০
পূর্ব্বোক্ত ধারা শহরের মধ্যে খাটিবার কথা। ১৫ ধারা এতদ্দেশীয় সকল আমলা ও মোখ্তারকারেরদের উপরে খাটিবার কথা।	ঐ	২০	০
দা° সরকারী মালগুজারী ও ক্রোক ও আফীনের বিষয়ের তলে।			
শরার ও শাস্ত্রের বিষয়ী।			
খুনের মোকদ্দমার স°ক্রান্ত শরার সম্মত ফতওয়ার ফের ফার এব° ধরণার বিষয়ী আইনের মর্ম্ম স্পষ্ট করিবার কথা।	৮	১	০
কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়ার ব্যত্যয়ে বধের হুকুম হইতে পারিবার সময়ের কথা।	ঐ	২	০
কেহ কাহাকেও তস্য কথাক্রমে বধিয়াছে কহিয়া স্তোক দিলে সে স্তোকবাক্য শ্রাব্য না হইবার কথা।	ঐ	৩	০
কেহ কাহাকেও বধিলে যদি কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়াক্রমে প্রতিহত্যা না হয় তথাচ প্রমাণপূর্ব্বক সে নিহন্তা ও তস্য উত্তরসাধক সঙ্গী প্রতিহত্যার্হ হইবার কথা।	ঐ	৪	০
কেহ কাহাকেও বিষভক্ষণ কিম্বা জলে মগ্ন করাইলে তাহার তৎমর্ম্মের প্রতি রাগ ভাব বুঝিয়া শাস্তি নির্ণয় হইবার কথা।	ঐ	৫	০
ধরণার সম্পর্কীয় শাস্তি বারাণসে সকল জাতির উপর চলিবার অর্থে বাহুল্য হইবার এব° ধরণাঘটিতাপরাধ শাস্ত্র সম্মত হয় কি না কেবল ইহারি ব্যবস্থা দিবার কথা।	ঐ	৬	০
ইহার অবশিষ্ট কথা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে ব্যক্ত আছে।			
নিজামৎ আদালতের বিষয়ী।			
দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণের ভার তথাকার প্রধান জজসাহেবের প্রতি হইবার সময়ের কথা।	২	৩	০
তরজমাকার সাহেব দায়ের ও সায়েরী আদালতের কাগজ নিজে তরজমা করিবার এব° সময়বিশেষে অন্যের দ্বারা করাইতেও পারিবার কথা।	১০	৩	০

ইহার

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ইহার অবশিষ্ট কথা প্রেব্যান্স্ কোর্টের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের এবং শরার ও শাস্ত্রের বিষয়ের তলে ব্যক্ত আছে।			
আফীনের বিষয়ী।			
আফীনের এজেন্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের এবং সরকারের বিনাহুকুমে তাহার আমদানী ও কারবার না হইতে পারিবার কথা।	৬	১	০
আফীনের এজেন্টসাহেবদিগকে দিব্য করাইবার কথা।	ঐ	২	০
সরকারের বিনাহুকুমে পোস্তের চাস না হইবার কথা।	ঐ	৩	০
চাসি প্রজাগণের সহিত বন্দোবস্তের এবং তাহারদিগকে দাদনী দিবার এবং তাহার বেওরা হকীকৎ লিখিয়া যথায় পাঠাইতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৪	০
প্রজারা স্বেচ্ছাধীন আফীনের করারদাদ করিতে কিম্বা না করিতেও পারিবার কথা।	ঐ	৫	০
প্রজাগণে সওদাপত্র দিবার মতের কথা।	ঐ	৬	০
রসুমক্রমে কিম্বা অন্য কোনরূপে কিছু টাকা লইলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	৭	০
মাজিষ্ট্রেট্সাহেব আফীন ওজনের তরাজুর উপর মোহর করিবার এবং তাহা বিনামোহরী তরাজুতে কিম্বা ন্যূনাধিক বাট্খারাতে ওজন করাইলে দণ্ড হইবার এবং তাহা ওজন করিবার মতের কথা।	ঐ	৮	০
সওদার কম আফীন দিলে দণ্ড হইবার এবং তাহা ও তস্রুফী আফীন লইবার মতের কথা।	ঐ	৯	০
আফীনে জলমিলানিয়াপ্রজাদিগের নামে নালিশ হইবার মতের কথা।	ঐ	১০	০
কাঁচা আফীনে কিছু মিলাইলে নালিশ হইবার মতের কথা।	ঐ	১১	০
পোস্ত চাসের ভূমির মালগুজারী বেশী লইলে ভূম্যধিকারিগণের নামে নালিশ হইবার মতের কথা।	ঐ	১২	০
যে সকল মোকদ্দমার অর্থে কোন উপায় স্থির এ আইনে হইল			

নির্দ্দিষ্ট

	আইন	ধারা	প্রকরণ
নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহারদিগের দায়ে তাঁহারা ঠেকিবেন এ কারণ মাতবর বুঝিয়া সে সকলকে নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং তাহারদিগের স্থানে জামিন লইবার কথা।	৬	২৬	৩
যেমতে ও যে সকল মোকদ্দমায় আফীনের এজেণ্টসাহেবদিগের ও আমলার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে তাহার কথা।	ঐ	২৭	০
যাহার নামে নালিশ হয় সে যে সময়ে সে মোকদ্দমার দায়ে আপন ক্ষতি স্বীকার করিবেক তাহার কথা।	ঐ	২৮	০
আফীনের এজেণ্টসাহেবেরা আমলার নামে নালিশহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব আপন ক্ষতি স্বীকারে দিতে পারিবার কথা।	ঐ	২৯	০
দেওয়ানী আদালতের হুকুম পাঠাইবার ও আফীনের এজেণ্টসাহেবেরা তাহার রসীদ দিবার মতের কথা।	ঐ	৩০	০
বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা আফীনের এজেণ্টসাহেবদিগের ও আমলার নামে ডিক্রীহওয়া মোকদ্দমার খরচা ও ক্ষতির দায় সে সকলের শিরে রাখিয়া জওয়াব দেওয়াইতে পারিবার কিন্তু তাঁহারাও আপন খরচে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে পারিবার কথা।	ঐ	৩১	০
বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা কখন কোন ডিক্রীতে অসম্মত হইলে তাহার আপীল করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।	ঐ	৩২	০
আফীনের এজেণ্টসাহেবদিগের ও প্রধান আমলার স্থানে জামিন তলব হইতে পারিবার সময়ের কথা।	ঐ	৩৩	০
আফীনের এজেণ্টসাহেবেরা ও প্রধান আমলারা অপদস্থ হইলে তৎকালে তাঁহারদিগের নামে নালিশ হইবার মতের কথা।	ঐ	৩৪	০
আফীনের এজেণ্টসাহেবেরা ও আমলাসকল এবং আদালতের উকীলগণ আপনং কাগজপত্র ডাকের বিনারসুমে চালাচালি করিতে পারিবার এবং সে সকল কাগজপত্র চালানের মতের কথা।	ঐ	৩৫	০
বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা আপন পক্ষে কোন মোকদ্দমার নালিশ ও সওয়ালজওয়াব করাইতে পারিবার কথা।	ঐ	৩৬	০
আফীনের এজেণ্টসাহেবেরা ও আমলারা তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমার লাডাপচয়ের দায়ী না হইবার ও তাহার জমাখরচী নিকাশ রাখিবার মতের কথা।	ঐ	৩৭	০

উপরে

	আইন	ধারা	প্রকরণ
উপরের উক্ত এজেণ্টসম্পর্কীয় সকল হুকুম এজেণ্টসাহেবপ্রভৃতিদিগের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।	৬	৩৮	০
উপদ্রুত প্রজারা উপদ্রবের শাসনার্থে নালিশ করিবার মতের কথা।	ঐ	৩১	০
সরকারী মালওয়াজিবীর বিষয়।			
সময়শিরে মালগুজারী তহসীলের দাঁড়া পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইবার কথা।	৭	২১	০
পূর্ব্বের আইনসকলের হুকুম পুনরুল্লেখের কথা।	ঐ	২২	০
কোন২ সময়ছাড়া বাকী মালগুজারীর উপর তাহা দিবার নিণীত দিনহইতে সুদ লইবার কথা।	ঐ	২৩	১
বাকী টাকার কারুণ নালিশ করিবার মতের কথা। ...	ঐ	ঐ	২
ক্রোক ছুটিবার সময়ের এবং হিস্যার নিষ্পত্তি হইবার এবং হালভঙ্গন না হইতে পারিবার উপায়ের কথা।	ঐ	ঐ	৩
কর্ম্মচারিগণ হিসাবকিতাব দিবার এবং তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবার উপায়ের আর কালেক্টরসাহেবের তলবী কাগজপত্র না যোগাইলে ভূম্যধিকারিগণের দণ্ড হইবার কথা। ...	ঐ	ঐ	৪
সন আখিরীতে বাকীর হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে চালাইবার এবং তাহা উসুল করিবার মতের কথা।	ঐ	ঐ	৫
ভূমি নীলামের দাঁড়ার এবং বাকী উসুলের উপায়ান্তরের কথা।	ঐ	ঐ	৬
এ দাঁড়া স্থগিত হইবার সময়ের কথা।	ঐ	ঐ	৭
সময়বিশেষে সাল তামাম না হইলেও ভূমি নীলাম হইতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	৮
হুকুমের উপরে প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে যে বিধি খাটিবেক তাহার এবং সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার আপীল অল্প হইবার বেওরা কথা।	ঐ	২৪	০
ভূমি ক্রোক ও খাসতহসীল করিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবদিগকে বিশেষ ক্ষমতার্পণের কথা।	ঐ	২৫	০
অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের অধিকারের সম্পর্কে উপরের উক্ত			

হুকুম

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
হুকুম খাটিতে পারিবার এবং সরবরাহকারদিগের অসঙ্গতাচরণের বেওরা কালেক্টরসাহেবেরা লিখিয়া পাঠাইবার কথা।	৭	২৬	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের যেং হুকুম রদ না হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার সাব্যস্থ করিবার কথা।	ঐ	২৭	০
যে দাঁড়ায় ভূমি নীলাম হইবেক তাহার কথা।	ঐ	২৮	০
ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলাম হইবার দাঁড়া মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ভূমি নীলাম হইবার প্রতি বাহুল্য হইবার কথা।	ঐ	২৯	১
ভূমি নীলামের বিষয়ে যে হুকুম খাটিবেক তাহার কথা। ..	ঐ	ঐ	ইং ২ লাং ৫
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আইনের নিরূপিত দাঁড়ায় ভূমি নীলাম করাইবার এবং ভূমি ক্রোকের জন্যে আমলা নিযুক্ত করিবার মতের কথা।	ঐ	৩০	০
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হজুরী স্বতন্ত্র হুকুমমতেও কার্য্য করিবার এবং সে সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা আইন গুদরিতে পারিবার কথা।	ঐ	৩১	০
স্পেস্যাল কোর্টের বিষয়।			
উপরের উক্ত কোর্ট অর্থাৎ আদালত বসিবার দাঁড়ার কথা।	৪	১	০
সরকারের অপকারাদিকরণাপবাদের অপবাদিগণের মোকদ্দমার বিচারার্থে আদালত বসাইতে সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।	ঐ	২	
ঐ আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের এবং তাঁহারদিগের ক্ষমতার কথা।	ঐ	৩	০
কোন জজসাহেব কিম্বা কাজী অথবা মুফ্তী মরিলে কিম্বা সাক্ষাৎ না থাকিলে তৎকালে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা। ...	ঐ	৪	০
মোকদ্দমার রোয়দাদ পঁহুছিলে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।	ঐ	৫	০
মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা সেমতাপকারিতার মোকদ্দমার বিচার করাইতে সহকার হইবার এবং কাহার নামে সেমত নালিশ পঁহুছিলে কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।	ঐ	৬	০
শ্রীহট্টের বিষয়।			
শ্রীহট্টের সীমামুড়ার চূণআদির কারবারের সংক্রান্ত ইঙ্গ			

রেজী

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

তাঁহারদিগের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
তাঁহারদিগেরে অধিকারের সরবরাহ দিতে নিষেধ থাকিবার সময়ের ও সে সময়ে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।	৫	৩	০
সাধারণ ভূম্যধিকারিগণের মধ্যের এক জন অংশিতে সরবরাহকার নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবার এবং উত্তরাধিকারিতার বিষয়ে বিরোধ জন্মিলে জজসাহেবদিগের যেমত কর্ত্তব্য তাহার কথা।	ঐ	৪	০
সরবরাহকার নির্দ্দিষ্ট হইবার সময়ের এবং যে কালে সে ভারের বিরাম হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৫	০
সে সরবরাহকারদিগের স্থানে জামিন লইতে হইবার এবং তাহারদিগের মাহিনার ধার্য্য সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে পড়িবার কথা।	ঐ	৬	০
কেহ অধ্যক্ষপত্র না লিখিয়া মরিলে ও তস্য ধনের দাওয়া কেহ না করিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।	ঐ	৭	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের অনুসারে নির্দ্দিষ্টহওয়া কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের ভার এ আইনের অনুক্রমে দূর না হইবার কথা।	ঐ	৮	০
জজসাহেবদিগের হুকুমের উপর দুঁদ্যামি হইলে যেমতাচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।	৯	১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২২ ধারাহইতে ২৪ ধারাপর্য্যন্তের হুকুম জিলা ও শহরসকলের আদালতের সম্পর্কে বাহুল্য হইবার এবং সে আদালতের সীমানায় দুঁদ্যাদিগের ভূমি না থাকিলে তদর্থে স্বতন্ত্র হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা। ..	ঐ	২	০
যে সময় ও যে দাঁড়ায় ভূমি জব্দের বদলে দণ্ড নির্ণয় হইতে পারে তাহার এবং অধিকার জব্দের বিষয়ী ডিক্রী হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীব্যতীত জারী না হইবার কথা।	ঐ	৩	০

ইহার অবশিষ্ট কথা সরকারী মালওয়াজিবীর ও আফীনের ও ক্রোকের ও ভূম্যধিকারিগণের বিষয়ের তলে ব্যক্ত আছে।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

শ্রীযুত গবর্ন্‌র্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেলহইতে যে যে বিষয়ের যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ২ জানুআরি।

সাধারণ অধিকারভূমির অংশী অল্পবয়স্ক জমীদারপ্রভৃতি যে ভূম্যধিকারিরা কোর্টওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হয় ও তাহারদিগের পিত্রাদিতে অধ্যক্ষ পত্রের দ্বারা কাহাকেও তদধ্যক্ষ না করিয়া মরিয়া থাকে তাহারদিগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ১৬ জানুআরি।

সুবে বারাণসের মোতালক মোকাম চণ্ডালগড়ের ও গাজীপুরের ও মীরজাপুরের প্রস্তরের খাইন্ নিরূপিত হাসিল দিয়া সকলে কাটিতে পারিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১৩ ফিব্রুআরি।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহা বিচারার্থে ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সঁপিবার ক্ষমতার্পণের।

৪ চতুর্থ আইন। ১৪ মার্চ।

খাদ্যলবণে ক্ষারী লবণ এবং দ্রব্যান্তর মিলাইতে নিষেধের।

৫ পঞ্চম আইন। ২৭ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের যে সকল হুকুম সময়শিরে মালগুজারী তহসীল করিবার অর্থে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার্পণের নিদর্শনে আছে তাহা এবং ঐ আইনের অন্য যে সকল বিধি সুবে বারাণসে চলিবার যোগ্য তাহাও ঐ সুবায় চালাইবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ২৭ মার্চ।

সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের উপর টাক্স লইলে পোলীসের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রতুলে চলে এজন্যে সমস্ত টানাল মাদক দ্রব্যের ও তাড়ীর উপর টাক্স ধার্য্যের এবং ঐ সকল বস্তু তথা পেয় মাদক নানাবিধ মদিরা পাট্টার অনুসারে বিক্রয়ার্থের বহালী হুকুম শুধরিবার।

৭ সপ্তম

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

৭ সপ্তম আইন। ৩ আপ্রিল।

দেনা ও পাওনার বিষয়ী লিখনপঠনের এবং শরয়ীওগয়রহ কাগজপত্রের ইষ্টাম্পের রসুম লইবার নিদর্শনী বহালী আইনসকলের কোনং মর্ম্ম স্পষ্ট ও পরিস্কারের।

৮ অষ্টম আইন। ৩ জুলাই।

ভূমিসকলের পরগনাওয়ারী ফিরিস্তি বহী তৈয়ার করিবার। এবং সকর ও নিষ্কর ভূমির পূর্ব্বের মোকররী ফিরিস্তি বহীর কোনং দাঁড়া ফেরফার হইবার।

৯ নবম আইন।

১০ জুলাই কিন্তু হজুরের হুকুমমতে এ আইন জারীর এ তারিখ না ধরিয়া এই সনের ৪ মাই তারিখ ধরা গেল।

রাজাধিপ শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট যে সাহেবদিগকে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজত্ব সংক্রান্ত হিন্দুস্থানের রাজ্যের আদালতসকলের ব্যাপারাদি শ্রেষ্ঠং রাজকার্য্যার্পণ হইতে পারে তাঁহারা সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার অর্থে সুশিক্ষিত হইবার কারণ সুবে বাঙ্গালার মোতালক ফোর্ট উলিয়ম মোকামে কালেজ অর্থাৎ পাঠশালা বসাইবার।

১০ দশম আইন। ১১ দিসেম্বর।

জিলা মেদিনীপুরওগয়রহের বনাল ভূমি অংশাংশি না হইবার।

১১ একাদশ আইন। ১৮ দিসেম্বর।

বন্দর কলিকাতায় আমদানী ও রফ্তানী কোনং দ্রব্যছাড়া সকল জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা ১ এক টাকার হারে বেশী হাসিল লইবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১ প্রথম আইনের অনুসারে যে ১ টাকার হারে মাসুল বাড়িয়াছিল তাহা মৌকুফ করিবার। আর কলিকাতার হাসিল লইবার দাঁড়া শুধরিবার। এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইন জারীর তারিখের পর হাসিলের বিষয়ে যে যে হুকুম স্বতন্ত্রক্রমে হইয়াছে তাহা এ আইনে ভুক্ত করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ১ প্রথম আইন

সাধারণ অধিকারভূমির অংশী অল্পবয়স্ক জমীদারপ্রভৃতি যে ভূম্যধিকারিরা কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হয় ও তাহারদিগের পিত্রাদিতে অধ্যক্ষপত্রের দ্বারা কাহাকেও তদধ্যক্ষ না করিয়া মরিয়া থাকে তাহারদিগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ২ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ২১ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ২১ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ৫ শাবানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে সরকারের করসম্পর্কীয় কোন ভূমির অধিকারিগণ সাধারণে থাকিলে তাহারদিগের মধ্যের যেং স্ত্রী কিম্বা পুরুষ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় অল্পবয়স্ক কিম্বা আজন্ম অজ্ঞান অথবা বাতুল কিম্বা অন্য স্বভাবদোষপ্রযুক্ত স্বতন্ত্রক্রমে আপনং অধিকারের কার্য্য চালাইবার অযোগ্য ঠাহরে তাহারা কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য হইবেক না। এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৪ চতুর্বিংশতি ধারানুসারে হুকুম আছে যদি এমত কোন অধিকারের অধিকারিগণের কেহ অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান হয় ও তাহার অধ্যক্ষ কেহ নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে সেই অধ্যক্ষের সাধ্য থাকিবেক যে অধ্যক্ষ কর্ত্তার পক্ষে তাহার অধিকারের সরবরাহকার যে হইবেক তাহার নির্ণয় করে। কিন্তু যদি ঐ রূপ করসম্পর্কীয় ভূমির কোন অধিকারী কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া মরে ও তাহার সন্তান আজন্ম অজ্ঞান কিম্বা বাতুল রহে তবে সেমত ছেমও বালকের অধ্যক্ষ নিযুক্ত কি প্রকারে হইবেক তাহার উপায় স্থির কিছুই হয় নাই। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে হুকুম আছে যে যদি কোন জিলার কিম্বা শহরের আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমান অথবা অন্য জাতির কেহ অধ্যক্ষপত্র লিখিয়া না রাখিয়া মরে ও তাহার পুত্র কিম্বা অন্যোত্তরাধিকারী এমত কেহ থাকে যে তাহাকে শাস্ত্রের কিম্বা শরার মতে সেই মৃতের অধিকারসমুদায় অর্শে তবে সে উত্তরাধিকারী নিজে পারক হইলে তাহার কিম্বা সে অল্পবয়স্কাদি কোনরূপে অযোগ্য হইলে তদধ্যক্ষ কেহ নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে তস্য নিকট কুটুম্ব যে কোন ব্যক্তি এদেশাচারক্রমে তৎপক্ষে কর্ম্মকর্ত্তা থাকে তাহারো আবশ্যক নাই যে আপনি বিনা বলে সে অধিকার হস্তবশ করিতে

পারিলে

পারিলে তাহা করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ সে মতে দখল করিবার নিমিত্তে আদালতে দরখাস্ত করে। কিন্তু ঈদৃশ কুটুম্বকর্ত্তৃক অসঙ্গতাচরণ হইয়াছে এবং হইতেও পারে এমত গতিক দর্শিলি এ কারণ এবং অন্যং কারণেও ঈদৃশ কুটুম্বকে এপ্রকার ভার দেওয়া পরামর্শ হয় না। অতএব উপরের উল্লিখিত সকল হেতুপ্রযুক্ত ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল জানিবেন যে এ নির্দ্ধারিত হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে ঘোষণা পাইবার কালহইতে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জজসাহেবেরা সময় বিশেষে কোর্ট ওয়ার্ডসের অব্যাপ্য অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

যদি সাধারণ অধিকারিভূমির কোন অধিকারির মৃত্যু হয় ও তাহার উত্তরাধিকারী অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান রহে এবং সেই মৃত ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বে অধ্যক্ষপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া থাকে তবে যে জিলায় সেই অধিকারভূমি রহে সেই জিলার জজসাহেব কিম্বা যদি সে অধিকার দুই কিম্বা ততোধিক জিলায় থাকে তবে যে জিলায় সেই অধিকারের ভূমি অতিরিক্ত ভাগে রহে সেই জিলার জজসাহেব তাহার বেওরাহকীকৎ কালেক্টরসাহেবের দ্বারা পাইলে পর কিম্বা সেই মৃতের বংশের হিতার্থী যে কেহ থাকে সে সেই মৃতের উত্তরাধিকারির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহার অধিকারের কার্য্য চালাইবার যোগ্য কেহ তস্য নিকট কুটুম্বের মধ্যে নাই এমত কথা জানাইলে তাহার সেই কথার তথ্য লইয়া পশ্চাৎ তাহাতে নির্ভর করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত জনেককে তাহার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন এবং এরূপ সকল বিষয়ের বেওরাহকীকৎ সর্ব্বদা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

অধ্যক্ষদিগের বাচনি করিবার মতের কথা।

যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের বাচনি জজসাহেবেরা তাহারদিগের কৃতিত্ব ও সুপ্রতিষ্ঠা ও তাহারদিগের প্রতি বিশ্বাস বুঝিয়া করিবেন কিন্তু শাস্ত্রের কিম্বা শরার মতে যে কেহ কোন অল্পবয়স্কাদি অযোগ্য ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারির মরণান্তর তস্য লভ্যপ্রাপক হইতে পারে সেইং ব্যক্তিকে কদাচ সেই অযোগ্য অধিকারির অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

অধ্যক্ষগণকে বেতন দিবার মতের কথা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহদুর চাহেন্ যে মৃত ভূম্যধিকারিগণের আত্মীয় লোকে তাহারদিগের অযোগ্য সন্তানের অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইয়া বিনাবেতন গ্রহণে সে ভারের সংক্রান্ত সকল কার্য্য চালায়। কিন্তু যে কেহ অধ্যক্ষতাভারে

নিযক্ত

নিযুক্ত হয় তাঁহাকে যদি কিছু বেতন দিবার আবশ্যক থাকে তবে জজসাহেব বিষয় বুঝিয়া যত দেওয়া উচিত জানেন্ তাহাই দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

অধ্যক্ষগণকে সনন্দ দিবার ও তাহারদিগের স্থানে জামিন লইবার মতের কথা।
একরারনামার পাঠের কথা।

যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারা জজসাহেবদিগের মোহরে ও দস্তখতে সনন্দ পাইবেক এবং সনন্দ পাইবার পূর্ব্বে আপনারা সে ভারে নিযুক্ত থাকিবাপর্য্যন্ত হাজির রহিবার নিমিত্তে জামিন এবং নীচের লিখিত পাঠে একরার লিখিয়া দিবেক। লিখিতং শ্রীঅমুকস্য আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অমুক অধিকারের এত কিস্‌মতের অংশী শ্রীঅমুক অধিকারির অধ্যক্ষতাভার এই নিয়মে স্বীকার করিয়া লইলাম যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত ও মনোযোগী হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মবুদ্ধিক্রমে অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্যাচরণার্থে যে আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে ও হয় তাহার অনুসারে আপন ভারের সংক্রান্ত সকল কার্য্য বিলক্ষণরূপে করিব। আর অধ্যক্ষকর্ত্তার যত টাকা আমার ভারাবলম্বে মম হস্তে আইসে তাহাহইতে আমার এই ভারানুযায়ী নিরূপিত বেতনঅপেক্ষা অধিক কিছু গোপনে বা অগোপনে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহাকেও লইতে দিব না। অধিকন্তু অধ্যক্ষকর্ত্তার যত টাকা আমার হস্তে আইসে তাহার হিসাব চাহিবার সাধ্যবান ব্যক্তিতে হিসাব তলব করিলে তাহা যথা সঙ্গতক্রমে শুদ্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিব। আর যদি সে টাকা হইতে কিছু আমি উড়াই কিম্বা খরচ করি অথবা ক্ষতি দর্শিবার কোন কর্ম্মে আসক্ত হই এমত প্রমাণ হয় তবে যত টাকা উড়াই কিম্বা খরচ করি অথবা ক্ষতি হয় তাহার তিনগুণ আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণে অথবা মদনুযায়ি জনে দিব কিম্বা দিবেক ইতি।

৬ ধারা।

অধ্যক্ষগণে কার্য্য চালাইবার ও সরবরাহকার নির্ণয় করিবার মতের কথা।

যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারা অধ্যক্ষকর্ত্তার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেক এবং সে কর্ত্তা অল্পবয়স্ক হইলে তাহাকে গুণাভ্যাস ও সুনীতি শিক্ষা করাইবেক। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৩ ধারার তথা ২৪ ধারার অনুসারে সাধারণ অধিকারভূমির সরবরহকারের নির্ণয় করিতে পারিবেক। এবং সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য হইবেক যে সে অধিকারে যত টাকা লাভ হয় তাহার মোটহইতে সকল অংশির জনাজাতি যথার্থাংশক্রমে যাহা সেই অধ্যক্ষকর্ত্তাকে অর্হে তাহা সেই অধ্যক্ষের স্থানে বুঝাইয়া দেয় ইতি।

৭ ধারা।

সরবরাহকারেরদের হস্তে থাকা অধিকার

উপরের ধারানুসারে নিযুক্তহওয়া যে সরবরাহকারদিগের হস্তে যে যে অধিকারভূমি

নীলামের যোগ্য হই বার কথা

কারভূমি রাখা যায় সে সরবরাহকারো সেইং অধিকারহইতে তাহার মালগুজারী করিবার দায়ী থাকিবেক। ও জানিবেন যে এ আইনের অনুক্রমে সেইং অধিকারের মালগুজারীর বাকী কখন পড়িলে সে নিমিত্তে সেইং অধিকার নীলামে বিক্রয় করিতে ক্ষমা দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

কেহ কোন জজসাহেবের কৃত কিছু হুকুমের দ্বারা আপনাকে উৎপাতগুস্ত মানিলে তাহার শাসনের মতের কথা।

যদি এ আইনের মতে প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কোন জিলার জজসাহেবের কৃত কিছু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উৎপাতগুস্ত মানে তবে তাহার সাধ্য আছে যে আপনার সেই নালিশী আরজী লিখিয়া সেই জজসাহেবের স্থানে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দেয়। সে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত আরজী পাইলে তাহার নকল এবং সে মোকদ্দমার যে বিচার আপনি করেন্ তাহার রোয়দাদ একত্র করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে চালান করেন্। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে তাহা সাব্যস্থ রাখা কি অসাব্যস্থ করা যাহা উচিত বুঝেন তাহাই করেন্। আর এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে এমত সকল মোকদ্দমায় তাঁহারা যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্তের তরে পাইবেক। এবং এ ধারানুসারে যে রোয়দাদী কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক তাহার শুদ্ধ তরজমা ইঙ্গরেজী ভাষায় করিয়া সে কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

VOL. III. 256.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সুবে বারাণসের মোতালক মোকাম চণ্ডালগড়ের ও গাজীপুরের ও মৃজাপুরের প্রস্তরের খাইন নিরূপিত হাসিল দিয়া সকলে কাটিতে পারিবার আইন শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ১৬ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ৫ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ৬ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ৫ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ৬ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১৯ শাবানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

সুবে বারাণসের মোতালক মোকাম চণ্ডালগড়ের ও গাজীপুরের ও মৃজাপুরের প্রস্তরের সকল খাইন একালপর্য্যন্ত সরকারের খাসে কাটান গিয়াছে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের ৮১ একাশী তথা ৮২ বিরাশী ধারার দাঁড়ামতে ইজারা দেওয়া গিয়াছে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আগস্ত মাসগতে তথাকার এজেণ্টসাহেব নিজ ভারক্রমে সেই সকল খাইন্ কাটাইয়া তাহার অনেক প্রস্তর সরকারের নিরূপিত দরে শহর বারাণসে বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে পাতরকাটনিয়া থৈকরপ্রভৃতি লোকদিগের কার্য্য অনায়াসে চলিবার কারণ সেই সকল খাইন কাটাইবার ও তথাহইতে যথেষ্ট করিয়া প্রস্তর আনিবার প্রবৃত্তি লোকদিগের হইবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৯ আপ্রিলে ঘোষণা দেওয়া গিয়াছিল ও সে ঘোষাণাপত্রে লেখা ছিল যে সেই সকল খাইন কাটিতে যে হাসিল লাগিবেক তাহা নিরূপণক্রমে বেওরা করিয়া পশ্চাৎ জানান যাইবেক। তদনুসারে সেই ঘোষণার তারিখের পর যে প্রস্তর কাটা গিয়াছে ও পশ্চাৎ যে প্রস্তর কাটা যাইবেক তাহার হাসিল নিরূপণার্থে শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। জানিবেন যে এ আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমসকলের মধ্যে হাসিলনিরূপণের হুকুম ঐ গত ৯ আপ্রিলহইতে মান্যের তরে পাইবেক অন্য সমস্ত হুকুম ঐ সুবায় এ আইন ঘোষণা পাইবার তারিখহইতে মান্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

বিশেষবিধিব্যতীত ইঙ্গরেজছাড়া সকলেই চণ্ডালগড়াদির খাইনহইতে পাতর কাটাইতে পারিবার কথা।

এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারস্থ সমস্ত লোক এবং প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোক এতাবতা ইঙ্গরেজছাড়া যাবদীয় টুপীওয়ালা বরং ইঙ্গরেজেরাও ইঙ্গরেজী

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

১৭৯৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশতি আইনের লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে খুশ্‌কীপথে চলন্তা জিনিসের মহাজনী ব্যাপার করিবার কারণ বারাণসে বসতীর পরওয়ানগী পাইয়া থাকিলে সাধ্য রাখে যে নীচের ধারার নিখনানুসারে চণ্ডালগড়ের ও গাজীপুরের ও মৃজাপুরের খাইনহইতে নানাপ্রকার প্রস্তর কাটায় ইতি।

৩ ধারা।

পাতর উঠাইয়া লইবার পূর্ব্বে তাহার হাসিল সরকারে দাখিল করিবার কথা।

যাহারা উপরের লিখিত খাইনহইতে প্রস্তর কাটায় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং কাটান খাইনের নিকটহইতে প্রস্তর উঠাইয়া চালান করিবার পূর্ব্বে তাহার হাসিল রকমদৃষ্টে নীচের নিরূপিত নিরিখক্রমে সরকারে দাখিল করে।

১ এক প্রকার।— যে কোন খাইনহইতে প্রস্তর কাটা যাউক তাহার হাসিল নীচের বিবরিত ৮ আট রকমের উপর যথানিরূপিত নিরিখে লাগিবেক।

প্রস্তরের রকম	হাসিলের নিরিখ।	
চুকা— অর্থাৎ অনৈত্য মাপযোঁকের ছোটং প্রস্তর প্রায় মোন শতকরা তৌলের হিসাবে বিক্রয় হয়।	মোন শতকরা— ২।০ টাকা	
কলু অর্থাৎ ইক্ষুমাড়াগাছ		
বাড়িয়া নামে সরসজাত গন্তী	১ কাত	৮ টাকা
ছরহী নামে মধ্যমজাত গন্তী	১ কাত	৭ টাকা
বিন্ধাচলী নামে নীরস জাত গন্তী	১ কাত	৫ টাকা
হাতে ঘুরাণিয়া যাঁতা গন্তী	১০০ কাত	১২৸০ টাকা
হাতে ঘুরাণিয়া চাকী গন্তী	১০০ কাত	৬ টাকা
শিল সরসজাত গন্তী	১০০ কাত	৪৸০ টাকা
শিল নীরসজাত ইঙ্গরেজী ১ ফুট অর্থাৎ ১২ বুরুলের অনূর্দ্ধ মাপের গন্তী।	১০০ কাত	৩।০ টাকা

২ দ্বিতীয় প্রকার। —যে যে রকম প্রস্তরের দীর্ঘ ও প্রস্থ ও দলের ধরাটে কালী মাপের উপর ইঙ্গরেজী ফুটপ্রতি নীচের নিরূপিত নিরিখে হাসিল লাগিবেক তাহার বেওরা।

চণ্ডালগড়ের ও গাজীপুরের খাইনহইতে কাটা।

৪ ফুটের অনূর্দ্ধ ঐ মাপের ফুটপ্রতি	৵৮ দুই আনা আট পাই ইং
৪ ফুটের ঊর্দ্ধ ৫ ফুটপর্য্যন্ত ঐ মাপের ফুটপ্রতি	।০ চারিআনা
৫ পাঁচ ফুটের ঊর্দ্ধ ঐ মাপের ফুটপ্রতি	।৵০ পাঁচ আনা

মৃজাপুরের

মৃজাপুরের খাইনহইতে কাটা।

বড় কি ছোট যে রকম হউক তাহার উপর ঐ মাপের ফুটপ্রতি।	৵৬ দুইআনা ছয়পাই ইং

৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেব পারসী ও নাগরীতে নিরিখনামা লেখাইয়া লট্কাইবার কথা।

থৈকরাদি পাতরকাটনিয়ারা এবং অন্য সকল লোকে অতিত্বরা সমাচার পাইবার কারণ হুকুম হইতেছে যে সুবে বারাণসের কালেক্টরসাহেব চণ্ডালগড়ের ও গাজীপুরের ও মৃজাপুরের খাইনহইতে যে যে রকম প্রস্তর কাটা যায় সেই২ রকম তাহার উপরের ধারার নিরূপিত হসিলের নিদর্শনে নিরিখনামা পারসী ভাষাক্ষরে ও খোট্টাশব্দে নাগরী অক্ষরে লেখাইয়া তাহা ঘোষণার্থে আপন এলাকার কাছারীতে সকলের দৃষ্টিপাতের স্থানে এবং একং খাইনে নিযুক্তথাকা দারোগার দফ্তরখানার সম্মুখে লট্কাইয়া দেওয়ান্ ইতি।

৫ ধারা।

কালেক্টরী খাজানাখানায় হাসিল দাখিল হইবার ও তথাহইতে রওয়ানা দিবার কথা।

৩ তৃতীয় ধারার নিরূপিত হসিল সুবে বারাণসের কালেক্টরী খাজানাখানায় দাখিল করিতে হইবেক। ইহাতে যদি সেই হাসিল কালেক্টরসাহেবের সাক্ষাৎ দাখিল হয় তবে সে সাহেব নিজে নচেৎ তাঁহার অসাক্ষাৎ দাখিল হইলে তাঁহার আসিষ্টাণ্টের অগ্রগণ্য সাহেব যথাকার খাইনের যে যে রকম যত প্রস্তরের অর্থে সে হাসিল দাখিল হইয়া থাকে তথাকার খাইনহইতে সেই২ রকম তত প্রস্তর উঠাইয়া চালাইবার নিদর্শনে রওয়ানা সেই খাইনের দারোগার নামে লেখাইয়া কালেক্টরী মোহরে ও আপন দস্তখতে সটিক করিয়া দিবেন। ও সে রওয়ানাপাওনিয়া তাহা লইয়া সেই দারোগাকে দিবেক। সে দারোগাও সে রওয়ানাকে তস্য লিখিত প্রস্তর উঠাইয়া চালাইতে দিবার নিদর্শনে আপন স্থানে রাখিবেক ইতি।

৬ ধারা।

হাসিল দিবার কালে রওয়ানার দরখাস্তের সঙ্গে পাতরের তালিকা দাখিল করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেব উপরের লিখিত বিধিমতে রওয়ানা দিতে পারিবার সুগমের কারণ তাহার দরখাস্তকরনিয়াদিগের কর্ত্তব্য যে হাসিলের টাকা দাখিল করিবার সময়ে আপনং দরখাস্তের শামিলে প্রস্তরের ফিরিস্তি অর্থাৎ তালিকা তাহা যে খাইনের কাটা সেই খাইনের নাম এবং যে রকম যত প্রস্তর তাহার বেওরাযুতে এবং তাহার নিরূপিত হাসিল ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে তৌলের কি গম্ভীর কি কালীমাপের হিসাবেই বা ইহার যদনুরূপে লাগে তাহার নিদর্শনে এবং ৪ চতুর্থ ধারাক্রমে নিরিখনামা লিখিয়া ঘোষণা দেওয়াইবার কারণ অন্য যে যে বিবরণের আবশ্যক কালেক্টরসাহেবের হয় তদ্যুক্তেও লিখিয়া দেয়। ইহাতে তালিকার যে ভুলচুকহেতুক প্রস্তর উঠাইয়া চালান করিতে ও তাহার হাসিল চুক্তি হইতে

তালিকা লিখিবার মতের কথা।

তে বিলম্ব দর্শে সে ভুলচুক না হইয়া সেই তালিকা সটিকক্রমে সহজে তৈয়ার হইবার কারণ এ ধারানুসারে হুকুম আছে যে এক প্রস্থ পাতর কাটা গেলে পর যদি তাহা কাটানিয়া নিজে কিম্বা তৎপক্ষের কেহ অথবা তাহার স্থানের প্রস্তরক্রে তা সেই প্রস্তর উঠাইয়া চালান করিবার নিমিত্তে রওয়ানা চাহে তবে সেই থাই নের দারোগার কর্ত্তব্য যে যত প্রস্তরের রওয়ানার দরখাস্ত করে তাহা সে প্রস্ত রের কর্ত্তার কিম্বা তৎপক্ষের লোকের সাক্ষাৎ আপন সঙ্গী তৌলাদিকরণিয়ার দ্বা রা তৌল কিম্বা গন্তী অথবা কালীমাপ করায় ফলত ইহার যদনুসারে হাসিল লা গে তাহা করাইয়া তন্নিদর্শনী যে তালিকা কালেক্টরসাহেবের স্থানে দাখিল হই বেক তাহাতে নিজে দস্তখৎ করে এবং সে তালিকায় সেই তৌলাদিকরণিয়ার হাতেও এই মতে সহী করায় যে এই তালিকার লিখিত প্রস্তরের তৌল কি গন্তী কি কালীমাপ প্রকৃত। এ গতিকে সেই সকল প্রস্তর তৌলাদি করিবার অর্থে দারো গার সঙ্গে যোগানিয়া যত লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় তাহা নিযুক্ত করা যাইবেক এবং তাহারদিগের দ্বারা ঐ তৌলাদি করাইতে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

হাসিল উড়াইবার অর্থে খাউকী দিতে না পারিবার কথা।

দারোগার কর্ত্তব্য যে উপরের ধারানুসারে প্রস্তর তৌলাদি করিবার কালে তা হার উপর একং চিহ্ন করে এবং সেই তৌলাদিকরা যত প্রস্তর তাহার দস্তখতী তালিকার মধ্যে লেখা যায় তাহা রাশি করাইয়া সেই রাশির উপরেও এমত এক চিহ্ন করে যে তদৃষ্টে সেই সকল প্রস্তর তালিকাভুক্ত জানা যায়। আর সেই রাশির প্রস্তর উঠাইয়া চালাইবার রওয়ানা কালেক্টসাহেবের স্থানহইতে না পঁহুছিবাপ র্য্যন্ত তাহার তৌলাদির ফেরফার কিম্বা বেশী না হইতে পারিবার জন্যে যে উ পায় করিবার প্রয়োজন থাকে তাহাও করে। ইহাতে যদি রওয়ানার দরখাস্ত দা খিল হইবার পূর্ব্বের তৌল কিম্বা গন্তী অথবা কালীমাপকরা প্রস্তরের তৌলাদির ফেরফার কিম্বা বেশী হইবার সন্দেহ পরে জন্মে তবে তাহা দারোগা আপন সা ক্ষাৎ পুনরায় তৌলাদি করাইবেক। তাহাতে যদি প্রমাণ হয় যে খাউকীক্রমে হা সিল উড়াইবার কারণ সেই তৌলাদির ফেরফার কিম্বা বেশী হইয়াছে তবে যে রাশির প্রস্তর উঠাইয়া লইবার নিমিত্তে এমত খাউকী হইয়া থাকে সে রাশির প্র স্তর সমস্তই এ আইনের ১১ একাদশ ধারানুসারে জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

খাউকী দিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

৮ ধারা।

প্রস্তরের নিকাশী কৈফিয়ৎসুদ্ধা দাখিলী রওয়ানা মাসান্তেং কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইবার কথা।

দারোগার কর্ত্তব্য যে রওয়ানার লিখিত প্রস্তর উঠাইয়া চালাইবার কালে তাহা এক তারিখে কি যত তারিখে চলে তাহার নিদর্শন দাখিল হইবার অনুসারে সেই রওয়ানার পৃষ্ঠে এমতে লিখে যে তদৃষ্টে যে তারিখে যত প্রস্তর চালান হয় তাহা পরিস্কার বুঝা যায়। এবং যে মাসে যত প্রস্তর চলে তাহার নিকাশী কৈফিয়ৎ আপন দস্তখতে সটিক করিয়া সেই সকল দাখিলী রওয়ানাসমেত প্রতিমাসান্তে

কালেক্টর

কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠায়। আর সে দারোগা একং চালানের প্রস্তরের সঙ্গে তাহা খাইনের আমলাপ্রভৃতি সকলে অবাধে ছাড়িয়া দিবার কারণ তাহারদিগের নামে ছাড়চিঠী সেই প্রস্তরের সংখ্যা ও রকমের নিদর্শনে লিখিয়া আপন পদের মোহরে ও আপন দস্তখতে সটিক করিয়া তাহা চালানিয়াকে দিবেক। কিন্তু সে ছাড়চিঠী দিবার অর্থে স্বতন্ত্র হাসিল লাগিবেক না ও সেই ছাড়চিঠীর ফিরিস্তি কালেক্টরসাহেবের নক্সামতে রাখা দারোগার কর্ত্তব্য হইবেক। এবং এ আইনের অনুসারে কাটা যে প্রস্তর চালানের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১০ দশম ধারার লিখনানুক্রমে হাসিল মাফ হয় সে প্রস্তর শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারের কোন স্থানে চালাইবার অর্থে এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার নিরূপিত হাসিলের অতিরিক্ত কিছু লাগিবেক না ইতি।

দারোগারা ছাড়চিঠী দিতে হাসিল না লইবার কথা।

৯ ধারা।

এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে যদি কোন খাইনের বিষয়লিপ্ত কেহ নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা কাহার স্থানে নিরূপিত হাসিলের অতিরিক্ত কিছু লয় কিম্বা ঘুষ খায় তবে সে ব্যক্তি এ আইনের অনুসারে কোন ভাররাখা সরকারের চাকর আমলা কিম্বা অন্য যে হউক তাহার নামে সে নালিশ যে জিলার ব্যাপ্য স্থানে সেই অবিধি কর্ম্ম করিয়া থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে হইয়া তথায় তাহার বিচার হইবেক। এবং আদালতওগয়রহের আমলার উপর কিছু ফাকী দিয়া লইবার কি ঘুষ খাইবার মোকদ্দমায় দাওয়া প্রমাণ হইলে তদর্থে তাহার যে দণ্ড করিতে হয় সেই দণ্ড এ ধারাক্রমেও উপরের প্রস্তাবিত অবিধি কর্ম্মকারক লোকের উপর দাওয়া সাব্যস্থ হইলে করা যাইবেক। এবং এমত মোকদ্দমার বিচারের প্রতি তন্নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ১৩ ত্রয়োদশ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের অনুসারে সুবে বারাণসে চলিয়াছে সেই আইনের সম্যক বিধি খাটিবেক ইতি।

ফাকী দিয়া কিছু লইবার ও ঘুষ খাইবার বিষয়ে নালিশ হইবার ও তাহার বিচার যে আইনমতে হইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

কালেক্টরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরের কারণ প্রস্তরের খাইনের দারোগী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার লোকদিগেরে বাচনি করিবেন। এবং তাহা স্থির পড়িলে সে দারোগারা আপনং ভারের কার্য্য যথান্যায়ে প্রকৃতপ্রস্তাব করিবার অর্থে তাহারদিগকে দিব্য করাইবেন কিম্বা ভাব বুঝিয়া তাহারদিগের স্থানে শপথপত্র লেখাইয়া লইবেন বিশেষতঃ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারানুসারে তাহারদিগের স্থানে জামিন লইবেন। ও জানিবেন যে এ ধারাক্রমে ঐ ৩ তৃতীয় আইনের ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। এই কএক ধারা এদেশীয় যে সকল প্রকার আমলা লোকের উপর টাকা উসুলতহসীলের এবং হিসাবকিতাব রাখিবার ভার থাকে সে সকলের প্রতি চলিবেক। আর কালেক্টর

বোর্ড রেবিনিউর মঞ্জুরের কারণ দারোগা বাচনি হইবার ও তাহারা দিব্যাদি করিবার ও জামিন দিবার এবং মূলের লিখিত কএক ধারা তাহারদিগের প্রতি চলিবার কথা।

আমলাসকলের মাহিয়ানা ধার্য্যের কথা।

লেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ দারোগাদিগের এবং তৎসঙ্গি আমলাসকলের বক্রাওর্দ্দের ফর্দ্দ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরের নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্। এবং কেহ নিরূপিত হাসিল না দিয়া প্রস্তর উঠাইয়া চালাইতে না পারিবার জন্যে বিবেচনাক্রমে যে উপায় ঠাহরিয়া থাকেন্ তাহা করিতে দারোগাদিগেরে হুকুম করেন্ ইতি।

১১ ধারা।

হাসিল না দিয়া উঠাইয়া লওয়া প্রস্তরাদি ক্রোক্ ও জব্দ হইবার কথা।

যদি কোন খাইনহইতে কিম্বা তৎসমীপ যে স্থানে সেই খাইনের কাটা প্রস্তর রাশি করিয়া রাখিতে হয় সেই স্থানহইতে কেহ নিরূপিত হাসিল না দিয়া ও রওয়ানা না লইয়া সে প্রস্তর গোপনে কিম্বা কোন প্রকারান্তরে উঠাইয়া চালান করে কিম্বা চালাইতে উদ্যত হয় তবে সে প্রস্তরসমস্ত এবং তাহা যে সকল পশু ও ছক্‌ড়াপ্রভৃতিতে বোঝাই থাকে কিম্বা বোঝাই হইবার উপক্রমে রহে সে সকল পশু ও ছক্‌ড়াপ্রভৃতিও তৎক্ষণাৎ সরকারে ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য হইবেক। ও এমতগতিকের প্রস্তরাদি বস্তু ক্রোক করিবার প্রবৃত্তি সরকারী আমলাদিগের জন্মিবার নিমিত্তে এবং তাহার সন্ধান কহিবার বাসনা অন্যং লোকের হইবার জন্যে তাহারা সেই প্রস্তরাদি বস্তু নীলামের মুখে বিক্রয়হওয়া টাকার মোটহইতে নীচের লিখিত বেওরাক্রমে পুরস্কার কালেক্টরসাহেবের দ্বারা পাইবেক। সে বেওরা এই যে যদি ঐ সকল বস্তু অন্যের দ্বারা সন্ধান না মিলিয়া কেবল খাইনে নিযুক্তথাকা সরকারী আমলাদিগের উদ্যোগে ক্রোক্ হয় তবে সে আমলারা তাহা বিক্রয়ের টাকার অর্দ্ধেক পাইবেক ও তাহার মধ্যে যে আমলা যত অংশ পাইবেক তাহাও কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় নির্ণয় হইবেক। আর যদি আমলারা অন্য কাহার স্থানে সন্ধান পাইয়া ঐ সকল বস্তু ক্রোক্ করে তবে তাহা বিক্রয়ের টাকার মধ্যে এক সুকী ভাগ ক্রোককরনিয়া আমলাদিগেরে আর এক সুকী ভাগ সেই সন্ধানিকে উপরের দাঁড়ামতে অর্শিবেক। ও যদি খাইনের আমলাছাড়া উপরি কেহ আপন সন্ধানে ঐ সকল বস্তু ক্রোক্ করে তবে সরকারী আমলাকে নিরংশী করিয়া তাহা বিক্রয়ের অর্দ্ধেক টাকা সমুদায় সেই উপরি লোকে পাইবেক। ও তাহাতে সরকারী আমলারা অলস ও তাচ্ছল্য করিয়া থাকিলে তাহারা কালেক্টরসাহেবের বিবেচনাক্রমে পদচ্যুতের যোগ্য হইবেক। আর যদি সাব্যস্ত হয় যে সেই অবিধি কর্ম্ম কোন আমলার গড়নে হইয়াছে তবে তাহাতে হওয়া ক্ষতির কারণ তাহার নামে দায়ের ও সায়েরী আদালতে নালিশ পঁহুছিবেক।

প্রস্তরাদি ক্রোক্ করিলে কিম্বা করাইলে ইনাম পাইবার কথা।

প্রস্তর নিরর্থক আটক না হইবার কথা।

ইহাতে পাতরকাটনিয়াদিগের এবং তাহারদিগের স্থানে প্রস্তর কিননিয়াগণের হিতের কারণ এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে কালেক্টরসাহেব খাইনের চতুঃসীমা নির্ণয় যে পর্য্যন্ত করেন্ সে সীমার বাহিরে কেহ প্রস্তর লইয়া গেলে তাহার হাসিল দিয়াছে কি না এমত সন্দেহে আটক্ হইবেক না। কিন্তু আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে দারোগার বিনা ছাড়চিঠীতে কেহ সেই সীমার বাহিরে প্রস্তর না লইতে পারিবার অর্থে

অতিসাবধান

অতিসাবধান থাকে। তাহাতে যদি কেহ কোন প্রস্তর ছাপাইয়া কিম্বা হাসিল না দিয়া চালাইতে উদ্যত হইয়াছে কেবল এমত সন্দিগ্ধ হইয়া অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুব্যতীত তাহা ক্রোক্ করে তবে তাহাতে যত ক্ষতি দর্শে তাহা নীচের ধারার লিখনানুসারে সেই ক্রোককরণিয়া না দিলে তাহার নামে সেই ক্ষতির দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক। আর যদি প্রকৃতরূপে সাব্যস্ত হয় যে ঐ সকল বস্তু অসঙ্গতাবধানে ক্রোক্ করিয়াছে এবং তাহা করার ক্ষতিপূরণ দিতেও চাহে না তবে জজসাহেব সমস্ত ক্ষতির ও খরচার ডিক্রী করিয়া তৎপ্রাপককে দেওয়াইবেন ইতি।

১২ ধারা।

প্রস্তর ক্রোকী বার্ত্তা শীঘ্র কালেক্টরসাহেবকে দিবার কথা।

ঐ বার্ত্তা কালেক্টর সাহেব পাইলে পর যে মত করিবেন তাহার কথা।

উপরের ধারার লিখনানুসারে প্রস্তর ক্রোক্ হইলে থাইনের দারোগার কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে তাহার বেওরাহকীকৎ লিখিয়া বারাণসের কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠায়। তাহাতে সে সাহেবের উচিত যে সে হকীকৎদৃষ্টির পর সে মোকদ্দমার অপর যাহা বিচারের আবশ্যক থাকে তাহা সেই বিষয়ের দায়ী উপস্থিত থাকিলে তাহার সমক্ষে অথবা তাহার ভারিত গোমাস্তার সাক্ষাৎ যত শীঘ্র করিতে পারেন্ করেন্। ও বিচারমুখে যদি বুঝেন্ যে সেই ক্রোকী প্রস্তরের হাসিল মিলিয়াছে কিম্বা তাহা চালানিয়ার আশয় এমত ছিল না যে হাসিল না দিয়া সে প্রস্তর লইয়া যায় তবে সে প্রস্তর ছাড়িয়া দিবেন এবং তাহা ক্রোক্করণিয়ার উপর হুকুম করিবেন যে সেই প্রস্তরাধিকারিকে ক্ষতি পোষাইয়া দেয় নচেৎ উপরের ধারানুসারে তাহার নামে ক্ষতিপূরণের ও খরচার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক। কিন্তু যদি সে সাহেবের বোধ হয় যে সে প্রস্তরের হাসিল মিলে নাই এবং তাহা চালানিয়ার মনস্থও ছিল যে হাসিল না দিয়া সে প্রস্তর লইয়া যায় তবে সে প্রস্তরসমেত পশু ও ছকড়াপ্রভৃতি যে যে বস্তু ক্রোক্ হইয়া থাকে তাহা সমস্তই উপরের ধারাক্রমে সরকারে জব্দ হইবেক। ও তাহা জব্দের হুকুম হইবার তারিখহইতে ১৪ চৌদ্দ দিনের কম না হয় এমত মিয়াদের নিরূপণে সে বস্তু নীলাম হইবার অর্থে ঘোষণাপত্র অবিলম্বে কালেক্টরী কাছারীতে লট্কাইয়া দেওয়াইবেন। ইহাতে সেই ক্রোকী বস্তুর অধিকারির ক্ষমতা আছে যে কালেক্টরসাহেব জব্দের হুকুম করিলে পর ১০ দশ দিনের মধ্যে যে সময়ে চাহে সে মোকদ্দমার আপীল শহর বারাণসের দেওয়ানী আদালতে করে। ও কালেক্টরসাহেব এমত মোকদ্দমার আপীল হইবার নিশ্চয় সমাচার পাইলে তাহার জওয়াব সরকারী উকীলের দ্বারা আপীলে দিবেন এবং তথায় সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইবাপর্য্যন্ত সে বস্তুর নীলাম স্থগিত রাখিবেন। এবং তাহাতে আপীলের যে হুকুম হয় তাহাও মানিবেন। ও এমত মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহাতে আপীলের নিদর্শনী সমস্ত হুকুম চলিবেক। কিন্তু উচিত যে তাহার নিষ্পত্তি যত ত্বরাতে হইতে পারে করা যায়। আর যদি কালেক্টরসাহেব সে মোকদ্দমার নালিশ আ

মূলের লিখিত মোকদ্দমা শহর বারাণসের দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য হইতে পারিবার কথা।

পীলে

পীলে হইবার সংবাদ সে বস্তু নীলাম হইবার নিরূপিত কালের পূর্ব্বে না পান্ তবে তাহা সেই ঘোষণাপত্রানুসারে নীলাম করিবেন তদনন্তর সেই বিক্রীত বস্তুর বিষয়ী কিছু দাওয়ার নালিশ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। অতএব শহর বারাণসের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এ ধারাক্রমে আপীল হইবার নিরূপিত মিয়াদ দশ দিনের মধ্যে কোন মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহার সমাচার সময়শিরে কালেক্টরসাহেবকে দেন্। এবং উচিত যে কালেক্টরসাহেবের কৃত জব্দের হুকুমের উপর আপীলের আরজী নিরূপিত মিয়াদগতে দিলে তাহা বিলম্বে দিবার বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারিলে না লন্ এবং নীলাম হইবার নির্ণীত দিনের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবকে সমাচার দিতে পারিবার কাল না থাকে এমত সময়ে সে মোকদ্দমার আপীলের আরজী দিলেও গ্রহণ না করেন্ ইতি।

১৩ ধারা।

খাইনের বিষয়ী প্রস্তরাদি জব্দপ্রভৃতির বেওরা লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

উপরের ধারার লিখনানুসারে প্রস্তরাদি জব্দ হইয়া বিক্রয় হইলে তৎকালে কালেক্টরসাহেব সে সংবাদ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন এবং প্রস্তরের খাইনের ও তথাকার ব্যাপার চলিবার বিষয়ী অপর যাবদীয় বেওরা তলবমতে লিখিয়া ঐ বোর্ডে চালান করিবেন ইতি।

১৪ ধারা।

গবর্নর্ জেনরল হাসিলের নিরিখ কমাইতে ও খাইনের সম্পর্কে অন্য ২ হুকুম দিতে পারিবার কথা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে উত্তর কাল বিহিত বুঝিলে এ আইনের নিরূপিত হাসিলের নিরিখ কমাইতে এবং সুবে বারাণসের মোতালক প্রস্তরের খাইনসকলের অর্থে অপর যে যে হুকুম খাটে তাহাও দিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৮১। ৮২ ধারা ঐ ৮২ ধারার ৪ প্রকরণ বাদে রদ হইবার এবং ঐ প্রকরণের মর্ম্ম ফের না হইবার কথা।

জানিবেন যে এ আইনমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৮১ একাশী তথা ৮২ বিরাশী ধারার লিখিত হুকুম ঐ ৮২ ধারার যে ৪ চতুর্থ প্রকরণানুসারে পাহাড়িয়ারা নিজ কার্য্যে লাগাইবার অর্থের প্রস্তরের হাসিল দিবার দায়েতে ছাড়ান ও মাফ পাইয়াছে সেই প্রকরণ বাদে রদ হইল আর বুঝিবেন যে সেই মাফী হুকুম উত্তর কালেও সাব্যস্থ থাকিবেক। কিন্তু কালেক্টরসাহেব খাইনের দারোগাদিগেরে যে হুকুমনামা দেন্ তাহাতে এমত উপায় লিখিবেন যে তদ্দৃষ্টে সেই হাসিল মাফের আশয় ফের না হইতে পারে। ইহাতে যদি কেহ পাহাড়িয়াদিগের নিজ কার্য্যে লাগাইবার প্রস্তরের হাসিল মাফের অনুসারে অন্য প্রস্তরের হাসিল মাফ করাইবার চেষ্টা পায় তবে সে প্রস্তর তৎসহযোগবস্তুর্দ্ধা এ আইনের ১১ একাদশ ধারানুসারে ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের কৃতনিষ্পত্তি মোকদ্দমার অপীল হইলে তাহা বিচারার্থে ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টরসাহেব দিগকে সঁপিবার ক্ষমতার্পণের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ১৩ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ৪ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮০৬ সালের ৪ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১৮ রমজানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ২০ বিংশতি ধারাক্রমে হুকুম আছে যে এ দেশীয় কমিস্যনর লোকদিগের কৃতনিষ্পত্তি মোকদ্দমাসকলের আপীল জিলা ও শহর সকলের দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৬ আইনের ৪ চতুর্থ ধারানুসারে হুকুম আছে যে এমত সকল মোকদ্দমার আপীল ঐ সকল আদালতে হইলে তাহাতে তথাকার জজসাহেবেরা যে ডিক্রী করেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু ঐ সকল আদালতের প্রায় সর্ব্বত্র এমত সকল মোকদ্দমার এত বাহুল্য হইয়াছে যে তাহাতে তথাকার জজসাহেবেরা যথোচিত শ্রম করেন্ তথাচ নিষ্পত্তি না হইয়া বিস্তর মোকদ্দমা যবস্থবে রহে এবং আদালতের অনেক কর্ম্মের ভণ্ডুল হয় অতএব এই যে হেতুতে মোকদ্দমাসকলের বিচারের বিলম্ব দর্শে ইহা খণ্ডনের কারণ নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। জানিবেন যে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে এ আইন পঁহুছিলে পর ঐ সর্ব্বত্র এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম মান্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জজসাহেদিগের প্রতি কমিস্যনরদিগের কৃতনিষ্পত্তি ২৫ টাকার অনূর্দ্ধের মোকদ্দমার আপীলের ভার রেজিষ্টরসাহেবদিগকে দিবার ক্ষমতার্পণের ও তাহাতে রেজিষ্টর সাহেবদিগের কৃত ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার কথা।

এ ধারাক্রমে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে যদি এদেশীয় কমিস্যনর লোকদিগের কৃতনিষ্পত্তি এত মোকদ্দমার আপীল ঐ সকল আদালতে উপস্থিত হয় যে তাহার বিচার ভারিং ও আশু বিচার্য্য মোকদ্দমাসকলের বিচারের বিনাবিরামে না হইতে পারে তবে তাহার মধ্যের শিক্কা ২৫ পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা কিম্বা মূল্যের যত মোকদ্দমা বিচারার্থে ঐ সকল আদলতের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সঁপা উচিত জানেন্ তাহা সঁপিবেন। তাহাতে সে সকল মোকদ্দমার আপীলের যে ডিক্রী রেজিষ্টরসাহেবেরা করেন্ তাহা সেই রূপে চূড়ান্ত হইবেক যে রূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম

আইনের

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

আইনের অনুসারে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে গোড়াগোড়ি বিচারের ভার দেওয়া মো
কদ্দমাসকলের ডিক্রী তাঁহারা করিলে তাহা চূড়ান্ত হয় ইতি।

৩ ধারা।

আপীলের কালে দাখিল হইবার নির্ণীত রসুম মোকদ্দমার আপীল নিষ্পত্ত্যন্তে রেজিষ্টরসাহেবেরা পাইবার কথা।

উপরের ধারাদৃষ্টে আপীলের যে সকল মোকদ্দমা বিচারার্থে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সঁপা যায় তাহার যত রসুম সে সকল মোকদ্দমা আপীলে উপস্থিত হইবার কালে দাখিল হইবার নির্ণয় আছে তাহা সমস্ত এবং তাঁহারদিগেরে গোড়াগোড়ি বিচারের ভারদেওয়া মোকদ্দমাসকলের রসুমের মধ্যে যে অংশ ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের অনুসারে তাঁহারদিগের পাও না তাহাও মাসান্তেং তাঁহারদিগেরে ভোগার্থে দেওয়া যাইবেক ইতি।

VOL. III. 266.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

খাদ্য লবণে ক্ষারি লবণ এবং দ্রব্যান্তর মিলাইতে নিষেধের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ১৪ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেক ফসলী ১২০৭ সালের ৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ৩ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১৭ শওয়ালে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিদিত হইল যে ক্ষারি লবণ নামে যে দ্রব্য বিস্তর বরং সমস্তই সুবে বেহারে জন্মে তাহা যথেষ্ট এবং অন্যং লোণা সামগ্রী অর্থাৎ নতরুণ ডাকে যবক্ষার ও সাজী খাদ্যলবণে মিলাইবার পাদ্য এ সুবেজাতে পড়িয়াছে এপ্রযুক্ত যাহারা লবণের ব্যবসায় প্রকৃতরূপে করে তাহারদিগের অনেক ক্ষতি দর্শে এবং অন্য সকলেও অতিশয় ব্যামোহ পায় ইহার কারণ এই যে খাদ্য লবণে ক্ষারি লবণমিশ্রিত হইলে পীড়াদায়ক হয় অতএব বিবেচনাক্রমে ক্ষারি লবণকে ভেদকৌষধ ঠাহর হইয়া ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। জানিবেন যে এই নির্দ্দিষ্ট হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে ঘোষণা পাইবার তারিখহইতে ঐ সর্ব্বত্র মান্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ক্ষারিদিগর মিলান লবণ জব্দের যোগ্য ঠাহরিবার এবং তাহা মিলানিয়ার ও বেচনিয়ার দণ্ড হইবার কথা।
দণ্ড নির্ণয়ের ও তাহা লইবার মতের কথা।

এ আইনের হেতুবাদের প্রস্তাবিত কিছু দ্রব্য মিলান লবণ যে কোন গোলায় কিম্বা দোকানে অথবা অন্য স্থানে মিলে তাহা সমস্তই জব্দ করিয়া নষ্ট করা যাইবেক। এবং লবণের ব্যবসায়ী কোন গোল্দার কিম্বা ফড়্যায় যদি সেই দ্রব্য লবণে মিলাইয়া কদর্য্য করে কিম্বা এমতে মিশিত কুৎসিত লবণ বেচে তবে তাহার যত লবণ ধরা পড়ে তৎকের উপর ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরের মোনকরা ১০ দশটাকার হারে দণ্ড সেই ব্যবসায়ির প্রতি করা যাইবেক এবং সে দণ্ড নীচের লিখনানুসারে লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

পোলীসের ও নিমক মহালের আমলারা মিশ্রিত লবণ আটক করি

উপরের লিখনানুসারে মিলিতহওয়া লবণ পোলীসের ও নিমকমহালের আমলাদিগের দ্বারা জব্দের যোগ্য হইবেক ও তাহারা এমত লবণ ক্রোক্ করিলে তৎক্ষণাৎ সে হকীকৎ লিখিয়া সে লবণ ক্রোক্হওয়া স্থানের ব্যাপক জজসাহেবের

য়া তাহার হকীকৎ জজ সাহেবদিগকে লিখিবার কথা।

নিকটে পাঠাইবেক। সে সাহেব সেই হকীকৎ পাইলে অব্যাজে তাহার বিচার সংক্ষেপে করিয়া যদি বুঝেন্ যে সে লবণ জব্দের যোগ্য তবে জব্দের হুকুম করিবেন এবং আদালতের অন্যং ডিক্রী জারী করিবার বিধিক্রমে এমত বিষয়ের নিরূপিত দণ্ডও লইবেন ইতি।

জজসাহেবেরা হকীকৎ পাইলে পর যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

৪ ধারা।

জব্দহওয়া লবণের অধিকারী এক মাসের মধ্যে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

যদি লবণের অধিকারী তাহা জব্দের হুকুমে সম্মত না হইয়া তস্য দণ্ডের নিশার কারণ এবং নীচের লিখনানুসারে আপন ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্তে তাহা ক্রোক্ করণিয়া আমলার নামে এক মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার অর্থে বিশ্বস্ত জামিন দেয় তবে তাহাতে জজসাহেব আপন হুকুমের জারী এবং অন্যং কর্ত্তব্য কর্ম্মরহিত করিবেন। কিন্তু যদি সেই অধিকারী সে লবণ জব্দের হুকুম হইবার তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে নালিশ না করে তবে জজসাহেব গতিক্রিয়া না করিয়া তাহার দণ্ড সেই জামিনের স্থানে লইবেন। এবং সে লবণ জব্দ করণাদির বিষয়ে কর্ত্তব্য অন্যং হুকুম জারীও করিবেন তাহাতে সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ও তাহার উপর আপীল গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

মূলের লিখনক্রমে কার্য্য হইলে হুকুম জারী না হইবার কথা।

এক মাসের পর আপীল না হইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।

অসঙ্গতাবধানে লবণ ক্রোক্ হইলে তাহার অধিকারী ক্ষতিপূরণ ও খরচা পাইবার কথা।

যদি জানা যায় যে সরকারী আমলার দ্বারা অসঙ্গতাবধানে লবণ ক্রোক্ হইয়াছে তবে তদর্থে সে লবণের অধিকারী নিরূপিত দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে সে লবণ ক্রোক্ ও জব্দ হইবাতে যত অপচয় ও আদালতের খরচা হইয়া থাকে তাহা সেই ক্রোক্করণিয়ার স্থানে পাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

অসঙ্গত নালিশ করিলে অধিক দণ্ড হইবার কথা।

যদি জজসাহেবের নিশ্চয় গ্রাহ্য হয় যে জব্দহওয়া লবণের প্রতি তাহার অধিকারী ফরিয়াদীর কোন বিশিষ্টাপত্তি না থাকিয়া তাহার নালিশের ভাব কেবল কালহরণের নিমিত্তে এবং আসামীকে ব্যামোহ দিবার জন্যে ছিল তবে ক্ষমতা আছে যে সেই ফরিয়াদীর উপর ২দ্বিতীয় ধারার নিরূপিত মোনকরা ১০ দশ টাকার হারে দণ্ডের স্থানে ১৫ পনের টাকার হারে দণ্ড নির্ণয় করেন্। ইহাতে সে মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর এবং এ মতের সমস্ত মোকদ্দমার ডিক্রীর উপরেই আপীলের নালিশ নির্ণীত দাঁড়াক্রমে মফঃসল আপীল আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে যথায় হউক তথাতেই গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

মূলের লিখিত মোকদ্দমা আইনসকলের মতে আপীলের যোগ্য হইবার কথা।

৭ ধারা।

মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি না হইবাতক লবণ আটক থাকিবার কথা।

লবণ জব্দের কোন হুকুম ফিরাইবার কারণ নালিশ হইলে সে লবণ তাবৎ ক্রোক্ রাখা যাইবেক যাবৎ তদর্থে চূড়ান্ত ডিক্রী না হয় ইতি।

৮ ধারা।

৮ ধারা।

যদি উপরের লিখনানুসারে মিলিত লবণ কোন উপরি লোকের জানান সন্ধান ব্যতীত কেবল সরকারী আমলার দ্বারা ক্রোক্ হয় তবে অপরাধির স্থানে ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে যত দণ্ড লওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক সেই আমলায় পাইবেক বাকী অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।

সরকারী আমলা আপনাহইতে লবণ আটকাইলে মোট দণ্ডের অর্দ্ধেক পাইবার কথা।

৯ ধারা।

যদি কোন উপরি লোকের জানান সন্ধানে মিলিত লবণ সরকারী আমলার দ্বারা ক্রোক্ হয় তবে তাহাতে যত দণ্ড মিলে তাহার মোটহইতে এক চৌঠী সেই সন্ধানী আর এক চৌঠী সেই ক্রোক্ করণিয়া আমলায় পাইবেক বাকী অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।

দণ্ডের মোটহইতে যত অংশ সন্ধানী পাইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

যে সকল ভারবাহক গবাদি পশুতে এবং গাড়ী ও ছকড়া ও নৌকাদিগরে মিলিত লবণ ঢোলায় কিম্বা তাহার যাহাতে সে লবণ বোঝাই থাকে সে সকল ভারবাহক বস্তু নিরূপিত দণ্ড আদায় না হইবাপর্য্যন্ত আটক রহিবেক এবং সে দণ্ড লইবার কারণ সেই বস্তু বিক্রয় করিতে জজসাহেবের শক্তি থাকিবেক ইতি।

মিশ্রিত লবণ ঢোলানের গবাদি বস্তু আটক ও নীলামের যোগ্য হইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের যে সকল হুকুম সময়শিরে মালগুজারী তহসীল করিবার অর্থে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার্পণের নিদর্শনে আছে তাহা এবং ঐ আইনের অন্য যে সকল বিধি সুবে বারাণসে চলিবার যোগ্য তাহাও ঐ সুবায় চালাইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ২৭ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ১৬ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ১৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ১৬ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ১৬ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সময়শিরে মালগুজারী তহসীল করিবার অর্থে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার্পণের নিদর্শনে আছে এবং ঐ আইনের অন্য যে সকল বিধির মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়ের কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ ও ১৮ অষ্টাদশ তথা ১৯ ঊনবিংশতি ধারার অনুসারে মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়ের কারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম হইলে অধিকারভূমি নীলাম হইবার সম্পর্কে চলিবার যোগ্য আছে। আর ঐ ৭ সপ্তম আইনের পর যে সকল দাঁড়া ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের উল্লিখিত সুবে বারাণসের খাজানা তহসীলের দাঁড়ার সহিত মিলে সেই সমস্ত দাঁড়া ও বিধি ও হুকুম ঐ সুবে বারাণসে চালাইবার নিমিত্তে ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম সুবে বারাণসে ঘোষণা পাইলে পর মান্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ২ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির যে ভার আছে সে ভার তাহারা নিজ নায়েবআদিকে দিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে সদরের মালগুজার জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারেরদিগের যাহারং প্রতি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ স্বত্বব্যাপ্য প্রজাদির ভূমির শস্য ও পশ্বাদি জন্তু এবং অপর দ্রব্যাদি অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি যে যে মতে ক্রোক অর্থাৎ আটক করিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহারা তদর্থে এ আইনের হুকুমদৃষ্টে ও সেইং মতে সে সকল সম্পত্তি ক্রোকের ভার আপনারদিগের তহসীলের সংক্রান্ত

নায়েব

মুনিবদিগের স্থানপাওয়া ভারক্রমে নায়েব আদিতে কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

নায়েবআদির ও তাহারদিগের মনিবদিগের শিরে দায় থাকিবার কথা।

আইনের অন্যথাচরণ না করিলে দণ্ড না হইবার কথা।

অযথাক্রোক জ্ঞাতসারে করা প্রমাণ হইলে কেবল অন্যায়ার্থের ক্ষতি পোষাইয়া দিতে হইবার কথা।

আটকানিয়া দিতে উদ্যতহওয়া অপচয় ফরিয়াদী লয় নাই প্রমাণ হইলে তাহা পুনরায় দিতে না হইবার কথা।

নায়েব ও গোমস্তাওগয়রহ আমলাদিগেরে ঐ ৪৫ আইনের ২৯ ধারার প্রস্তাবিত ঝুঁকী শিরে রাখিয়া দিতে পারে। ও সে নায়েবওগয়রহ আমলারাও পাওয়া ভারক্রমে বাকী আদায়ের নিমিত্তে আপনং মুনিবের ক্ষমতামত ক্রোকের ব্যাপার করিতে পারিবেক। ও তাহা করিতে সে আমলারা আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া তাহার অন্যথাচরিলে দণ্ডের দায়ে তাহারা ও তাহারদিগের মুনিবেরাও ঠেকিবেক। কিন্তু জানিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের হুকুমের অন্যথাচরিলে সে হেতুতে যে দণ্ড করিবার নিরূপণ ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারেরদিগের ও তাহারদিগের চাকর নায়েবওগয়রহ আমলাদিগের প্রতি এ ধারাক্রমে আছে তাহা তৎকালে করা যাইবেক না যে কালে এমত স্পষ্ট না বুঝা যাইবেক যে তাহারা ঐ সকল আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া কিম্বা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর সমুদায় হুকুম জ্ঞাত হইয়া সে কর্ম্ম করিয়াছে। ও তৎকালে এমত স্পষ্ট না বুঝা গেলে আইনের অন্যথায় সে কর্ম্ম করিতে উৎপাতগ্রস্তের যে অপচয় হইয়া থাকে কেবল তাহারি নিশা সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। তাহাতেও যদি এমত প্রমাণ হয় যে ক্রোককরণিয়া সে কর্ম্ম করিয়া পরে আইনের অন্যথাহওন ঠাহরিয়া সে সময়ে কিম্বা সে দাওয়ার নালিশ তাহার নামে হইবার পূর্ব্বে অন্য কোন সময়ে সেই অপচয় ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিল ও উৎপাতগ্রস্ত ফরিয়াদী তাহা লয় নাই তবে সে অপচয়ের কিছুই দিবার দায়ে সেই ক্রোককরণিয়া ঠেকিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ৫ ধারার যাহা রদ হইল তাহার কথা।

মালগুজারেরা কিস্তিবন্দীর তারিখতক খাজানা না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবার কথা।

তলবমতে বাকী না দিলেই বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার কথা।

প্রজাপ্রভৃতিতে আপন দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার সমাচার মালজামিনকে দিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিতের মধ্যে হুকুম আছে যে তাবের কট্‌কিনাদারেরা ও তালুকদারেরা ও প্রজাবর্গ যাবৎ আপনং শিরের বাকী টাকা তলব হইলে পর দিতে ত্রুটি না করে ও মালজামিন দিয়া থাকিলে ও সেই মালজামিনেও হাজির থাকিলে তলবমতে বাকী টাকা দিতে যাবৎ আপত্তি না করে তাবৎ ঐ কট্‌কিনাদারওগয়রহ বাকীদারদিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না এ হুকুম রদ হইল। হররকম মালগুজারেরা অর্থাৎ নানাপ্রকার রাজস্ব দায়কেরা কিস্তিবন্দীর নির্দ্দিষ্ট দিনে কিম্বা অন্য করারী দিবসে অথবা দিননির্দ্দিষ্টে কোন করার না হইয়া থাকিলে তথাকার দাঁড়াক্রমে খাজানা তলব হইবার দিবসে আপনারদিগের শিরের মালগুজারী না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবেক। ও সে বাকীদারেরা তলবমতে বাকী না দিলে সে বাকী মালজামিনের স্থানে তলব হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ তৎক্ষণাৎ সেই বাকীর অনুসারে তাহারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোকের যোগ্য হইবেক। তাহাতে যদি কেহ মালজামিন দিয়াথাকা কোন প্রজা প্রভৃতির দ্রব্যাদি সে মালজামিনের নিকটে বাকী তলব না করিয়া আগে ক্রোক করে তবে সে প্রজাপ্রভৃতিতে সে সমাচার আপন মালজামিনকে দিবেক এবং সে দ্রব্যাদি নীলাম হইবার পূর্ব্বে সেই বাকী দিতে চাহিলেও দিতে পারিবেক। অথবা সেই

ক্রোক্‌করণিয়া নিজে সে সমাচার সেই মালজামিনকে জানাইয়া তাহার স্থানে বাকী টাকা চাহিবেক। ইহাতে যদি ক্রোক্‌করণিয়া বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা ঐ উভয়ের দ্রব্যাদিই ক্রোক্‌করা বিহিত বুঝে তবে তাহাও তত ক্রোক্‌ করিতে পারে যতকে বাকীর অনুসারাপেক্ষা অধিক ঠাহর না হয়। কিন্তু মালজামিনের দ্রব্যাদি তাবৎ ক্রোক্‌ হইবেক না যাবৎ বাকীদারের স্থানে বাকী তলব না করা যায় ও করা গেলে সে তলব ব্যর্থ না হয়। তাহাতে যদি বাকীদার পলায় কিম্বা অদেখা হয় ও মালজামিনেও সে বাকী তলবমতে শোধ না দেয় তবে সে মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোকের উপযুক্ত সেইরূপে হইবেক যেরূপে বাকীদার সাক্ষাৎ না থাকিলে ও তলবমতে বাকী শোধ না দিলে ক্রোক্‌ হইত ইতি।

আটকানিয়াও ক্রোকের বার্ত্তা মালজামিনকে দিতে ও তাহার স্থানে বাকী চাহিতে পারিবার কথা।

আটকানিয়া আত্ম বিবেচনায় বাকীদারের কি মালজামিনের অথবা ঐ উভয়ের দ্রব্যই বাকীর অনুসারে ক্রোক্‌ করিতে পারিবার কথা।

আদৌ মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক্‌ হইতে পারিবার সময়ের কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার মধ্যের লিখিত যে হুকুম দ্রব্যাদি ক্রোক্‌ হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিনের দিবসে তাহা বিক্রয় হইবার নিদর্শনে লিখিয়া বাকীদারকে জানাইবার অর্থে আছে এবং ঐ আইনের ২০ বিংশতি ধারার মধ্যের যে হুকুম দ্রব্য ক্রোক্‌ হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবসে তাহা নীলাম হইবার নির্ণয়ে আছে সেইং হুকুম এধারাক্রমে রদ হইল। আর ক্রোকী দ্রব্যাদির ফিরিস্তিযুতে যে লিখন লিখিয়া বাকীদারকে দিতে হয় তাহা কেবল বাকী টাকার সংখ্যা ও যত শীঘ্র নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধার্য্য করিয়া লিখিয়া বিশেষ জানাইবেক যে সেই মিয়াদের মধ্যে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী শোধ নাদিলে মিয়াদ পূর্ণের দিবসে তাহার ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলাম হইবেক। তাহাতে যদি বাকীদার সে লিখন পাইয়া বাকী টাকা না দেয় কিম্বা শীঘ্র বাকী টাকা দিবার অর্থে ক্রোক্‌করণিয়ার হৃদ্বোধ না জন্মায় অথবা সে বাকীদার পলায় কিম্বা এমতে গাঢাকা হয় যে কোন প্রকারে সে লিখন তাহার স্থানে না পঁহুছিতে পারে তবে ক্রোক্‌করণিয়ার কর্ত্তব্য যে যে কাজী কিম্বা ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের শক্তিমান অন্য যে কেহ নিকটে থাকে তাহার স্থানে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি শীঘ্র নীলাম করিবার কারণ দরখাস্ত পাঠাইয়া দেয়। ও সে দরখাস্তে বাকীর পরিমাণ এবং সে দ্রব্য থাকিবার ঠিকানা লিখে। এবং যদি ক্রোক্‌করণিয়া ঐ ৪৫ আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে এক স্থানহইতে স্থানান্তরে দ্রব্য উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তবে যথায় লইতে চাহে তথাকার নাম সেই দরখাস্তে লিখিয়া দেয় তাহাতে কাজী কিম্বা অন্য যে কেহ সে বিষয়ের ভার রাখে তাহার উচিত যে সে দরখাস্ত পাইলে পর ঐ ৪৫ আইনের ২০ ধারার হুকুমমতে এবং নীচের লিখিত বিধিক্রমে কার্য্য করে বাক্যার্থ দ্রব্য ক্রোকের পর ১৫ পনের দিনের দিবসে নীলামের মিয়াদ নির্ণয়ের বদলে ঐ ২০ ধারার অপর বিধিদৃষ্টে দ্রব্যের মূল্য ঠাহর করাইয়া যত শীঘ্র তাহা নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধরিয়া লিখিয়া সে সমাচার জানাইবার কারণ হাটের দিন হাটে ঢোল পিটায়। ও তাহাতে এমত নিষ্কর্ষ জানায় যে সেই দিনের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ৬ ধারার মধ্যের বাকীদারকে সংবাদ দিবার হুকুম এবং ২০ ধারার মধ্যের নীলামের মিয়াদ ধার্য্যের বিধি ফেরফার হইবার কথা।

উত্তরকালে বাকীদারদিগকে যে সমাচার দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

আটকানিয়া নীলামের দরখাস্ত কাজী কিম্বা নীলামের শক্তিমান অন্যের নিকটে পাঠাইবার কথা।

দরখাস্ত পাইলে পর কাজীপ্রভৃতিতে নীলাম করাইবার কথা।

দ্রব্য ক্রোক্ হইলে পর পাঁচ দিন গত না হইলে তাহা বিক্রয় না হইবার কথা।

ক্ষেতে থাকা ফসল ক্রোক্ হইলে তাহা নীলাম করিতে উপরের হুকুম চলিবার কথা।

দিনের পর মধ্যে এক হাট বাদে দ্বিতীয় হাটের দিন সে দ্রব্য নীলাম হইবেক। কিন্তু কখন কোন দ্রব্য ক্রোক্ হইবার দিনহইতে পাঁচ দিন গত না হইলে নীলাম হইতে পারিবেক না। আর কাটা না গিয়া থাকা কোন শস্য কেহ কখন ক্রোক্ করিলে তাহা ঐ ৪৫ আইনের ১১ একাদশ ধারার হুকুমমতে কাটাইয়া জড় করাইয়া যাবৎ উপরের লিখনানুসারে ঢোল পিটাইয়া জানান না দেয় তাবৎ তাহা নীলাম হইতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

নীলামের সাধ্যবানেরা রসুম পাইবার কথা।

ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের সাধ্যবান কাজীপ্রভৃতিতে দ্রব্য নীলামের ইশ্‌তিহার দিবার ও নীলাম করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ২০ ধারানুসারে তাহার মূল্য ঠাহরিবার খরচের নিমিত্তে ও নিজবেতনের অর্থে রসুম দ্রব্য নীলামে বিক্রয়ের মুখে যত টাকা হয় তাহার টাকাপ্রতি /০ এক আনার হারে পাইবেক ও সে রসুম নীলামী টাকাহইতে কর্ত্তন হইয়া অবশিষ্ট যে থাকিবেক তাহা ক্রোকী খরচাসমেত বাকীর মোটে মজুরা পড়িয়া যত অকুলান হয় তাহার দায় সেই বাকীদারের শিরে রহিবেক কিন্তু বাকীদার আপন দেনা দিবাতে কিম্বা অপর কোন হেতুতে যদি নীলাম থামে তবে তাহারা রসুম পাইবেক না কেবল সে দ্রব্যাদি ক্রোক্ করিতে যথার্থ যে খরচ লাগিয়া থাকে তাহাছাড়া অন্য কিছু খরচা সে বাকীদারের স্থানে লওয়া যাইবেক না। ইহাতে এই প্রার্থনা যে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের সাধ্যবানেরা এই রসুম পাইবার ভরসায় সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ ভারিত কর্ম্ম বিশিষ্টরূপে করে। ও যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক্কার অথবা খরীদার কিম্বা নীলামকার বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা কোন অত্যাচার এতৎ কর্ম্ম করে তবে আইনমতে তৎক্ষণাৎ তগীরের যোগ্য হইবেক অধিকন্তু আইনের লিখিত অন্য দণ্ডের এবং উৎপাতগ্রস্তের ক্ষতি পোষাইয়া দিবার দায়েও ঠেকিবেক ইতি।

ক্রোকের সাধ্যবানেরা নীলামী কর্ম্ম ভালমতে করিবার প্রার্থনার কথা।

বিরুদ্ধাচরণ করিলে দণ্ড হইবার কথা।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের মজমুনের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের মতে খিল্লা পঞ্চাশ টাকার অনুর্দ্ধ সংখ্যা ও মূল্যের মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে নিযুক্ত হওয়া সনন্দদার কমিস্যানরদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ২৭ ধারানুসারে ভার এবং হুকুম আছে যে দরখাস্তের কালে ক্রোকী দ্রব্যকে আইনের বিধানদৃষ্টে নীলাম করে। এতদ্ভিন্ন ক্রোকী দ্রব্য অবিলম্বে বিক্রয়ার্থে যত লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক থাকে তাহা জিলাসকলের জজসাহেবেরা করিবার কর্তৃত্ব রাখেন্ ও করিবেন। ও তাহা করিলে ঐ ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনমতে সে ভার কাজীদিগকে অর্পণ হইয়াছে সে ভার পশ্চাৎ সকল কাজীকে দেওয়া আবশ্যক হইবেক না। জানিবেন যে ঐ ৪৫ আইনমতে কাজীপ্রভৃতি যাহারা মোকদ্দমার বিচারার্থে কমিস্যানরী ভার পাইয়াছে এবং যাহারা ঐ ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের

উপরের ধারার লিখনানুসারে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যানরেরা ক্রোকী

অনুসারে

অনুসারে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের ভার পায় কেবল তাহারাই ঐ আইনসকলের অনুসারে এবং ঐ আইনসকলের পরিবর্ত্তী হুকুমমতে ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবেক। আর ঐ জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইনমতে অন্য যাহারদিগকে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের কারণ নিযুক্ত করিতে হয় তাহারদিগকে সুখ্যাত ও কর্ম্মযোগ্য ঠাহরিয়া নিযুক্ত করেন্। ও যাহারা নিযুক্ত হয় তাহারদিগেরে নীচের লিখিত বেওরানিদর্শনে সনন্দ আপনং দস্তখতে ও আদালতের মোহরে দেন্। সে বেওরা এই যে আমি অমুক জিলার দেওয়ানী আদালতের জজপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনমতে যে ভার রাখি তদনুসারে তোমাকে উপরের প্রস্তাবিত ঐ ৪৫ আইনের এবং ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের অমুক আইনের মতে মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোক্‌হওয়া দ্রব্য নীলামের নিমিত্তে কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে থাকিয়া ঐ সকল আইনের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা অপর যে আইন তোমার কর্ম্মচালানের নিমিত্তে পাঠান যায় তদনুসারে ক্রোক্‌হওয়া দ্রব্য নীলামের কার্য্য করিবা এবং আপন কর্ম্মের প্রতিদিনের রুবকারী হকিকৎ লিখিয়া সাবধানে রাখিবা যে তাহা তলব হইলে পাওয়া যায় ইতি।

দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবার কথা।

জিলাসকলের জজসাহেরেরা সুখ্যাত ও যোগ্য লোক ঠাহরিয়া নীলামের কার্য্যের ভার দিবার কথা।

৭ ধারা।

যে সকলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের অনুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারার্থে কমিস্যনরী কার্য্যে আর যে সকলে কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানহইতে সরকারী মালওয়াজিবীর তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের যাহারা ঐ ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ২৭ ধারাক্রমে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের শক্তি রাখে তাহারা যাবৎ কমিস্যনরী কার্য্যে ও তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাবৎ আপনং ভারাবলম্বনে ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিবার সাধ্য রাখিবেক তাহাতে এ কার্য্যের নিমিত্তে পৃথক্ সনন্দ তাহারদিগেরে দিবার তাৎপর্য্য থাকিবেক না। কিন্তু ক্রোকী দ্রব্য নীলামের কমিস্যনর সকলেরি কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের স্থানে যে সমাচার জিলাসকলের জজসাহেবেরা তলব করেন্ তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠায়। আর যাহারা এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারাক্রমে সনন্দ পায় তাহারদিগের বিরাগ কোন প্রকারে সদর দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ না হইলে তাবৎ তাহারদিগের পাওয়া সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক না অর্থাৎ তাবৎ তাহারা অপদস্থ হইবেক না। ইহাতে ঐ জজসাহেবদিগের প্রতি যে রূপে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারকারক কমিস্যনরদিগের তগীর ও বহালের সমাচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনমতে হুজুর কৌন্সেলে লিখিতে হুকুম আছে সেরূপে এ আইনের অনুসারে যে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করেন্ ও সনন্দ দেন তাহারদিগেরে নিযুক্ত করিবার ও সনন্দ দিবার বার্ত্তাও লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারক কমিস্যনরেরা ও মালের তহসীলদারেরা আপনং ভারক্রমে ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবার কথা।

জিলাসকলের জজসাহেবদিগের তলবমতে কমিস্যনরেরা সকলেই বেওরা লিখিবার কথা।

এই আইনের ৬ ধারাক্রমে সনন্দপাওয়া কমিস্যনরেরা সদর দেওয়ানী আদালতের বিনাহুকুমে তগীর না হইবার কথা।

ঐ কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হইবার ও সনন্দ পাইবার সমাচার হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

৮ ধারা।

শহর বারাণসের জজসাহেবকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে আপন এলাকার মাল

শহর বারাণসের জজ

গুজারীর

সাহেব জিলাসকলের জজসাহেবদিগের মতে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

গুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলাম করিতে যত জন কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে হয় তাহা সেই মতে করিবেন যে মতে জিলাসকলের জজসাহেবদিগের প্রতি কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার অর্থে হুকুম আছে ইতি।

৯ ধারা।

দ্রব্য ক্রোকের প্রতিবাদির উপর বিশেষ দণ্ড হইবার কথা।

কেহ ক্রোকী দ্রব্য উঠাইয়া লইলে সে দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড বিশেষিয়া দিতে হইবার কথা।

উঠাইয়া লওয়া দ্রব্য যথায় মিলে তথাতেই তাহা পুনরায় ক্রোক হইতে পারিবার কথা।

এমত কর্ম্মিরা দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবার কথা।

এমত সংবাদ পাইলে পোলীসের আমলার কর্ত্তব্যের কথা।

ক্রোকী দ্রব্য নীলাম হইলে তাহার দাওয়া দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

ক্রোক্করণিয়ার শিরে খরচা ও নোকসানের দায় পড়িবার সময়ের কথা।

মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর অন্য দাওয়া বলবৎ না হইবার কথা।

যদি মালগুজারদিগের কেহ ক্রোকী আইনমতে মালগুজারীর বাকীর কারণ তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে লাগিলে তাহাতে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা এমত প্রতিবন্ধক হয় যে তাহাতে সে দ্রব্যাদি ক্রোক না হইতে পারে কি ক্রোক হইলে পরেই বা জোরে কিম্বা ছাপাইয়া সে দ্রব্যাদি উঠাইয়া লয় তবে সে নিমিত্তে এই ক্ষণে হুকুম হইতেছে যে দেওয়ানী আদালতে এ রূপ প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ১৭ ধারার লিখিত দণ্ড এবং যত দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া থাকে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড সে লোকের উপর করা যাইবেক। ও তাহাতে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে যথায় সে দ্রব্য পায় তথাতেই পুনরায় ক্রোক্ করে। এবং এমতাপরাধী ও যাহারা সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সে অপরাধির সহকার হইয়া থাকে তাহারাও সেই দ্রব্য ক্রোক হইবার কালে গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল এহেতুক ধরা পড়িবার এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবেক। তাহাতে পোলীসের দারোগাগণের কর্ত্তব্য যে এমত সমাচার পাইবামাত্র অবিলম্বে আপনি যথাস্থানে গিয়া সে গণ্ডগোলের মধ্যবর্ত্তি লোকদিগেরে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠাইবার অর্থে আইনমতে যথাসাধ্য চেষ্টা পায়। এবং ক্রোক্করণিয়া আইনের অনুসারে ক্রোকী কর্ম্ম করিতে পারিবার কারণেও সহায় হয়। আর বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কেহ কোন ক্রোকী দ্রব্য আপন সম্পত্তি কহিয়া দাওয়া করিলে যদি ক্রোক্করণিয়া সে দ্রব্য বিক্রয় করে তবে সে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয় দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ করিতে পারিলে ও ক্রোক্করণিয়া যে বাকীর কারণ সে দ্রব্য ক্রোক্ করিয়াছিল সে বাকীর দায়ী সে দাওয়াদার বটে এমত প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে সেই দাওয়াদার সেই ক্রোক্করণিয়ার স্থানে সে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য এবং সে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় ধরিয়া দেওয়ান সম্ভবে তাহাও পাইবেক। কিন্তু বাকীদারের দখলে থাকা ভূমির কাটা কি অকাটা অর্থাৎ অসংগৃহীত শস্য ক্রোক্ হইলে যদি কেহ তাহাতে এমত দাওয়া করে যে সে শস্য ক্রোকের পূর্ব্বে তাহার স্থানে বিক্রয় কিম্বা বন্ধকাদি হইয়াছে তবে সে দাওয়া মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর বলবৎ হইবেক না কারণ এই যে আদ্যোপান্ত সর্ব্বতোভাবে ভূমির উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারিগণের মালগুজারীর টাকার ভুক্তানে আছে ও করারদাদের অনুসারে কিম্বা কোন করারদাদ না থাকিলে তথাকার দাঁড়ামতে মালগুজারী উসুল না হইলে সে বাকী উসুলের কারণ ভূমির যত শস্য ক্রোক্ ও নীলাম করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে ভূম্যধিকারিগণ শক্তি রাখে ইতি।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

জানা গেল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ১১ ধারার লিখনানুসারে কাহার বসত বাটীর সদর দ্বার বলক্রমে না খুলিতে এবং অন্তঃপুরে প্রবেশিতে যে হেতুতে ক্রোক্‌করণিয়ার প্রতি নিষেধ আছে সে হেতুতে দোষ দর্শে অতএব ঐ নিষেধকে নীচের লিখনানুসারে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করা গেল। ইহাতে যদি বুঝা যায় যে কোন বাকীদার আপন দ্রব্যাদি নিজ বাটীতে রাখিয়া সম্মুখ দ্বার রোধ করিয়াছে কিম্বা যে অন্তঃপুরে এদেশাচারক্রমে অন্যের প্রবেশকরণ অনুচিত তথায় রাখিয়াছে তবে ক্রোক্‌করণিয়ার সাধ্য আছে যে তথাকার তহসীলদারের নিকটে তাহার দরখাস্ত দেয় ও তাহাতে সে তহসীলদারের উচিত যে আপন পক্ষের জনেক লোককে সেই বাটীতে পাঠায় ও সেই লোকের সাক্ষাৎ ক্রোক্‌করণিয়া সে বাটীর সম্মুখদ্বার সেই রূপে জোর করিয়া খোলে যেরূপে পূর্ব্বে অন্তঃপুরছাড়া অন্যং খণ্ডের দ্বার সহসা খুলিতে পারিত। আর তহসীলদারের লোকের সমক্ষে সেই অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণকে ইহাও জানায় যে তাহারা তথাহইতে স্থানান্তরে যায়। তাহাতে যদি সে স্ত্রীগণ বিশিষ্ট ঘরণা হয় ও এদেশাচারে অন্য পুরুষের সম্মুখ দিয়া তাহারদিগের গতিকরণ না সম্ভবে তবে তাহারা স্থানান্তরে যাইতে যে আয়োজন আবশ্যক চাহি তাহা যোগাইয়া দেয়। ও তাহারা সে অন্তঃপুর ছাড়িলে পর তথায় প্রবেশিয়া বাকী শোধের যোগ্য যে কিছু দ্রব্য পায় তাহা ক্রোক্‌ করিতে পারে। ও সে দ্রব্য মিলিলে কর্ত্তব্য যে অব্যাজে তথাহইতে উঠাইয়া লইয়া পরে সেই স্ত্রীগণের রহিবার নিমিত্তে সে অন্তঃপুর ছাড়িয়া দেয়। আর এ আইনমতে এমত বোধ না হয় যে কেহ এই প্রস্তাবিত দাঁড়াছাড়া অন্য দাঁড়ায় কাহার বসত বাটীর সম্মুখ দ্বার খুলিতে কিম্বা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। যদি কেহ কখন এ ধারার অন্যথাচরণ করে তবে তাহার ভারী দণ্ড করা যাইবেক এবং যে বাকীর কারণ দ্রব্য ক্রোক্‌ হয় সে বাকীর দাওয়াও মিথ্যা হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ১১ ধারার নিষেধহুকুম পরিবর্ত্তিবার কথা।

ক্রোক্‌করণিয়ারা বাটীর সদর দ্বার জোরে খুলিতে পারিবার সময়ের কথা।

অন্তঃপুরে দ্রব্য পাইলে তাহা শীঘ্র উঠাইয়া লইবার কথা।

এ আইনের দাঁড়াছাড়া কর্ম্ম করিলে দণ্ড হইবার কথা।

১১ ধারা।

যদি ক্রোকের শক্তিমানদিগের কেহ তথাকার তহসীলদারের নিকটে দ্রব্য ক্রোকের কালে প্রতিবন্ধকতা ও গণ্ডগোল না হইতে পারিবার কারণ তথায় তহসীলদারী কোন আমলা সাক্ষাৎ থাকিবার নিমিত্তে দরখাস্ত দেয় তবে সে তহসীলদারের কর্ত্তব্য যে তাহাতে যথাসাধ্য আনুকূল্য করে। এবং যাহাকে আপন পক্ষহইতে পাঠায় তাহারো উচিত যে গণ্ডগোল না হইতে পারিবার কারণ যথাশক্তি ব্যাপার পায় এবং ক্রোক্‌করণিয়া যে কর্ম্ম করে তাহাও গোড়াগোড়ি জ্ঞাত হয় এই হেতুক যে পশ্চাৎ কখন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন হইলে তাহা তথায় দিতে পারে ইতি।

দরখাস্ত দিলে তহসীলদার আপন পক্ষের কাহাকেও ক্রোকের কালে তথায় সাক্ষাৎ থাকিবার কারণ পাঠাইবার কথা।

পাঠান লোক গণ্ডগোলাদি নিবারণার্থে যত্ন করিবার এবং ক্রোক্‌করণিয়ার কৃত কর্ম্ম জ্ঞাত হইবার কথা।

১২ ধারা।

১২ ধারা।

তহসীলের আমলার নামে কেহ অযথা নালিশ করিলে কিম্বা সাক্ষী দিবার জন্যে বৃথা তলব ধরাইলে তাহার শাস্তি আদালতে হইবার সময়ের কথা।

ঐ সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১০ ধারার মতেকার্য্য করিবার কথা।

কেহ তহসীলের আমলাকে অকারণে তলব করাইলে নোকসান ও খরচার দায়ে ঠেকিবার কথা।

প্রায় সর্ব্বদাই মালগুজারেরা আপনারদিগের দ্রব্য ক্রোক্‌করনিয়াদিগের ও তহসীলদারী আমলার নামে ফৌজদারী আদালতে মিথ্যা নালিশ করে এবং তাহারদিগের যে কেহ যে মোকদ্দমার কিছু জানে না তাহাকেও সে মোকদ্দমার সাক্ষী মানে নিমিত্ত এই যে সেই লট্‌খটীতে তহসীলের কার্য্যের ভণ্ডুল হয় ও গৌণ পড়ে। অতএব এরূপ অবিহিত কর্ম্ম কখন না হইতে পারিবার ও তাহা করনিয়ার শাস্তি হইবার নিমিত্তে আইনমতে যত উপায় হইতে পারে তাহাই আদালতে করা কর্ত্তব্য। আর যে সময়ে এ প্রকার অসঙ্গত মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের স্থানে পঁহুছে সে সময়ে তাঁহার উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১০ ধারার হুকুমের মতাচরণ করেন্। আর যদি জমীদারীওগয়রহ তহসীলের সংক্রান্ত কোন আমলাকে অকারণে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে তলব করা যায় তবে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারাক্রমে তাহার সমুদায় খরচ যে লোকের দরখাস্তে তাহার তলব হইয়া থাকে সে লোকের স্থানহইতে দেওয়ান্। অধিকন্তু হুকুম আছে যে যদি কেহ চপলতাক্রমে কিম্বা বিশিষ্ট হেতুব্যতীতে কোন জমীদার কিম্বা তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের পক্ষের তহসীলের সংক্রান্ত প্রধানাদি কোন আমলাকে দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতে তলব করায় ও তাহাকে অযথা তলব করাইবাতে সে ভূম্যধিকারির অথবা ইজারদারের মালগুজারীতে কিছু ভণ্ডুল কিম্বা অপর ক্ষতি হয় তবে যে কেহ তাহাকে তলব করাইয়া থাকে তাহার নামে সেই ক্ষতির দাওয়ায় নালিশ হইতে পারে ও তাহা দেওয়ানী আদালতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনমতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের বিচার্য্য মোকদ্দমা হইলে তাহারদিগের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বক অন্যায়গ্রস্ত আপন ক্ষতির নিশা খরচাসুদ্ধা সেই তলবকরনিয়ার স্থানহইতে পাইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ৩২ ধারা এবং ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২৩ ধারামতে কার্য্য করিবার কথা।

কমিস্যনরেরা মালগুজারীর মোকদ্দমাসকলের বিচার অন্যং মো

পূর্ব্বহইতে দেওয়ানী আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের ৩২ ধারানুসারে হুকুম আছে যে ঐ আইনক্রমে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ সকল আদালতে রুজুথাকা অন্যং মোকদ্দমার অগ্রে করেন্। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ২৩ ধারানুসারে হুকুম আছে যে সরকারের মালগুজারীর ও মোকররী জমার সংক্রান্ত মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে সপ্তাহের মধ্যে দিনেক দুই দিন কিম্বা আবশ্যক বুঝিলে ততোধিক দিনের নির্ণয় করেন্। এইক্ষণে এ ধারাক্রমে সেই সকল হুকুম সুবে বাঙ্গলে চালান গেল। ইহাতে ঐ ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের বিচারের যোগ্য মালগুজারীর সংক্রান্ত মোকদ্দমাসকলের বিচার ও সমাধা তাহারদিগের স্থানে রুজুথাকা অন্যং মোকদ্দমার

মার

মার আগে করে। এবং এ ধারাক্রমে বুঝিবেন যে ঐ ৪৫ আইনের ৩১ ধারানুসারে দ্রব্যাধিকারিগণ অসঙ্গতাবধানে ক্রোক্‌হওয়া আপনারদিগের দ্রব্যের ও তৎসংঘটিত ক্ষতির দাওয়ায় জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার শক্তি রাখে এবং তদনুসারে ভূম্যধিকারিগণে ও ইজারদারেরাও তাহারদিগের পেটার বাকীদার মালগুজারদিগের কিম্বা তাহারদিগের মালজামিনদিগের দ্রব্য সে বাকী উসুলের কারণ ক্রোক্‌ না করিয়া সে কারণ ঐ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা বিহিত জানিলে তাহা করিতে শক্ত হইবেক। ও তদনুরূপে ঐ ৪৫ আইনমতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগকেও নিষেধ ছিল না যে সিক্কা পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার এ গতিকের যে সকল মোকদ্দমা তাহারদিগের স্থানে মুনসিফী ভারক্রমে উপস্থিত হয় কিম্বা ঐ ৪৫ আইনের দাঁড়াক্রমে জজসাহেবদিগের নিকটহইতে সঁপা যায় সে সকল মোকদ্দমার বিচার না করে ইতি।

কদ্দমার অগ্রে করিবার কথা।

ঐ ৪৫ আইনের ৩১ ধারার মর্ম্মাধীন পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার মালগুজারীর মোকদ্দমার বিচার কমিস্যনরদিগকে করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের সাধ্য আছে যে তাহারদিগের কাহার মালগুজারীর বাকীর দাওয়া মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা যোতদারওগয়রহ পেটার মালগুজারদিগের কাহার উপর থাকিলে সে বাকীর কুলান যদি সেই বাকীদারের দ্রব্য কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক করিবাতেও না হইতে পারে কিম্বা সে বাকীদার অথবা তাহার মালজামিন সাক্ষাৎ থাকিলে তাহারদিগের স্থানে সে বাকী তলব করিলে পর কি তলব করিবার পূর্ব্বেইবা সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন যদি পলাইতে উদ্যত বুঝা যায় তবে সেই পলায়নোন্মুখ বাকীদার কিম্বা মালজামিনকে নীচের লিখনানুসারে আটক্‌ করাইতে পারে।

বাকীর দায়ি জমীদারওগয়রহ ও মালজামিনদিগকে আটক করাইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— মালগুজারীর বাকীপাওনিয়া ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ও তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তাওগয়রহ চাকরদিগের সাধ্য আছে যে বাকী উসুলের কারণ জজসাহেবদিগের স্থানে দরখাস্ত দেয় ও তাহাতে যদি কোন বাকীদারকে কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই জামিনদারকে পলায়নোন্মুখ বুঝে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া সেই গির্দ্দের কমিস্যনরের নিকটে দরখাস্ত বাকীর বেওরাযুতে এবং সে বাকী শোধ না দিয়া সে আসামী পলাইতে উদ্যত হওনপ্রযুক্ত তাহাকে আটক্‌ করাইবার প্রার্থনাযুক্তে লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। ও এমত দরখাস্ত কমিস্যনর পাইলে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই পলায়নোন্মুখ বাকীদার কিম্বা মালজামিন যদি তাহার গির্দ্দের নিবাসী হয়ে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরে ও সে বাকী তৎকালে না মিলিলে ইঙ্গরেজী ২৪ চব্বিশ ঘড়ী মোতাবেকে বাঙ্গলা ৬০ ষষ্টি দণ্ডের মধ্যে তাহাকে জজসাহেবের নিকটে চালান করে। তাহাতে সেই জজসাহেবের উচিত যে তাঁহার স্থানে সে আসামী পঁহুছিলে তাহার প্রতি সেই মতাচরণ নীচের লিখনানুসারে করেন্‌ যে মতাচরণ তাহাকে

জজসাহেবদিগের কিম্বা কমিস্যনরদিগের নিকটে দরখাস্ত দিতে পারিবার সময়ের কথা।

দরখাস্তের পাঠের কথা।

দরখাস্ত পাইলে কমিস্যনেরেরা যে মতাচরণ করিবেক তাহার কথা।

কমিস্যনরদিগের চালানকরা আসামীরা জজসাহেবদিগের স্থানে পঁ

হুছিলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

কমিস্যনরদিগের কেহ কোন আসামীকে ৬০ দণ্ডের অধিক আটক না রাখিতে পারিবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

তাহাকে ধরিবার দরখাস্ত আদৌ তাঁহার স্থানে দিলে ও তাঁহার হুকুমে সে আসামী ধরা পড়িলে করিতেন। কিন্তু কোন কমিস্যনরের কর্ত্তব্য নহে যে কোন বাকীদার কিম্বা মালজামিনকে জজসাহেবের নিকটে চালান না করিয়া ৬০ দণ্ডের অধিক আটক রাখে যদি রাখে তবে তগীরের যোগ্য হইবেক এবং তাহার নামে সেই অসঙ্গত আটক রাখিবার মোকদ্দমায় নালিশ হইতেও পারিবেক। কিন্তু যদি সেই বাকীদার কিম্বা মালজামিন আপন শিরের বাকীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ তথায় থাকিবার অর্থে কিছু মিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় ও আটককরণিয়া তাহাতে সম্মত হইয়া যত মিয়াদ দেওয়া বিহিত তাহার নিদর্শনে সে দরখাস্তের কপালে কিম্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরী দস্তখৎ এমত স্পষ্টার্থে করে যে তদৃষ্টে সেই মিয়াদ ভরিয়া তথায় থাকিবার নির্ণয়ে কিছু সন্দেহ না রহে তবে সেই আসামীকে তাবৎ তথায় রাখিতে পারিবেক।

জজসাহেবদিগের স্থানে আদৌ দরখাস্ত দিলে তাহারদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

দস্তক চালানের মতের কথা।

দস্তক জারী মৌকুফ হইবার সময়ের কথা।

দস্তকের হাওলাতী পিয়াদা যত জন হইতে পারিবেক তাহার কথা।

তলবানার হারের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কেহ উপরের লিখিত দরখাস্ত আদৌ জজসাহেবের স্থানে দিতে চাহিলে তাহা শীঘ্র দাখিল হওয়া উচিতের কারণ আদালতের বৈঠক থাকিতে কিম্বা না থাকিতেও আপনি কিম্বা আপনার নিযুক্তকরা কর্ম্মকর্ত্তা আদালতের চিহ্নিত উকীল হউক কিম্বা অন্য যে থাকে তাহার দ্বারা দিতে পারে তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন তাঁহার আদালতের সীমার মধ্যে থাকিলে তৎক্ষণাৎ এক দস্তক তাহাকে ধরিবার নিদর্শনে ও ধরা পড়িয়া সে বাকী না দিলে তাহাকে আপন স্থানে পঁহুছাইবার নিরূপণে লিখিয়া চালাইবেন। তাহাতে যদি সেই বাকীর দায়ী সে দস্তক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কিম্বা হিসাব নিষ্পত্তির কারণ ধার্য্যহওয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে সেই তলবী বাকীর হিসাব নিষ্পত্তি না করে তবে সেই দস্তকবহনিয়ার উচিত যে সেই দস্তকের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করে অর্থাৎ সেই আসামীকে ধরিয়া আদালতে পঁহুছায় কিন্তু যদি সে আসামী তথায় থাকিয়া সে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার কারণ ঐ নিরূপিতের অধিক কিছু কাল মিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় ও ফরিয়াদী তাহাতে সম্মত হইয়া সে দরখাস্তের কপালে কিম্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরী দস্তখৎ করে তবে দস্তকবহনিয়া তদনুসারে বিলম্ব করিতে পারিবেক। আর ফরিয়াদী যদি এমত দস্তক জারী মৌকুফ করাইতে চাহে তবে রাজীনামার অনুসারে দরখাস্ত লিখিয়া দিলে তদৃষ্টে সে দস্তক জারীও মৌকুফ হইতে পারিবেক ও পলায়নোন্মুখ আসামীর তলবী দস্তক ছাড়া এমতের কোন দস্তক বহিবার অর্থে হাওলাতী পিয়াদা দুই জনের অধিক কখন হইবেক না এবং এমত দস্তক বরখাস্তের পর দস্তকবহনিয়া তলবানা দিনপ্রতি ৵০ দুই আনার হারে ও স্থানবিশেষে ইহার কমীও সে স্থানের মালমোতালকের চিঠী বহিবার দাঁড়াদৃষ্টে পাইতে হইলে পাইবেক।

জজসাহেবদিগের নিকটে উপরের লিখনানুসারে আসামী পঁহুছিলে

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— উপরের দুই প্রকরণের লিখনানুসারে কোন জজসাহেবের নিকটে বাকীদারদিগের কিম্বা মালজামিনদিগের কাহাকেও পঁহুছাইলে তৎকালে সে

সাহেব

সাহেব সেই আসামীর স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিবেন তাহাতে যদি ফরিয়াদীর দাওয়া সম্যক্ কিম্বা তন্মধ্যের কিছু মিথ্যা এমত জওয়াব আসামী দেয় তবে দাখিলাদিগের কাগজপত্র এবং উভয়ের হিসাবকিতাবদৃষ্টে সংক্ষেপে তাহার বিচার করিবেন। অথবা কালেক্টরসাহেবকে সে মোকদ্দমার বিচারের ভার সেই রূপে দিবেন যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫৪ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে বারাণসে জারীহওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের ১৩ ধারাক্রমে মালগুজারীর সংক্রান্ত মোকদ্দমার কিম্বা পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমার বিচার মালআদালতে হইত সে সকল মোকদ্দমার বিচারের ভার দিতে পারেন। আর এইক্ষণে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি বিশেষ হুকুম হইতেছে যে তাঁহারা কিম্বা তাঁহারদিগের রেজিষ্টরসাহেবেরা আরং কর্ম্মের বাহুল্যহেতুক এমত কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি অবিলম্বে না করিতে পারিলে ও সে মোকদ্দমা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য কমিস্যনরদিগের বিচারের যোগ্য না হইলে তাহার বিচারের ভার কালেক্টরসাহেবদিগকে দিবেন। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারেরদিগের সাধ্য আছে যে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টরসাহেবদিগের কি জজসাহেবদিগের নিকটে করিবার কারণ যাহাকে নিযুক্ত করা বিহিত বুঝে তাহাকেই সম্যক্ ভারার্পিয়া রুজু করে।

বিচার সংক্ষেপে করিবার কথা।

ঐ বিচারের ভার কালেক্টরসাহেবদিগকে দিতে পারিবার কথা।

যে মোকদ্দমার বিচার আদালতে শীঘ্র না হইতে পারে এবং কমিস্যনরদিগের বিচারের যোগ্যও না হয় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগকে সঁপিতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জজসাহেবদিগের কেহ মালগুজারীর বাকীর কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে কালেক্টরসাহেবদিগের কাহাকেও ভারিয়া থাকিলে তাহার রিপোর্ট অর্থাৎ বেওরাহকীকৎ সে কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাইলে পর তদ্দৃষ্টে বিচারিয়া এবং কাহাকেও না ভারা কোন মোকদ্দমার বিচার গোড়াগোড়ি আপনি করিয়া পরে যদি বুঝেন্ যে সেই বাকী টাকা আসামীর দেনা অযথার্থ ঠাহরিল কিম্বা ফরিয়াদী জানিয়া ও শুনিয়া অসঙ্গত নালিশ করিয়াছিল অথবা ফরিয়াদীর দাওয়া সমুদায়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণ হইল তবে সে আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তাহাকে ক্ষতিপূরণ ও সম্যক্ খরচাও দেওয়াইবেন। কিন্তু যদি সমুদায় দাওয়া কি তাহার মধ্যে কিছু ভারীইবা প্রতিপন্ন হয় তবে সে আসামীকে তাবৎ শক্ত কয়েদে রাখিবেন যাবৎ সে বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ও নালিশী খরচাসমেত না দেয় অথবা তাহার খালাসের কারণ ফরিয়াদী দরখাস্ত না করে। ও কয়েদ হইলে এমত আসামীর মর্য্যাদা ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া দিনপ্রতি চারি আনার অধিক ও এক আনার ন্যূন না হয় এরূপে বিহিত বিবেচনাক্রমে তাহার যত খাদ্য খরচ দিবার হুকুম জজসাহেব করেন্ তাহা সে আসামী কয়েদ থাকিবাপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৮ অষ্টম ধারার প্রণালীপূর্ব্বক সেই ফরিয়াদী যোগাইবেক।

আসামীকে ছাড়িয়া দিবার ও খরচাসমেত ক্ষতি পোষাইয়া দেওয়াইবার সময়ের কথা।

আসামীকে যে সময়ে যত দিন কয়েদ রাখিতে হইবেক তাহার কথা।

আসামীর খোরাকী যে হারে দিতে হইবে তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কখন কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদারপ্রভৃতি মালগুজার উপরের লিখনানুসারে ধৃত হইয়া যদি অব্যাজে বাকী টাকা না দেয় ও তৎপ্রযুক্ত

সমেত সুদ বাকী উসূল না হইবাতক বাকীদারের সংক্রান্ত ভূম্য

জজসাহেবের

দি বস্তু ক্রোক থাকিতে পারিবার কথা।

চাসীপ্রভৃতির স্থানে বেশী তলব করা অকর্ত্তব্যের কথা।

সম্বৎসরের মধ্যে বাকী শোধ পড়িলে ক্রোকী সময়ের নিকাশ বাকীদার পাইবার কথা।

জজসাহেবের স্থানে চালান হয় তবে সে বাকীর স্বত্ববান্ ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে সে বাকীদার আসামীর কট্কিনার মহাল কিম্বা যোতের ভূম্যাদি ক্রোক্ করে ও তাহার সরবরাহ তাবৎ নিজ আমলার দ্বারা কিম্বা অপর যে মতে করাণ বিহিত জানে করায় যাবৎ সেই বাকী ও সে বস্তু ক্রোক্ হইলে পর আর যে বাকী পড়ে তাহাসুদ্ধা মোটে যত টাকা বাকী ঠাহরে সেই মোট টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ সমেত সেই বস্তুর উপস্বত্বাদির দ্বারা উসুল না হয়। কিন্তু ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যে সময়ে এমতের বস্তু ক্রোক্ করে সে সময়ে উচিত নহে যে তৎকালে চাসীপ্রভৃতি ক্ষুদ্র যে প্রজাদিগের স্থানে যত মালগুজারী সেই বাকীদার আসামী পাইত তাহার বেশী সেই বাকীদার ও চাসী পুভৃতিতে মিলিয়া গড়ন করিয়া আইনের বহির্ভূত কিছু কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে তলব করে। আর যদি সে বাকীদার আসামী বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ সমেত সেই সনের মধ্যে দেয় তবে তৎক্ষণাৎ সে ক্রোক্ বরখাস্ত হইবেক এবং ক্রোক্করণিয়া সেই বস্তু ক্রোক থাকিবাপর্য্যন্তের নিকাশ প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই আসামীকে দিবেক।

সম্বৎসরের মধ্যে বাকী না মিলিলে ভূম্যধিকারি প্রভৃতিতে যে মতাচরণ করিতে পারে তাহার কথা।

বাকীদারের ইজারার পাট্টার মিয়াদ গত হউক কি না বৎসরগতে সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবার কথা।

বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমি বিক্রয়ের যোগ্য হইলে বিক্রয় হইবার ও অযোগ্য হইলে তাহার হাতছাড়া করা যাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার মধ্যের যে সুবার যে ভূমি হয় তাহার মালগুজারীর বাকী টাকা সেই সুবার চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর ভিতর বাকীদারের কিম্বা তস্য মালজামিনের অথবা সে ভূমি ক্রোকের দ্বারা উসুল না হইলে সেই বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমি যে জমীদারের কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে থাকে অথবা সে সনের অধিক মিয়াদী পাট্টাই যে ইজারদারের ইজারার মধ্যে রহে সেই জমীদার প্রভৃতিতে সাধ্য রাখে যে আইন্দা সন শুরুহইতে এতাবতা তাহার পর বৎসর প্রবর্ত্তে সেই বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমির বন্দোবস্ত অপর যে মতে করণ বিহিত হয় সেই মতেই তন্মধ্যের স্বত্ববান্সকলের স্বত্ব সাব্যস্ত রাখিয়া করে। আর যদি সে বাকীদার কেবল এক সনের জন্যে কট্কিনাদার হইয়া থাকে কিম্বা তাহার পাট্টার মিয়াদ সেই সনে শেষ হয় তবে সুতরাং ততোধিক মুদ্দতে কট্কিনা রাখিবার দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি পাট্টার মিয়াদ গত না হইয়া থাকে ও মালগুজারীও না দিবাতে করার বিচলিত হয় তবে সেই পাট্টাদেওনিয়া যথাভীষ্টক্রমে সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিতে কিম্বা না করিতে পারিবেক। আর যদি সে বাকীদার মফঃসলী তালুকদার অথবা প্রকারান্তরে ভূমির ভোগবান্ হয় ও তাহার সংক্রান্ত ভূমি সনন্দ কিম্বা এ দেশীয় চলন অন্য প্রকার কাগজপত্রাদির অনুসারে হস্তান্তর গত হইতে পারে তবে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহার ভূমিকে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ বিক্রয় করাইতে সাধ্য থাকিবেক। ও তাহা করিলে সে ভূমির খরীদারো সেই সনের নিমিত্তে পূর্ব্ব ভোগবানের ন্যায় বোধ হইবেক কিম্বা যদি বাকীদার কেবল এমত পাট্টাই প্রজা হয় যে মোকরারীমতে কিম্বা তথাকার দাঁড়াক্রমে মালগুজারী যাবৎ করে তাবৎ সে ভূমিতে

তাহার

তাহার স্বত্ব সাব্যস্থ থাকিতে পারে কিন্তু যদি সে ভূমি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব না রাখে তবে সে ভূমি তাহার অধিকারী কিম্বা ইজারদারপভৃতি যে কেহ যতকাল মিয়াদনির্দ্দিষ্টে আপন স্বত্ব সে প্রজাকে অর্পিয়া থাকে তাহার শক্তি আছে যে সেই বাকীদার প্রজা করারের অন্যথা করিলে তস্য হস্তহইতে সে ভূমি ছাড়াইয়া লয়। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা এ পকরণের লিখিত হস্তান্তর হইবার যোগ্য ভূমি বিক্রয় করাইবার কারণছাড়া অপর সকল বিষয়েই আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনারদিগের শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেক। কিন্তু যদি তাহারা কিম্বা তাহারদিগের আমলারা আপনারদিগের শক্তির বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে ও তাহাতে পাট্টাদিগের কাগজপত্রের অনুসারে কিম্বা তথাকার আদ্যোপান্তের দাঁড়াক্রমে কোন প্রকার মালগুজারের স্বত্ব লোপ হয় তবে তাহার নিশার দায় সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে পড়িবেক। আর জানিবেন যে এ আইনের মর্ম্ম কোন প্রকারে ভূম্যধিকারিগণ ও প্রজাদির স্বত্ব সাব্যস্তের অর্থে নহে তাহারদিগের স্বত্বের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবার দায় রাখে। ইহার মর্ম্ম কেবল বাকীদারদিগের স্থানে মালগুজারী উসুলের দাঁড়া ধার্য্যের নিমিত্তে বর্ত্তে তাহাতে যদি কাহার স্বত্ব লোপ হয় তবে কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার দাঁড়ার নিদর্শনী এ আইনের লিখিত হুকুমমতে আপন স্বত্ব লোপ হইবার এবং ক্ষতি ও খরচার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নানিশ করে।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে আপন শক্তিমতে কার্য্য করিবার কারণ আদালতে দরখাস্ত না করিতে হইবার কথা।

তাহারা নিজের এবং নিজ আমলার কৃত অসঙ্গতাচরণের দায়ে ঠেকিবার কথা।

এই আইন লোকদিগের স্বত্ব সাব্যস্তের অর্থে নির্দ্দিষ্ট জানিতে না হইবার কথা।

কাহার স্বত্ব নষ্ট হইলে সে আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ। — উপরের লিখনানুসারে যদি ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদি মালগুজারদিগের কেহ কাহার নামে কখন আপন স্বত্বাধিকারের সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তৎকালে তথাকার জজসাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি উভয়তো হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে কিম্বা শরার কি শাস্ত্রের মতেইবা অথবা আইনক্রমে কিম্বা সে স্থানের আদ্যাপান্তের চলন সামান্য কি বিশেষ দাঁড়ার অনুসারে করিবেন। আর জানিবেন যে জমীদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা প্রজাদি মালগুজারদিগকে মালগুজারীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ কিম্বা অপর কোন বিশিষ্টহেতুক অথবা তাহারদিগের উভয়ত হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে মাপিয়া বুঝিবার যোগ্য তাহারদিগের হাতে থাকা কোন ভূমি মাপিবার নিমিত্তে ডাকিতে কিম্বা ডাকাইয়া আনিতেও বহালী কোন আইনমতে নিষেধ ছিল না ও নাই তথাচ এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যানুসারে এমত কর্ম্মকরণ আবশ্যক নাই যে সে জন্যে আদৌ দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে। ও তাহাতে যদি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যমতে কার্য্য করিতে কেহ প্রতিবাদী হয় তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে তাহাতে হওয়া সমস্ত ক্ষতি সমেত যাবদীয় খরচা পোষাইয়া দেওয়াইবার কারণ সেই প্রতিবাদির দণ্ড হইবেক। অধিকন্তু সেই দুঁদ্যামির নালিশ তাহার নামে দায়ের ও সায়েরী আদালতে হইতেও সে দুঁদ্যা শাস্তির যোগ্য ঠাহরিতে পারিবেক। কিন্তু যদি ভূম্যধিকারিগণের

ভূম্যধিকারিগণের ও পুজাদি নানাবিধ মালগুজারদিগের স্বত্বাধিকারের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

ভূম্যধিকারিগণ যে যে সময়ে প্রজাপ্রভৃতিকে তলব করিতে ও রুজু আনাইতে পারে তাহা স্পষ্ট জানাইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির হুকুম প্রজাদিতে না মানিলে দণ্ড হইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিও

তাহারদিগের চাকরেরা সাধ্যছাড়া কর্ম্ম করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

গণের কিম্বা ইজারদারদিগের অথবা তাহারদিগের আমলার কেহ আপন সাধ্যের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে তবে উৎপাতগ্রস্ত সে বিষয় দেওয়ানী আদালতে পতিপন্ন করিলে সেই কর্ম্মির উপর সমস্ত ক্ষতি ও খরচা দিবার দায় পড়িবেক। তদ্ভিন্ন মোকদ্দমা বুঝিয়া যে দণ্ড সরকারে লওয়া উচিত তাহাও দিবেক ইতি।

১৫ ধারা।

উপরের ধারার ৫ প্রকরণের মতে কয়েদহওয়া লোক দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

উপরের ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের অনুসারে কয়েদহওয়া কোন আসামী যদি তাহার উপর হওয়া দাওয়ার বিচার দেওয়ানী আদালতে করাইতে চাহে তবে সাধ্য রাখে যে যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার তাহাকে কয়েদ করাইয়া থাকে তাহার নামে নালিশ করে ও তাহাতে সে দাওয়া প্রমাণ না হইলে যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার নিশা খরচাসমেত কয়েদকরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক।

অসঙ্গত দাওয়ায় কয়েদ থাকিলে কিম্বা সে দাওয়া দিয়া খালাস হইলে প্রমাণপূর্ব্বক তাহার লাভার্থে যে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

আর যদি ধরাপাকড়াহইতে ছাড়ান পাইবার কারণ কিম্বা উপরের লিখিত ধারাক্রমের কয়েদহইতে খালাস হইবার নিমিত্তে আদৌ তলবের টাকা দিয়া পশ্চাৎ তাহার দাওয়া দেওয়ানী আদালতে করে ও তথায় এমত সাব্যস্থ হয় যে তৎকালে সে টাকা দিবার দায় তাহার শিরে সঙ্গত ছিল না তবে তদর্থে উপরের লিখনানুসারে ডিক্রী হইবেক এবং সঙ্গত অপেক্ষা যত টাকা অধিক দিয়া থাকে তাহা মাসে শতকরা একটাকার হারে সুদসমেত ফিরিয়া দিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

সংক্ষেপে বিচারমুখে অগ্রাহ্যহওয়া মোকদ্দমার নালিশ পুনরায় হইতে পারিবার কথা।

সূক্ষ্ম বিচারমুখে দাওয়া প্রমাণ হইলে যে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

যদি জজসাহেবদিগের কেহ কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালগুজারীর বাকীর দাওয়া এ আইনের ১৪ ধারার অনুসারে সংক্ষেপে বিচারের কালে অগ্রাহ্য করেন্ তবে সেই ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে পুনরায় সে নালিশ সূক্ষ্ম বিচারের দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে করে। ও তথায় বিচারমুখে যদি প্রমাণ হয় যে সংক্ষেপে বিচারকালে অগ্রাহ্যহওয়া তাহার দাওয়া সঙ্গত বটে তবে তাহার যত ক্ষতি হইয়া থাকে ও যে খরচা সেই দুইবার বিচারমুখে লাগিয়া থাকে তাহা এবং মালগুজারীর বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত পাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এ আইনের ১৪ ধারাক্রমে সংক্ষেপে বিচারহওয়া মোকদ্দমার আপীল না হইবার কথা।

এই আইনের ১৪ ধারাক্রমে জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতের যথায় যে মোকদ্দমার ডিক্রী সংক্ষেপে বিচারমুখে হইয়া থাকে তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইবার যোগ্য কি না এই সন্দেহভঞ্জনার্থে এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে সে মোকদ্দমা তথায় আপীল হইবার যোগ্য হইবেক না। কারণ এই যে যে কেহ তদনুসারে আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানে তাহার সাধ্য আছে যে উপরের লিখনদৃষ্টে দেওয়ানী আদালতে সূক্ষ্ম বিচারের দাঁড়ামতে না

লিশ

লিশ করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে বিচার করায়। আর ইহাও হুকুম আছে যে নালিশের কালে কিম্বা নিদর্শন কাগজপত্র দর্শাইবার সময়ে যে রসুম লাগে তাহা উপরের ধারার লিখনানুসারে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমায় লওয়া যাইবেক না। কিন্তু জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের এবং অন্য যে কোন আইনের মতে আসল ও নকল কাগজপত্র ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে সে সকল আইন এমত সকল মোকদ্দমায় চলিবেক ইতি।

সংক্ষেপে বিচার কালে ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুমছাড়া অন্য রসুম না লাগিবার কথা।

১৮ ধারা।

জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমিসকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারীতে এবং কালেক্টরসাহেবদিগের কর্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমার ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তরজন্যে অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনহেতুক খাসতহসীলে আসিয়া থাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্টরসাহেবদিগের ও সরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তাপ্রভৃতিতেও যাহার যে মুনিব সে দিলে পাইতে পারিবেক ইতি।

উপরের ধারাসকলের লিখিত ভারার্পণযুত হুকুম সরবরাহকার ও কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতিতে বর্ত্তিবার এবং সময়বিশেষে সে ভার তাঁহারদিগের নিযুক্তকরা আমলারাও পাইবার কথা।

১৯ ধারা।

জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে যে ক্ষমতা জিলাসকলের জজসাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছে ও যে সকল কর্ম্ম তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতা শহর বারাণসের জজসাহেবকেও অর্পিত আছে ও সেই সকল কর্ম্মও তাঁহার কর্ত্তব্য হইবেক। এবং ঐ সকল ধারার লিখিত অপর যত হুকুম ঐ শহরে চলিতে পারে তাহাও চলিবেক। বুঝিবেন যে এ আইনের ১৪ ধারার উল্লিখিত সমস্ত হুকুম সদর ও মফঃসলের নানাবিধ আমলার উপর এবং এদেশীয় ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের প্রতি ও তাহারদিগের পক্ষের গোমাস্তাপ্রভৃতি যাহারা যে যে অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির সরবরাহ অথবা খাজানা তহসীল করে তাহারদিগের প্রতিও বর্ত্তিবেক। তাহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার আপনার কোন চাকরের স্থানে তাহার হস্তে কর্ম্মথাকনের কালের নগদের কিম্বা অন্য বিষয়ের নিকাশ অথবা অপর যে দাওয়া থাকে তাহা সে চাকর পদস্থ থাকিতে কি অপদস্থ হইলেইবা চাহিলে না দেয় তবে তৎকালে এ আইনের ১৪ ধারার লিখিত যে হুকুম বাকী উসুলের কারণ বাকীদারেরদিগকে আটক ও কয়েদ

উপরের লিখিত হুকুম এ ধারার প্রস্তাবিত শহরের জজসাহেবের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

এ আইনের ১৪ ধারার হুকুম ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির ও তাহারদিগের গোমাস্তাদিগের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

য়েদ করাইবার অর্থে চলে সে হুকুম সে চাকরের প্রতিও চলিবেক। জিলাসকলের ও শহরের জজসাহেবেরা এবং কমিস্যনরেরা যেরূপে বাকীদারের স্থানে বাকী উসুলের কারণ ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের সহায়তা করেন্ সেই রূপে এমত বিষয়েও সহকার থাকিবেন ইতি।

২০ ধারা।

ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা সময়শিরে মালগুজারী দিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের লিখিত হুকুমঅপেক্ষা বাড়তি হুকুমের কথা।

উপরের লিখিত দাঁড়াক্রমে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা অনায়াসে ও বিনাবিলম্বে রাজস্ব লইতে পারিবেক অতএব তাহারদিগের উচিত যে সরকারের মালগুজারী সময়শিরে দেয়। আর কালেক্টরসাহেব ও তহসীলদারেরা বারাণসের মালগুজারী তহসীলের অর্থে যে মতাচরণ করিবেন তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনে ধার্য্য হইয়াছে ততোধিক হুকুম এই ক্ষণে নীচের লিখনানুসারে বাহুল্য করা গেল ইতি।

২১ ধারা।

ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা মালগুজারীর বাকীর উপর সুদ দিবার কথা।

যদি কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের স্থানে তাহার কোন কিস্তির টাকা সমস্ত কিম্বা কিছু আগামি মাসের প্রথম দিনপর্য্যন্ত উসুল না হইয়া বাকী পড়ে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩ তৃতীয় এবং ৭ সপ্তম ধারার হুকুম মতে সেই বাকী টাকা ও তাহার সুদ যে তারিখে সে টাকা দেওয়া সঙ্গত ছিল সেই তারিখহইতে তাহা শোধ পাইবার তারিখপর্য্যন্ত মাসে শতকরা এক টাকার হারে ধরিয়া দিতে হইবেক ও সে হুকুমের বিশেষ এই হইবেক যে কালেক্টর সাহেব সেই প্রণালীপূর্ব্বক সুদ লইতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরাও সে সুদ লইবার অর্থে হুজুর কৌন্সেলহইতে অনুমতিগ্রহণের অপেক্ষা না করিয়া মালের সংক্রান্ত অন্যং বিষয়ের পাওনা তহসীল করিবার মতে সে বাকী টাকা তলব ও উসুল করিবেন ও করাইবেন। কিন্তু যদি কোন সময়ে কালেক্টরসাহেব বাকীদারকে সে সুদ মর্য্যাদা করা কর্ত্তব্য জানেন্ তবে সে সময়ে তাহার হকীকৎ ঐ বোর্ডে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

২২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার মর্ম্মকথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২০ বিংশতি আইনের ৪ চতুর্থ ধারায় হুকুম আছে যে যদি কাহার শিরে মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে কিম্বা সে বাকীদার কয়েদ হয় তবে কালেক্টরসাহেব সেই বাকীদারের ভূমি থাকা মহালের তহসীলদারকে হুকুম দিবেন যে সে তহসীলদার সিরিস্তাদারদিগের সহিত ঐক্য হইয়া সেই বাকীদারকে ধরিয়া আনা পিয়াদাদিগের তলবানাসুদ্ধা সেই বাকী টাকা সে বাকীদার নিজে কিম্বা মালজামিন দিয়া থাকিলে তস্য জামিনদার শোধ না দিলে সেই টাকা

সে

সে সব আখিরীতক সে ভূমির উপস্বত্বের মধ্যে যাহা সেই বাকীদারের প্রাপ্তব্য তাহাহইতে তহসীল করে। এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে বাকীর কারণ কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার কয়েদের যোগ্য কিম্বা তস্য অধিকার অথবা ইজারার ভূমি ক্রোকের উপযুক্ত হইলে তাহাতে যদি কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় আইসে যে সে বাকীদারকে কয়েদ কিম্বা তস্য অধিকার অথবা ইজারার ভূমি ক্রোক্ না করিয়া তাহার বদলে ঐ ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের এবং এই আইনের উপরের কএক ধারার লিখিত যে যে বিধিক্রমে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা রাজস্ব উসুলের কারণ আপনারদিগের পেটার প্রজাদির অস্থাবর দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে সেই বিধিমতে সে বাকীদারের কিম্বা তস্য মালজামিনের অস্থাবর দ্রব্য নীলামে বিক্রয় হইলে সেই বাকী টাকা অব্যাজে উসুল হইতে পারে তবে এ গতিকে কিম্বা যদি এমত বুঝেন্ যে সে বাকী আদায়ের যোগ্য অস্থাবর দ্রব্য সেই বাকীদার ভূম্যধিকারির অথবা ইজারদারের আছে তথাচ তাহাকে কয়েদ কিম্বা তস্য অধিকার অথবা ইজারার ভূমি ক্রোক্ না করিলে সে বাকী উসুল হইতে পারে না তবে এমত গতিকেও কালেক্টরসাহেব সেই অস্থাবর দ্রব্য প্রস্তুতথাকা মহালের তহসীলদারকে কিম্বা সে মহাল হজুরী না হইলে অন্য যাহাকে নিযুক্ত করা বিহিত বুঝেন্ তাহাকেই সে বাকীদারের কিম্বা তস্য মালজামিনের অস্থাবর দ্রব্য সেই বাকী টাকার অনুসারে বিক্রয়ার্থে নিযুক্ত করেন্। ও তাহাকে হুকুম দিবেন যে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা আপনার পেটার প্রজাদির স্থানে পাওনা রাজস্ব উসুলের কারণ তাহারদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক্ও বিক্রয় করিবার নিদর্শনী আইনের লিখিত নিষেধ ও বিধিদৃষ্টে কার্য্য করে। আর কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতাও আছে যে বিহিত বুঝিলে তহসীলদারদিগকে তাহারদিগের তহসীলদারী এলাকার বাকীদারদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক্ ও নীলামের ভার রাখেন্ ও তাহারা সে সাহেবের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া আপনারদিগের পাওয়া ভারক্রমে সে কার্য্য নিরূপিত দাঁড়াদৃষ্টে করে। তাহাতে যদি প্রমাণ হয় যে যে টাকার কারণ সে দ্রব্য ক্রোক্ হইয়াছিল সে টাকা যথার্থ দেনা নহে তবে তাহার জওয়াবের দায় তথাকার তহসীলদারের শিরে পড়িবেক। আর যদি ক্রোকহওয়া দ্রব্য আইনের বিভিন্নমতে বিক্রয় করে তবে তাহার নিশার দায়েও সেই রূপে ঠেকিবেক যে রূপে এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের কর্ম্ম চালানিয়াদিগের উপর জওয়াবের দায় পড়ে ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা বাকীদারদিগের দ্রব্য ক্রোক্ করাইতে পারিবার সময়ের কথা।

অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক্ ও বিক্রয়ের নিষেধ ও বিধির দাঁড়ার কথা।

কালেক্টরসাহেব যে সময়ে তহসীলদারদিগকে বাকীদারদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোকের ও নীলামের ভার দিবেন তাহার কথা।

তহসীলদারেরা দ্রব্য ক্রোক্ ও নীলাম করিবার জওয়াবের দায়ে ঠেকিবার কথা।

২৩ ধারা।

যদি কোন বাকীদার ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ তথা ১৫ পঞ্চদশ ধারানুসারে ক্রোক্ হইয়া পরে সেই বাকী টাকা তদনন্তরের যথাসঙ্গত তলবী টাকা ও ক্রোকী

ক্রোক্ মৌকুফ হইবার সময়ের কথা।

খরচাসমেত

খরচাসমেত সে ভূমির উৎপন্নের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে সেই সন ফসলী উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মিলে তবে সে ক্রোক্ মৌকুফ করিয়া সেই ভূমির ক্রোকী সময়ের জমা খরচাদির নিকাশ তাহার অধিকারি কিম্বা ইজারদারকে প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝাইতে হইবেক। এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যে রূপে ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৬ ষোড়শ ধারানুসারে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তহসীলদারদিগের নামে তাঁহারা ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের দাঁড়ার অন্যথাচরণ করিবাতে জিলাসকলের কিম্বা শহরের আদালতে নালিশ করিতে পারে সেই রূপে তাঁহারদিগের নামে তাঁহারা এ আইনের দাঁড়াছাড়া চলিলেও নালিশ করিতে পারিবেক। জানিবেন যে এমত নালিশী মোকদ্দমায় যেমতে জজসাহেবেরা ঐ ১৬ ধারার যে অবধির অনুসারে ফরিয়াদীর স্থানে জামিন লইয়া তাহার বন্ধন মোচন কিম্বা মহসিল বরখাস্ত করিতে পারেন্ সেমতে সেই ফরিয়াদীর উপর কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তহসীলদারের কৃত বাকীর দাওয়া না মিলেলে তদর্থে ক্রোকহওয়া তাহার অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির ক্রোক্ মৌকুফ হইতে এবং অস্থাবর দ্রব্যের ক্রোক্ ও বিক্রয় স্থগিত হইতেও পারিবেক না। কারণ এই যে সে ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তহসীলদারের নামে তাহারা অসঙ্গত দাওয়া করিবার হেতু দিয়া নালিশ করিতে পারিবেক কিন্তু যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টরসাহেবের তলবকরা এমত টাকা সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের কিছু অসঙ্গত মানিয়া সে কথা দরখাস্ত লিখনের দ্বারা সে সাহেবের স্থানে জানাইয়া উৎপাত মিটাইবার কারণ আদৌ সে টাকা দিয়া পশ্চাৎ তদর্থে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহে তবে তাহা করিতে পারে। ও তথায় নালিশ হইলে পর বিচারমুখে যত টাকা অসঙ্গতক্রমে কালেক্টর সাহেবের লওয়া প্রমাণ হয় তত টাকা তাহা দিবার দিন ইস্তক ফিরিয়া পাইবার দিবস লাগাইৎ বৎসরে শতকরা ১২ বার টাকার হারে সুদসমেত সরকারের খাজানাহইতে অব্যাজে সেই ব্যক্তি পাইবেক। ও জানিবেন যে সরকারের পক্ষে টাকা লইবার মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ হইবার নিদর্শনে যে সকল দাঁড়া ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনে আছে সে দাঁড়া সমস্তই এ ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ পঁহুছা মোকদ্দমাসকলের প্রতি চলিবেক। আর বুঝিবেন যে কালেক্টরসাহেবের কৃত হুকুমের উপর কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার দুঁদ্যামিক্রমে জোর করিলে কিম্বা করাইলে অথবা কোন গড়নে সে হুকুম না মানিলে সে দুঁদ্যার প্রতিফলার্থে ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের যে সকল বিধি আছে সে বিধিসমস্তই সাব্যস্থ থাকিয়া তাহা এ আইনের অনুসারে কালেক্টরসাহেবের করা হুকুমের উপর কেহ জোর করিলে কিম্বা করাইলে অথবা কোন গড়নে সে হুকুম না মানিলে তাহার প্রতিফলার্থে খাটিবেক ও জানিবেন যে সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমাসকলের আপীল হইবার ভারলাঘবী ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সিক্কা পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্তের মোকদ্দমায় মফঃসল কোর্ট আপীলের ডিক্রী চূড়ান্ত পাইবার নির্ণয় ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে সিক্কা এক হাজার

এ আইনের দাঁড়া ছাড়া কর্ম্ম করিলে তাহাতে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ১৬ ধারার লিখনানুসারে নালিশ করিবার যে সাধ্য রাখে তাহা বৃদ্ধি পাইবার কথা।

বাকী টাকা না দিলে ক্রোক্ মৌকুফ না হইবার কথা।

নালিশের কারণ দ্রব্য ক্রোক্ ও নীলাম মৌকুফ না হইবার কথা।

অসঙ্গতাবধানে লওয়া টাকা ফিরিয়া দিবার মতের কথা।

মূলের লিখিত মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের হুকুম খাটিবার কথা।

এ আইনের মতে ঐ ৬ আইনের লিখিত দুঁদ্যামি দূর হইবার দাঁড়া সাব্যস্থ রাখিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে যে যে মোকদ্দমা আপীলহওনের যোগ্য তাহার প্রবাচক কথা।

টাকাপর্য্যন্তের

টাকাপর্য্যন্তের মোকদ্দমার আপীল না হইবার অর্থের পূর্ব্ব নিরূপিত হুকুমের পরিবর্ত্তে হইয়াছে এবং ঐ ভারলাঘবী ৫ পঞ্চম আইনের দৃষ্টে সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্যাযোগ্য ঠাহরিবার বিবেচনা সেই দাঁড়ায় হইবেক যে দাঁড়ায় বিবেচিবার ধার্য্য ঐ ভারলাঘবী ৫ পঞ্চম আইন চলিবার পূর্ব্বে জারীহওয়া আইনসকলে হইয়াছে ইতি।

২৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ১৫ ধারা সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

জানিবেন যে ক্রোকের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারা সাব্যস্থ রাখা গেল কিন্তু বুঝিবেন যে ঐ ১৫ ধারায় তহসীলদারদিগের নামে হুকুম আছে যে তাহারা যে করারদাদ তাহারদিগের সহিত বাকীদারদিগের হইয়া থাকে সেই করারদাদদৃষ্টে প্রজাগণের স্থানে মালগুজারী তহসীল করে। তাহাতে যদি এমত বোধ হয় যে তৎকালে কিম্বা উত্তরকালে সে ভূমি ক্রোক্ হইলে যাবৎ ক্রোক্ থাকিবেক তাবৎ সরকারের মালওয়াজিবী উসুল হইতে পারিবে না এমতাশয়ে সে রোয়দাদ গড়নের উপর হইয়াছে তবে সে হুকুম অকর্ম্মণ্য হইবেক। ও এমত গতিকে তহসীলদারেরা পরগনার চলনমতে মালগুজারী বাকীদারদিগের ও প্রজাগণের উভয়তঃ কিছু করারদাদ না হইয়া থাকিলে যেরূপে লইবার হুকুম আছে সেই রূপে লইবেক। এবং এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে এ আইন ঘোষণা পাইলে পর কোন ভূমি ক্রোক্ হইবার সময়ে যদি তথাকার প্রজাগণের এমত আপত্তি উপস্থিত হয় যে তাহারা হাল ভঞ্জনক্রমে কিস্তির নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে আপনারদিগের মালগুজারীর টাকা দিয়াছে তবে তাহা শুনা যাইবেক না।

হালভঞ্জন না হইতে পারিবার মতের কথা।

ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে নিষেধ আছে যে কিস্তিবন্দীর কিম্বা অন্য করারদাদের অনুসারে অথবা তথাকার চলনমতে যে মালগুজারী তাহারদিগের প্রজাবর্গের স্থানে পাওনা তাহা কিস্তির নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে তলব না করে ও না লয়। এবং প্রজাবর্গকেও নিষেধ আছে যে তাহারা কিস্তিবন্দীওগয়রহের অনুসারের তলবী মালগুজারী কিস্তির নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে না দেয় যদি এ নিষেধের অন্যথায় মালগুজারী দেয় ও তাহার দাখিলা প্রকৃত কি অপ্রকৃতইবা দর্শায় তবে তদ্দৃষ্টে সেই অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি ক্রোক্‌করণিয়া সরকারী আমলার স্থানে সে টাকা মজুরা পাইবেক না। কিম্বা ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের নিকটেও এ আইনের লিখিত দাঁড়ায় বাকী উসুলের কারণ কট্‌কিনাদারদিগের কিম্বা প্রজাগণের বস্তু ক্রোক্ হইয়া থাকিলেও তাহার ঘোষণা এমতে যে অমুকের বস্তু ক্রোক হইয়াছে পাইলে যাবৎ সে ক্রোক মৌকুফের অর্থে ঘোষণাপত্র না হয় তাবৎ কিম্বা ভূম্যধিকারিগণ অথবা ইজারদারেরাও যদি এ আইনের লিখিত দাঁড়ায় বাকী উসুলের কারণ কট্‌কিনাদারদিগের কট্‌কিনার মহাল কিম্বা প্রজাবর্গের জমার ভূমি ক্রোক্ করে তবে সে ক্রোকের ঘোষণা পাইয়া পরে যাবৎ সে ক্রোক মৌকুফের ঘোষণা না হয় তাবৎ কালের মধ্যে সেই

ক্রোকী

ক্রোকী বস্তুর সংক্রান্ত রাজস্বদায়কেরা সেই বাকীর দায়ী কটকিনাদারপ্রভৃতিকে কিছু রাজস্ব দিলে তাহা সেই ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের নিকটেও মিনাহ পাইবেক না যদি এমত প্রমাণ না দর্শাইতে পারে যে সেই রাজস্ব দিবার সময়ে সেই বস্তুক্রোকের ঘোষণা জানিতে পারে নাই। ইহাতে হুকুম আছে যে ক্রোকের কালে ঘোষণাপত্র অধিকার কি ইজারার ভূমির সাধারণাসাধারণ সর্ব্বত্র দেওয়া যায়। কিন্তু জানিবেন যে এ ধারাক্রমে বাকীদারেরা প্রজাদির স্থানে কিস্তির নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে হালভঞ্জনক্রমে কিম্বা তাহারদিগের অধিকারাদি ক্রোক হইলেইবা যাহা কসিয়া লইয়া থাকে তাহার দায়হইতে ছাড়ান পাইবেক না উপরের লিখিত নিষেধ কেবল ক্রোকের বিষয়েই খাটিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

কোন ভূমি ক্রোক হইলে তাহার কাগজপত্র দেওয়া তথাকার কর্ম্মচারির কর্ত্তব্যের কথা।

কোন ভূমি ক্রোক হইলে তৎকালে যাহারা তথাকার গ্রামকর্ম্মচারী দশসনী বন্দোবস্তের মূল হুকুমের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৯ ধারার হুকুমের অনুসারে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের উচিত যে যে হিসাবকিতাব তাহারদিগের রাখিবার অর্থে হুকুম আছে সে হিসাব কালেক্টরসাহেবদিগের সমীপে কিম্বা তাঁহারদিগের পক্ষহইতে নিযুক্তহওয়া আমীনপ্রভৃতির নিকটে যোগাইয়া দেয়। আর এ ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগকে হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের যাহার যে ব্যাপ্য সীমানার মধ্যে সর্ব্বত্র ঐ ধারাক্রমে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে কি না ইহার তহকীক অবিলম্বে করেন। ও যথায় নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথায় তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত করান এবং ভূম্যধিকারিগণকে ঐ আইনের হুকুমের মতে চলান। ও তাহারা যদি সে হুকুমের মতে না চলে তবে ঐ ৯ ধারার ৯ প্রকরণের লিখনানুসারে দণ্ড্য হইবেক ও সে দণ্ড লইবার আবশ্যক হইলে ঐ প্রকরণানুসারেই লইবেন।

কালেক্টরসাহেবেরা কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করাইবার চেষ্টা পাইবার কথা।

আর এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ক্ষুদ্রং যে সকল ভূম্যধিকারী নিজে আপনং অধিকারের ব্যাপার করে ও কর্ম্মচারির মাহিনা দিতে না পারে তাহারদিগের প্রতি হুকুম নাই যে ঐ ধারার লিখনানুসারে কর্ম্ম চালাইবার কারণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে।

নিজাধিকারের কর্ম্ম চালানিয়া ক্ষুদ্রং ভূম্যধিকারিগণ ঐ ধারাক্রমে কর্ম্মচারী না রাখিবার কথা।

কিন্তু এমত গতিকে সে ভূম্যধিকারিগণের কর্ত্তব্য যে তলব মতে কাগজপত্রের যোগান যে রূপে কর্ম্মচারিরা দিত সে রূপে তাহারাও যোগায় এবং এ আইনমতে যে ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি ক্রোক হয় তাহারদিগের উচিত হইবেক যে তাহারদিগের নিকটে সনহাল কিম্বা গুজস্তা ও পয়ওস্তার যে জমাওয়াসীলবাকী কাগজ থাকে তাহা এবং তাহারদিগের গোমস্তাপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত নানাপ্রকার আমলাদিগেরেও কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে কিম্বা আমীনপ্রভৃতি যে কেহ সে সাহেবের প্রস্থে নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দাখিল করে ও রুজু রাখে। ও তদর্থে কালেক্টরসাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতী পরওয়ানা পাইয়া যদি কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কোন কাগজপত্রাদি যোগাইতে না চাহে কিম্বা সে পরওয়ানা না মানে তবে

যে ভূমি ক্রোক হয় তাহার কাগজপত্রও আমলাদিগেরে তথাকার অধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টরসাহেব প্রভৃতির স্থানে দাখিল ও রুজু করিবার ও তাহা না করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবদিগের হকীকৎদৃষ্টে সে মোক দ্দমার ভাব বুঝিয়া সেই ত্রুটিকারকের যত দণ্ডকরণ বিহিত জানেন্ তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি ও মঞ্জুরীক্রমে করিতে হুকুম দিবেন। এবং ঐ হজুর কৌন্সেলের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব আছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির যে কেহ তলববাকী কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে না চাহে তাহাকেও কয়েদ রাখিবার হু কুম দেন্ ইতি।

২৬ ধারা।

যদি সন ফসলীর আখিরীতে কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের শিরে বাকী পড়ে তবে কালেক্টরসাহেবের উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারানুসারে সেই বাকীর সংখ্যা এবং সে বাকী পড়িবার হেতুর বে ওরাহকীকৎ করিয়া তাহাতে ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ তথা ১৮ অষ্টাদশ ধা রার লিখিত দাঁড়াদৃষ্টে যে উপায় কর্ত্তব্যের বিবেচনা নিজে করেন্ তাহা সমেত লি খিয়া অব্যাজে বোর্ডরেবিনিউতে পাঠাইয়া দেন্। ইহাতে যদি সুবে বারাণসের ভূম্যধিকারিগণের করারদাদমতে তাহারদিগের অধিকারভূম্যাদি স্থাবরাস্থাবর বস্তু সমস্তই মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয়ের যোগ্য হয় ত থাচ তাহা অধিকারের ভাব বুঝিয়া ও তথাকার বেওরা জানিয়া যে সংস্থানের দ্বা রা সরকারের মালগুজারী আদায় হয় তাহা নিতান্ত উড়াইয়াছে এমত গতিক নহি লে বিক্রয় করা যায় নাই কিন্তু শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বতো ভাবে আছে যে সে ভূম্যাদি মালগুজারীর বাকী আদায়ের জন্যে বিক্রয় করেন্। এ রূপে কোন ভূম্যাদি নীলাম করিতে হইলে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার লিখিত দাঁড়ায় তাহার মধ্যের এইক্ষণে ঐ সুবায় চলি ত হুকুমবাদে অর্থাৎ ঐ ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩২। ৩৩। ৩৪ ধারা আর ই ঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের যে ৫ পঞ্চম তথা দ্বাদশ আইন এ ধারাক্রমে ঐ সুবায় চলন হইল ইহাবাদে অন্য যে সকল দাঁড়া ঐ ২৯ ধারায় আছে তদনুসারে সেই ভূম্যাদি নীলাম করা যায় ইতি।

সন আখিরীতে বাকী পড়া টাকার সংখ্যা যুত হকীকৎ ও তাহা উসুলের উপায়সহ জনি যুক্ত কালেক্টরসাহেব লিখিয়া বোর্ড রেবিনি উতে পাঠাইবার কথা।

নীলাম হইবার দাঁ ড়ার কথা।

২৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম আইনের যে ৩০ ধারার অনুসারে অধিকার ভূম্যাদির এতমাম অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হই য়াছে সেই ৩০ ধারানুসারে তাঁহারা সে ভূম্যাদি বিক্রয়ার্থে ক্রোক্ থাকিবাপর্য্যন্ত তাহার সরবরাহকারণ এদেশীয় আমলা লোক নিযুক্ত করিবার অর্থেও ভার পাই য়াছেন। এ ধারাক্রমেও ঐ ৩০ ধারার প্রস্তাবিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১৫ ধারা এবং এ আইনের নীচের লিখিত যে ধারা অনুসারে সরকারী জমা খরচআদি নিকাশের দায়ী এদেশীয় আমলা লোকের স্থানে তাহারা হাজির

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সা লের ৭ আইনের ৩০ ধারা সুবে বারাণসে চ লিবার কথা।

থাকিবার

থাকিবার কারণ জামিন লইতে কালেক্টরসাহেবের প্রতি হুকুম আছে। এবং তাহাতে এমত আমলার দ্বারা সরকারী টাকা কিম্বা হিসাব যেমতে মিলিবেক তাহারো নিদর্শন আছে ইতি।

২৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেব আইন ঠাহরিতে পারিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারাক্রমে আইনের নক্সা হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

সুবে বারাণসের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তথাকার বিষয় বুঝিয়া আপন ভারের কার্য্য বিশিষ্টরূপে চলিবার নিদর্শনে যে আইন করা উচিত হয় তাহা নিরূপিত নক্সাক্রমে তৈয়ার করিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠান্। ও সে নক্সা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখিত ডৌলে তৈয়ার হইয়া থাকিলে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৩১ ধারানুসারে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে চালান করেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের উপর টাক্স লইলে পোলীসের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রতুলে চলে এ জন্যে সমস্ত টানাল মাদক দ্রব্যের ও তাড়ীর উপর টাক্স ধার্য্যের এবং ঐ সকল বস্তু তথা পেয় মাদক নানাবিধ মদিরা পাট্টার অনুসারে বিক্রয়ার্থের বহালী হুকুম শুধরিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ২৭ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ১৬ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ১৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ১৬ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ১৬ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১৮ ধারানুসারে হুকুম হইয়াছিল যে গাঞ্জা ও ভাঙ্গ ডাকে সিদ্ধি আর চরস্আদি সমস্ত টানাল মাদক দ্রব্যের উপর টাক্স লাগিবেক। এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিহিত বিধান লইয়া সেই টাক্সের ধার্য্য প্রতিবৎসর করিবেন। আর কেহ জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাট্টা না লইয়া ঐ সকল মাদক দ্রব্য জম্মাইতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারিবেক না। এবং তাহা কেহ বিনাপাট্টায় জম্মাইলে কিম্বা বিক্রয় করিলে তাহার যে দণ্ড হইবেক তাহাও ঐ ৩৪ আইনের ২০ ধারায় এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ৫১ আইনে আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ প্রথম আইনে নির্ণয় হইয়াছিল। ও সেই হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪৭ আইনের অনুসারে কোনং মর্ম্মের ফেরফার হইয়া সুবে বারাণসে চলিয়াছিল। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ দশম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে হুকুম হইয়াছিল যে সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য জম্মাইবার ও বেচিবার অর্থের পাট্টা চারি সুবাতেই ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। এবং যাহারা সে সকল পাট্টা লইবেক তাহারা তদনুসারে নির্দ্ধারিত টাক্স দিবেক অধিকন্তু সে সকল পাট্টার কাগজের ইষ্টাম্পের নিরূপিত রসুম দেওয়াও তাহারদিগের কর্ত্তব্য হইবেক। কিন্তু ঐ ১০ আইনের নিরূপিত হারে ইষ্টাম্পের রসুম লাগিবার দায় কেবল পেয় মাদক নানাবিধ মদিরা জম্মাইবার ও বেচিবার পাট্টার কাগজের উপরেই পড়ে ইহাতে সন্দেহ হইল যে টানাল মাদক দ্রব্যের পাট্টার কাগজের উপর কি হারে ইষ্টাম্পের রসুম লাগিবেক। অতএব এই সন্দেহভঞ্জনের কারণ পশ্চাৎ সমস্ত টানাল মাদক দ্রব্য ও তাড়ী বিক্রয়ার্থের পাট্টার কাগজের উপর যে হারে ইষ্টাম্পের রসুম লওয়া যাইবেক তাহার নির্দ্ধার্য্যের নিমিত্তে এবং ঐ সকল বস্তু তথা পেয় মাদক নানাবিধ মদিরা বিক্রয়া

র্থের

র্থের বহালী যে হুকুমের গতিকে অদ্যাবধি তাহা পানাদির প্রাচুর্য্য দূর হয় নাই সে হুকুম শুধরিবার জন্যে ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে ঘোষণা পাইলে পর ঐ সর্ব্বত্র মান্য হইবেক।

২ ধারা।

টানাল মাদক দ্রব্য কেবল মূলের লিখিত শহরসকলে ও কস্বায়২ ও বড়২ গ্রামে বিক্রয় হইবার কথা।

বাসাদিদৃষ্টে একং কস্বার ও গ্রামের মধ্যে দোকানের আড্ডা তিন প্রকারে বিলি হইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবদিগের পাঠান যুক্তিসহ হকীকৎ দৃষ্টে যে যে শহরে ও কস্বায়২ ও বড়২গ্রামে টানাল মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের ধার্য্য করেন্ কেবল তথাতেই তাহা বিক্রয় হইবেক। অতএব কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগের সহিত যুক্তিপূর্ব্বক ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের স্থাননির্ণয় এবং একং শহর ও কস্বাপ্রভৃতিতে যত দোকান বসিবেক তাহার নিরূপণ করিয়া যুক্তিসহ হকীকৎ লিখিয়া ঐ বোর্ডে চালান করেন্। আর একং কস্বার ও গ্রামের বসতী এবং ঐ দ্রব্যের উঠ্তি বুঝিয়া দোকানের আড্ডা সরস ও মাঝারী ও নীরস তিন প্রকারে বিলি করিবেন। তদ্দৃষ্টে সেইং কস্বার ও গ্রামের দোকানপ্রতি এবং শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের ও বারাণসের একং দোকানে যে হারে টাক্স লওয়া যাইবেক তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।

উপরের প্রস্তাবিত শহরসকলের একং দোকানে দিন প্রতি। ১ এক টাকা

কস্বাসকলের ও গ্রামগ্রামের একং দোকানে দিন প্রতি।

সরস আড্ডায়।	৸০ বার আনা
মাঝারী আড্ডায়।	৷৷০ আট আনা
নীরস আড্ডায়।	৷০ চারি আনা

৩ ধারা।

হজুর কৌন্সেলে টাক্সের হারের কমী কিম্বা বেশী হইতে পারিবার কথা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে উপরের ধারার লিখিত টাক্সের হারের কমী কিম্বা বেশী হইতে পারে ইহাতে যদি কোন শহরের কিম্বা কস্বার অথবা গ্রামের গতিকদৃষ্টে তথাকার টাক্স কমী অথবা বেশীকরণ কালেক্টরসাহেবদিগের কাহার যুক্তিতে আইসে তবে সে সাহেব সেই যুক্তিসহ হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে চালান করিবেন। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই যুক্তিসহ হকীকৎ দেখিয়া তাহাসুদ্ধা সে বিষয়ে আপনারদিগের যে মন্ত্রণা খাটে তাহা খাটাইয়া লিখিয়া মঞ্জুরের কারণ ঐ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। তথায় যদি ঐ নিরূপণাপেক্ষা টাক্সের হার বেশীকরণ মঞ্জুর হয় তবে সে কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই মঞ্জুরী নব্য হারের নিদর্শনী ফর্দ্দ যথায় সে হারে টাক্স লইতে হইবেক তথাকার ব্যাপক জিলার জজসাহেবের স্থানে পাঠাইয়া দেন্। যাবৎ এমতে সে ফর্দ্দ না পাঠান যায় তাবৎ তন্নিদর্শনী নব্য হারের টাক্স লইতে নিষেধ জানেন্। ইহাতে

তে সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ফর্দ্দের নকল সকলের জ্ঞাতসারের নিমিত্তে আদালতের কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়ান্ ইতি।

৪ ধারা।

টানাল মাদক দ্রব্যের পাট্টার পাঠের কথা।

টানাল মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের টাক্স মাসেং লওয়া যাইবেক এবং ভাব বুঝিয়া যে স্থানের পাট্টায় নীচের লিখিত পাঠের যত খাটে তাহাই খাটাইয়া লেখা যাইবেক। সে পাঠ এই যে শ্রীঅমুক প্রতি আগে আমি অমুক জিলার কালেক্টরপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে আমাকে যে ভারার্পণ আছে তদনুসারে তোমাকে অমুক শহরের কিম্বা কস্‌বার অথবা গ্রামের অমুক স্থানে দোকান করিয়া টানাল মাদক দ্রব্য বিক্রয়ার্থে অদ্যহইতে এক সনের মুদ্দতে পাট্টা দিতেছি। তুমি এ পাট্টা সাব্যস্থ রাখিবার কারণ নীচের লিখিত সকল কটানুসারে কার্য্য করিবা।

১ প্রথম কট এই যে।— মাসে এত টাকার হিসাবে ইমসন বাঙ্গলার কিম্বা ফসলীর প্রতি মাসের আখিরী দিনে অমুক মোকামে সরকারের খাজানাখানায় দাখিল করিবা।

২ দ্বিতীয় কট এই যে।— যে শহরের কিম্বা কস্‌বার অথবা গ্রামের যথায় দোকান করিবার অর্থে পাট্টা পাইলা কেবল তথাতেই টানাল মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিবা কোন প্রকারে এই শহরআদির সীমানার বাহিরে বেচিবা না এবং ইহার সীমানার মধ্যেও দুসরা দোকান অন্য পাট্টা না পাইয়া করিবা না।

৩ তৃতীয় কট এই যে।— আপন দোকানে টানাল মাদক দ্রব্য সেবনের অর্থাৎ পানাদির প্রাচুর্য্য ও জুয়াখেলা ও গণ্ডগোল করিতে পারতপক্ষে দিবা না।

৪ চতুর্থ কট এই যে।— চোরদিগেরে এবং গণ্ডগোলী জনকে আপন দোকানে রহিতে দিবা না বরং তোমার দোকানের গতায়াতী লোকদিগের কাহাকেও দুষ্ট বুঝিলে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কিম্বা পোলীসের আমলা যে কেহ নিকটে রহেন্ তথায় জানাইবা।

৫ পঞ্চম কট এই যে।— টানাল মাদক দ্রব্যের বদলে পরিধেয় বস্ত্রাদি কোন সামগ্রী লইবা না।

৬ ষষ্ঠ কট এই যে।— সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে এবং অস্তের পরে অর্থাৎ রাত্রিযোগে আপন দোকান খুলিবা না এবং রাত্রে কাহাকেও আপন দোকানে থাকিতে দিবা না।

৭ সপ্তম কট এই যে।— সর্ব্বদা আপন দোকানের দ্বারের সম্মুখে চিহ্নার্থে পাট্টার অনুসারে টানাল মাদক দ্রব্যবেচনিয়া এই পাঠ এদেশীয় ভাষাক্ষরে লিখিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিবা।

 ইহার

ইহার কোন কটের অন্যথা করিলে এ পাট্টা অকর্ম্মণ্য হইবেক। ইহাতে সরকারী আমলাবর্গকে নিষেধ আছে যে এ দোকানের নিয়মিত মুদ্দতের মধ্যে এ আইনের নিরূপিত টাক্সছাড়া কিছু হাসিল কি আবওয়াব পঞ্চক কোন প্রকারে পাক দিয়া না চড়ান্ এবং না লন্। আর যাবৎ এ পাট্টাদার উপরের লিখিত কটানুসারে কার্য্য করে এবং এ বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট আইনসকলের মতে চলে তাবৎ ইহাকে কোন রূপে উত্ত্যক্ত না করেন্ এবং ইহার ব্যবসায়ের বাধাও না জন্মান্ ইতি সন অমুক তারিখ অমুক।

৫ ধারা।

পাট্টাদারেরা পাট্টানুসারে কবুলিয়ৎ দিবার কথা।

টানাল মাদক দ্রব্য বিক্রয়ার্থে পাট্টা লওনিয়াদিগের কর্ত্তব্য যে সেই পাট্টার অনুসারে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় তাহাতে যদি কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ কোন স্থানের ভাবদৃষ্টে সে পাট্টা নব্য কোন পাঠ বাড়াইয়া কিম্বা উপরের লিখিত কোন কটের ফেরফার করিয়া দেওয়া আবশ্যক জানেন্ অথবা পোলীসের কার্য্য সুপ্রতুলে চলিবার নিমিত্তে তাহা করিতে তথাকার মাজিষ্ট্রেট্সাহেব হুকুম দেন্ তবে তাহা সে কালেক্টরসাহেব সেই রূপে করিতে পারেন্ যে রূপে সে পাট্টার প্রকৃত মর্ম্মের ফের না পড়ে। আর উপরের লিখিত পাট্টা কেবল গাঞ্জাওয়ালার ও ভাঙ্গেড়ার কিম্বা যাহারা নিছু গাঞ্জা ও ভাঙ্গআদি টানাল মাদক দ্রব্য দোকান করিয়া বিক্রয় করে তাহারদিগের দোকানের বিষয়েই খাটে। এতদ্ভিন্ন পসারী ও বণিকাদি যে লোকেরা ঐ সকল টানাল মাদক দ্রব্য এবং অন্যং সামগ্রীও দোকান করিয়া বেচে তাহারদিগের দোকানের অর্থে খাটিতে পারে না। অতএব কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পসারিপ্রভৃতির দোকানের অর্থে খাটিবার কারণ ঐ পাট্টার কটের যত ফেরফারকরণ উচিত বুঝেন্ তাহা করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

টানাল মাদক দ্রব্যের পাট্টা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।

উপরের উল্লিখিত বিষয়ের পাট্টা ইষ্টাম্পযুত তত টুকী পরিমিত কাগজে লেখা যাইবেক যত টুকী পরিমাণের নিরূপণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ দশম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে করিয়াছেন ও তাহার ইষ্টাম্পে মাদকীয় পাট্টা এই পাঠ পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাক্ষরে এবং খোট্টাশব্দে নাগরী অক্ষরে খোদা যাইবেক।

পাট্টার দরখাস্তের মতের এবং পাট্টার কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের হার নিরূপণের কথা।

এবং ঐ ১০ আইনের ৪ চতুর্থ তথা ৫ পঞ্চম ধারার হুকুমমতে পাট্টা লইবার কারণ দরখাস্ত করিতে ও তদনুসারে পাট্টা দিতে হইবেক। এবং এ রূপে যাহারা পাট্টা লইবেক তাহারা সে পাট্টার কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম নীচের লিখিত হারে দিবেক।

শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের ও বারাণসের পাট্টা প্রতি। ১০ টাকা

কস্‌বাসকলের

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

কস্‌বাসকলের ও গ্রামগ্রামের পাট্টা প্রতি।

সরস আড্ডায়।	৬ ছয় টাকা
মাঝারী আড্ডায়।	৪ চারি টাকা
নীরস আড্ডায়।	২ দুই টাকা.

৭ ধারা।

যে সকল টানাল মাদক দ্রব্যের উপর টাক্স লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

এ আইনের লিখিত হুকুম এবং ইহার হেতুবাদের প্রস্তাবিত আইনসকলের উল্লিখিত বিধি নীচের ধারার প্রস্তাবিত সামগ্রীছাড়া সমস্ত টানাল মাদক দ্রব্যের উপর বিশেষতঃ গাঞ্জা ও ভাঙ্গ ও মাজুন ও বাথর এ সকল দ্রব্য যথায় যে নামে বর্ত্তে তাহার উপরে খাটিবেক ইতি।

৮ ধারা।

মূলের লিখিত দ্রব্য বানাইতে ও বেচিতে নিষেধের এবং তৎকর্ম্মির শাস্তির কথা।

চরস ও মদৎ অর্থাৎ কাপা এইং সামগ্রী নিতান্ত বিরুদ্ধ এবং ইহা সেবনে এতাবতা পানাদিকরণে অতিশয় পীড়া জন্মে অতএব ইহা জন্মাইবার ও বেচিবার অর্থে পাট্টা দিতে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি নিষেধ আছে এবং এ ধারাক্রমেও ইহা জন্মান ও বিক্রয়করণ কর্ত্তব্য নহে এবং ইহা করণিয়াকে ফৌজদারীর সংক্রান্ত অপরাধির ন্যায় জানিয়া তৎকর্তৃক এই নিষেধের অন্যথাচরণ জিলা কিম্বা শহরের মাজিস্ত্রেটসাহেরের স্থানে প্রমাণ হইলে সে কর্ম্মকরণিয়া দায়ের ও সায়েরী আদালতে সঁপিবার যোগ্য ঠাহরিবেক কিম্বা মাজিস্ট্রেটসাহেব মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৮ অষ্টম ধারানুসারে তাহাকে যে শাস্তি দেওয়া উচিত জানেন্ তাহাই পাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

নানাবিধ মদিরা ও তাড়ীর নয়া পাট্টার পাঠের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১০ ধারানুসারে পেয় মাদক নানাবিধ মদিরা ও পাকা তাড়ী জন্মাইবার ও বিক্রয় করিবার অর্থে হওয়া পাট্টা সাব্যস্থ থাকিবার নিয়মিত মুদ্দৎগতে ফিরাইয়া নীচের লিখিত পাঠে লিখিয়া দেওয়া যাইবেক ইহাতে যদি কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ কোন স্থানের গতিকদৃষ্টে নয়া কোন পাঠ বাড়াইয়া কিম্বা নীচের লিখিত কোন কটের ফেরফার করিয়া সে পাট্টা দেওয়া আবশ্যক জানেন্ অথবা পোলাসের কার্য্যের সৌষ্ঠবার্থে তাহা করিবার কারণ তথাকার মাজিস্ট্রেটসাহেব হুকুম দেন্ তবে যেরূপে পাট্টার প্রকৃত মর্ম্মের ফের না পড়ে সে কালেক্টরসাহেব সেই রূপে করিতে পারেন্ পাট্টার পাঠ এই যে শ্রীঅমুক প্রতি আগে আমি অমুক জিলার কালেক্টরপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে আমাকে যে ভারার্পণ আছে তদনুসারে তোমাকে অমুক শহরের কিম্বা কস্‌বার অথবা গ্রামের অমুক স্থানে ভাটী করিয়া পেয় মাদক

 নানাবিধ

নানাবিধ মদিরা জন্মাইবার কারণ অদ্যহইতে এক সনের মুদ্দতে পাট্টা দিতেছি তুমি এ পাট্টা সাব্যস্থ রাখিবার নিমিত্তে নীচের লিখিত সকল কটানুসারে কার্য্য করিবা।

১ প্রথম কট এই যে।— একং ভাটার টাক্স দিনপ্রতি এত টাকা সরকারে দাখিল করিবা।

২ দ্বিতীয় কট এই যে।—ভাটী শব্দ কেবল এক কুন্দাকে জানিতে হইবেক। ইহাতে যদি তুমি পেয় মাদক কোন প্রকার মদিরা চুয়ানের কারণ এক কুন্দার অধিক চুলায় চড়াও তবে যত কুন্দা অধিক চড়াও তত কুন্দাকে একং ভাটী ধরিয়া তাহার টাক্স উপরের নিরূপিত হারে লওয়া যাইবেক।

৩ তৃতীয় কট এই যে।— যে কোন ভাটীতে এত সিক্কার ওজনের সেরের ১।০ পঞ্চাশ সেরের অধিক জল ধরে তাহা চুলায় চড়াইবা না।

৪ চতুর্থ কট এই যে।— তোমার ভাটীতে যত পেয় মাদক সামগ্রী জন্মে তাহা অমুক শহরের কিম্বা কস্বার অথবা গ্রামের মধ্যে কিম্বা নিকটে যথায় বিক্রয়ের স্থান নির্ণয় হয় তথায় এক দোকান করিয়া বেচিবা।

৫ পঞ্চম কট এই যে।— তোমার দোকানে কাহাকেও মাতলামি করিতে ও জুয়া খেলিতে ও গণ্ডগোল বাধাইতে সাধ্যমতে দিবা না এবং যত পেয় মাদক সামগ্রী পানে লোকে মাতাল হয় তত কাহার স্থানেও বেচিবা না এবং কাহাকেও পান করিতে দিবা না।

৬ ষষ্ঠ কট এই যে।— কাহাকেও এক সেরের অধিক পেয় মাদক সামগ্রী কোন প্রকারে আপন দোকানহইতে লইয়া যাইতে দিবা না।

৭ সপ্তম কট এই যে।— চৌরাদি দুষ্টগণকে কদাচ আশ্রয় দিবা না। বরং তোমার দোকানের যাতায়াতি লোকদিগের কাহাকেও দুষ্ট বোধ করিলে তাহার সংবাদ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কিম্বা পোলীসের আমলা যে কেহ নিকটে রহেন তথায় দিবা।

৮ অষ্টম কট এই যে।— পেয় মাদক সামগ্রীর বদলে পরিধেয় বস্ত্রাদি কোন দ্রব্য লইবা না।

৯ নবম কট এই যে।— সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে এবং অস্তের পরে আপন দোকান খুলিবা না। এবং রাত্রে কাহাকেও আপন দোকানে রহিতে দিবা না।

১০ দশম কট এই যে।— সর্ব্বদা আপন দোকানের দ্বারের সম্মুখে চিহ্নার্থে পাট্টার অনুসারে পেয় মাদক নানাবিধ মদিরাবেচনিয়া। এই পাঠ এ দেশীয় ভাষাক্ষরে লিখিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিবা। ইহার কোন কটের অন্যথাচরণ করিলে এ পাট্টা অকর্ম্মণ্য হইবেক। ইহাতে সরকারী আমলাবর্গকে নিষেধ আছে যে ঐ ভাটীর

নিয়মিত

নিয়মিত মুদ্দতের মধ্যে এ আইনের নিরূপিত টাক্কছাড়া কিছু হাসিল কি আবও যাব পঞ্চক কোনপ্রকারে চক্র করিয়া চড়াইবেন না এবং লইবেন না। আর যাবৎ এ পাট্টালওনিয়া উপরের লিখিত কটানুসারে কার্য্য করে এবং এ বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট আইনসকলের মতে চলে তাবৎ ইহাকে কোনরূপে উত্ত্যক্ত করিবেন না এবং ইহার ব্যবসায়ের বাধাও জন্মাইবেন না ইতি সন অমুক তারিখ অমুক। •

১০ ধারা।

পাট্টাদারেরা পাট্টানুসারে কবুলিয়ৎ দিবার কথা।

উপরের লিখনানুসারে পাট্টালওনিয়াদিগের কর্ত্তব্য যে পাট্টার অনুসারে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় তাহাতে কালেক্টরসাহেবেরা যে রূপে উপরের লিখনক্রমে পাট্টার পাঠাদি বাড়াইতে ও ফেরফার করিতে পারেন্ সেই রূপে সে কবুলিয়তের পাঠাদি বাড়াইবার ও ফেরফার করিবার ক্ষমতাও রাখেন্ ইতি।

১১ ধারা।

এ আইনের হুকুম পাকা তাড়ী বিক্রয়ের উপর টাক্কের ও ইষ্টাম্পের রসুমের হারছাড়া অন্য সকল বিষয়ে খাটিবার কথা।

এ ধারানুসারে এই আইনের এবং পূর্ব্ব আইনসকলের লিখিত পেয় মাদক নানাবিধ মদিরা বিক্রয়ার্থে চলিবার সমস্ত বিধি তাল ও খাজুর ও নারিকেল গাছের মাতা রস এতাবতা পাকা তাড়ী বিক্রয়ের বিষয়েও খাটিবেক বিশেষতঃ যে পাসীগণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১২ দ্বাদশ এবং ১৩ ত্রয়োদশ ধারার অদ্যাবধি বহালী হুকুমের অনুসারে ঐ সকল গাছের জমার উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকার হারে টাক্ক দেয় সে পাসীগণছাড়া অন্য কেহ ঐ সকল গাছের অমাতা রস অর্থাৎ কাঁচা তাড়ী বিক্রয় করিলেও তাহার প্রতি সে বিধি চলিবেক। আর যাহারা পাসীগণের নিকটে পাকা কি কাঁচা তাড়ী নিজে দোকান কিম্বা পাড়া করিয়া স্থানেং বেচিবার কারণ কেনে তাহারা তদর্থে এবং পাসীগণ কি তদ্ভিন্ন যে জনেরা কেবল পাকা তাড়ী বেচিতে চাহে তাহারাও যদনুসারে অন্যং লোকে পেয় মাদক নানাবিধ মদিরা বিক্রয়ার্থে পাট্টা লয় সে নিমিত্তে তদনুসারে পাট্টা লইবেক। ও জানিবেন যে এমতে ঐ সকলকে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিপি হইবেক। এবং সেই ইষ্টাম্পের উপর। তাড়ীর পাট্টা। এই পাঠ পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাক্ষরে এবং খোট্টাশব্দে নাগরী অক্ষরে খোদা যাইবেক। এতদ্ভিন্ন ইহার অপর সমস্ত বিষয়ে এ আইনের ৯ নবম ধারার লিখিত পাঠের যত খাটে তাহা খাটাইয়া সে পাট্টা লেখা যাইবেক ও সে পাট্টালওনিয়ারা নীচের লিখিত হারে টাক্ক এবং ইষ্টাম্পের রসুম দিবেক। কিন্তু অল্প কি বিস্তর যে সন যেমত তাড়ী জন্মে তাহার ভাব বুঝিয়া যদি সেই সনের মধ্যে টাক্কের কিস্তি কমী কি বেশী করিয়া লওয়া আবশ্যক হয় তবে নীচের লিখিত টাক্কের হারের উপর সালিয়ানা মোট ধরিয়া তাহার বিভাগমতে যে কিস্তিতে যত কমী কি বেশী করিতে হয় তাহাই নির্ণয় করিয়া সেই পাট্টায় ও কবুলিয়তে লেখা যাইবেক।

টাক্সের হার।

শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের ও বারাণসের এক২ দোকানে দিন প্রতি ১ এক টাকা

কস্‌বাসকলের ও এক২ গ্রামের মধ্যের প্রতিদোকানে দিনপ্রতি।

সরস আড্ডায়।	৸০ বার আনা
মাঝারী আড্ডায়।	।৷০ আট আনা
নীরস আড্ডায়।	।০ চারি আনা

ইষ্টাম্পের রসুমের হার।

দিনপ্রতি ১ এক টাকার হারে টাক্স লাগিবার দোকানের অর্থের পাট্টার কাগজ এক২ খান। ১০ দশ টাকা

দিনপ্রতি ৸০ বার আনার হারে টাক্স লাগিবার দোকানের অর্থের পাট্টার কাগজ এক২ খান। ৬ ছয় টাকা

দিন প্রতি ।৷০ আট আনার হারে টাক্স লাগিবার দোকানের অর্থের পাট্টার কাগজ এক২ খান। ৪ চারি টাকা

দিনপ্রতি ।০ চারি আনার হারে টাক্স লাগিবার দোকানের অর্থের পাট্টার কাগজ এক২ খান। ২ দুই টাকা

১২ ধারা।

তাড়ীর পাট্টা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার এবং সে কাগজের তলব ও যোগান ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ আইনের মতে হইবার কথা।

যত টুকী পরিমাণের নিরূপণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা গবরনর জেনরলের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ দশম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে করিয়াছেন ততটুকী পরিমিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে তাড়ীর পাট্টা লেখা যাইবেক। ইহাতে ইষ্টাম্পের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব যত শীঘ্র পারেন এই সামগ্রীর এতাবতা তাড়ীর ও টানাল মাদক দ্রব্যের পাট্টার কারণ ইষ্টাম্প নির্ম্মাণ করাইবেন এবং ঐ ১০ আইনের ৪ চতুর্থ তথা ৫ পঞ্চম ধারানুসারে ঐ সকল ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিতে ও তাহা যোগাইতে হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

বৎসর প্রবর্ত্তে কি মধ্যে২ যবে যে পাট্টা দেওয়া যায় সে সকলের মিয়াদ বৎসরান্তে এককালে পূরিবার কথা।

বিনাপাট্টায় কোন প্রকার মদিরা বিক্রয়াদি করিলে দণ্ড হইবার কথা।

এই আইনমতে যে সকল পাট্টা দেওয়া যায় তাহাতে এক সনের মুদ্দৎ লেখা কর্ত্তব্য হইবেক ইহাতে যথাকার যে চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলীর আরম্ভে যদি সে সকল পাট্টার দরখাস্ত একযোগে না হইয়া মধ্যে২ হয় তথাচ সেই সনের আখিরীতক সে সকল পাট্টার মুদ্দৎ ধরিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবেক। এইহেতুক যে সন আখিরীতে সমস্ত পাট্টার মিয়াদ এককালে পূর্ণ হয়। এরূপে যদি কেহ আপনার পাওয়া পাট্টার মিয়াদগতে নয়া পাট্টা না লইয়া কোনপ্রকার মদিরা জন্মায়

অথবা

অথবা বেচে ও ধরা পড়ে তবে যেরূপে প্রথমতঃ পাট্টা না লইয়া সেই বস্তু জন্মাইলে ও বিক্রয় করিলে তাহার দণ্ড করা যাইত সেই রূপে তাহার প্রতি সেই মদিরা বিনাপাট্টায় জন্মাইবার ও বেচিবার অর্থের নিরূপিত দণ্ড কর্ত্তব্য হইবেক। আর যদি পাট্টার নিয়মিত মুদ্দতের মধ্যে তাহার লিখিত স্থানছাড়া অপর কোন স্থানে আল্গা কিম্বা দোকানআদি করিয়া কোন প্রকার মদিরা কেহ জন্মায় কি বিক্রয় করে তবে সে পাট্টা অকর্ম্মণ্য হইবেক বিশেষত ঐ প্রস্তাবিত দণ্ডও সে লোকের উপর করা যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা টাক্সের টাকাএক মাসের মধ্যে উসুল হইবার নিয়মে জামিন লইতে পারিবার কথা।

জামিন না দিলে প্রত্যহ টাক্স তহসীল করাইবার কথা।

টাক্স না মিলিলে তাহার তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

মদিরা জন্মাইবার ও বেচিবার অর্থে পাট্টালওনিয়ারা যদি দশ২ কিম্বা পনের২ দিনের মধ্যে অথবা এক মাসের ঊর্দ্ধ না হয় এমতে যত দিনের ধার্য্য কালেক্টর সাহেবেরা বিহিত বুঝিয়া করেন্ তত দিনের মধ্যে সময়শিরে টাক্স দিবার কারণ বিশ্বস্ত জামিন দেয় তবে তাহার জামিনী গ্রাহ্য হইবেক ও তদনুসারে টাক্সের টাকা লওয়া যাইবেক। আর যদি এমতে জামিন না দেয় তবে কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে টাক্সের টাকা প্রত্যহ তহসীল করান্। ও তাহা না মিলিলে টাক্সের তহসীলদারীতে নিযুক্তহওয়া লোকেরা পাট্টা ফিরাইয়া লইবেক। এবং সে ব্যবসায়িদিগের দুসরা পাট্টা না লইবাপর্য্যন্ত পুনর্ব্বার কোনপ্রকার মদিরা জন্মাইতে ও বিক্রয় করিতে দিবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

জামিন দিয়া টাক্স সময়শিরে না দিলে সে টাক্সের দায়িদিগের প্রতিও উপরের লিখিত উপায় খাটিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা ও টাক্স তহসীলের আমলারা মদিরার টাক্সের বাকী টাকা মূলের লিখিত আইনসকলের মতে মালগুজারীর বাকী উসুল করিবার অনুসারে লইবার কথা।

এ ধারাক্রমে টাক্সের তহসীলদারপ্রভৃতি আমলাবর্গের সাধ্য আছে যে লোকেরা উপরের ধারানুসারে জামিন দিয়া টাক্সের টাকা সময়শিরে না দিলে তাহারদিগের পাট্টাও ফিরাইয়া লয় এবং তাহারদিগকে কোন প্রকার মদিরা জন্মাইতেও বেচিতে না দেয়। আর তাহারদিগের উপর টাক্সের বাকী টাকা লইবার কারণ শক্তি করিবার আবশ্যক হইলে তাহাতে যে মতাচরণ কালেক্টরসাহেবেরা এবং মালের বিষয়লিপ্ত অন্য২ আমলাবর্গে মালগুজারীর বাকীর দায়ী ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে করিতে পারেন্ সে মতাচরণের যত এমত বাকীদারদিগের উপর খাটে তাহা সেই সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের ব্যাপ্য টাক্সের তহসীলদারপ্রভৃতি আমলারা খাটাইতে পারেন্। ফলত আদৌ তাহারদিগেরে ধরিয়া যদি সেই ধরাপড়া দিনহইতে দশ দিনের মধ্যে বাকী টাকা না মিলে তবে তথাকার ব্যাপক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জেহলখানায় তাহারদিগকে কয়েদ করাইবেন এবং আবশ্যক হইলে তাহারদিগের সম্পত্তিও সে বাকী আদায়ের কারণ নীলাম করাইতে পারিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

১৬ ধারা।

পাট্টাদারেরা পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবার মতের কথা।

যদি পাট্টাদারদিগের কেহ আপনার লওয়া পাট্টা ফিরিয়া দিতে চাহে তবে যে তারিখে ফিরিয়া দেয় সেই তারিখপর্য্যন্তের টাক্সের টাকা সেই পাট্টার লিখিত নিয়মক্রমে দিয়া সে পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

পাট্টার ফিরিস্তি রাখিবার মতের কথা।

পাট্টার ফিরিস্তি বোর্ড রেবিনিউতে চালাইবার মতের কথা।

পাট্টার ফিরিস্তি মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মদিরা ও তাড়ীপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য জন্মাইবার ও বেচিবার পাট্টাসকল নম্বরবিলি করিয়া দিয়া তাহার ফিরিস্তি সেই২ নম্বর ও পাট্টার তারিখ এবং দোকান ও ভাটী বসিবার শহর ও কস্‌বা ও গ্রামের নাম এবং পাট্টাদারদিগের নাম এবং টাক্সের হার আর পূরা কি ভাঙ্গনের টাক্সের মোটনিদর্শনে রাখেন। এবং এদেশীয় ভাষাক্ষরের যে বহীতে পাট্টা ও কবুলিয়তের কৈফিয়ৎ লেখা যায় সে বহীর প্রস্তাব লিখিবার কোট সেই ফিরিস্তিতে রাখিবেন। আর সে সাহেবেরা যথাকার যে চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলীর আখিরীতে সেই ফিরিস্তির নকল ও খোলাসা অর্থাৎ স্থূল হকীকৎ এবং যে ফর্দের অনুসারে সে সন টাক্স তহসীল হইয়া থাকে সেই ফর্দ ও সে ফর্দের ধরা অঙ্কহইতে কমী কি বেশী যাহা মিলিয়া থাকে তাহার বেওরা লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে চালান করিবেন। এবং মাদক দ্রব্য বিক্রেতারা আপনারদিগের কটের অন্যথাচরণ করে কি না তাহা পোলীসের কার্য্যের প্রতুলার্থে জানিবার আবশ্যক জন্যে সন প্রবৃত্তে কিম্বা মধ্যে২ যে সময়ে যত পাট্টা মাদক দ্রব্য বিক্রয়ার্থে দেওয়া যায় তাহার ফিরিস্তি সেই২ সময়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন ইতি।

১৮ ধারা।

কেহ বিনাপাট্টায় মদিরাদি জন্মাইলে কিম্বা বেচিলে তাহার শাস্তি ও দণ্ড বাহুল্য হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫১ আইনের এবং ১৭৯৪ সালের ১ প্রথম আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৪৭ আইনের ৮ অষ্টম ও ৯ নবম ও ১০ দশম ধারার লিখিত যে যে হুকুম কেহ বিনাপাট্টায় টানাল কি পেয় কোন প্রকার মাদক দ্রব্য জন্মাইলে অথবা বেচিলে প্রমাণপূর্ব্বক সে অপরাধী শাস্তি পাইবার ও দণ্ড্য হইবার ও তাহার স্থানে লওয়া দণ্ডের অর্দ্ধেক তৎসন্ধানিকে দিবার নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুম এ ধারাক্রমেও সেমতাপরাধির উপর চলিবেক কিন্তু তাহাতে বিশেষ এই হইবেক যে সেই দণ্ড নির্ণয়ার্থে বিধি ছিল যে কেহ কোন স্থানে বিনাপাট্টায় মদিরাদি কোন মাদক সামগ্রী বিক্রয় করিলে তাহা যত দিন করিয়া থাকে তত দিনের টাক্সে স্থানের সন্নিকটের অন্য স্থানের সেই জাতীয় মাদক দ্রব্য বিক্রয়ার্থের নির্ণীত টাক্সের হারে ধরিয়া তাহার তিনগুণ দণ্ড জজসাহেব করিবেন। এই বিধির পরিবর্ত্তে এইক্ষণে হুকুম হইতেছে যে এ আইনের অনুসারে কেহ পাট্টা লইলে তদ্দৃষ্টে সে লোকের স্থানে মাসে যত টাক্স লওয়া সঙ্গত হয় তাহার ত্রিগুণ দণ্ড সে যত মাস

বিনাপাট্টায়

বিনাপাট্টায় সেই মাদক দ্রব্য জন্মাইয়া কি বেচিয়া থাকে তত মাসের উপর ধরিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

মদিরাদি পানের আধিক্য মিটিবার উপায়ের কথা।

নানাবিধ মদিরা ও পাকা তাড়ী মাহার্ঘ্য হইলে তাহা পানের প্রাচুর্য্য দূর হয় একারণ এবং ঐ সকল মাদক দ্রব্যবিক্রেতারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের বাধ্য অতিশয় হইবার নিমিত্তে আর সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের উপর টাক্স ধার্য্য হইলে পোলীসের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রতুলে চলিতে পারে এ জন্যে যে সকল হুকুম অদ্যাবধি বহাল আছে ততোধিক নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২০ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা টাক্সের ধার্য্য যথাসম্ভব উচ্চ হারে করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ দশম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার নিরূপিত টাক্সের কএক হারের মধ্যে যে উচ্চ হারের নির্ণয় যথায় করিলে তথায় বিনাপাট্টায় কোন প্রকার মদিরা জন্মাইতে ও বেচিতে কাহারো প্রবৃত্তি না হয় ও তাহা পানের পদ্যও এককালে না উঠে এমত বিবেচনাপূর্ব্বক ভাটীর দিনুড়ী টাক্সের ধার্য্য করিবেন। আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনা হইবার কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের সীমানার মধ্যে টাক্সের যে হার যথায় নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার যুক্তি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের সহিত করিয়া সেই যুক্তিসহ হকীকৎ লিখিয়া বহালী পাট্টাসকলের হারের সহিত খুঁট দিয়া পূর্ব্বাপর হারের কমী ও বেশীর ফর্দ্দ করিয়া তাহাসুদ্ধা ঐ বোর্ডে চালান করেন্। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে হকীকৎ পাইলে পর তথায় টাক্সের যে হার ক্রমে আগামি বৎসর পাট্টা দেওয়া যাইবেক সেই হারের স্থির উপরের লিখিত দাঁড়ায় করিবেন। এবং তদনুসারে প্রতিবৎসর এইরূপে হকীকৎ তলব করিয়া তদৃষ্টে এমত কার্য্য করিবেন যে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৭ সপ্তম আইনের চতুর্থ ধারার উপায়ক্রমে টাক্স বাহুল্য হইয়া মদিরা পানের প্রাচুর্য্য দূর হয় ইতি।

টাক্স নির্ণয়ে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

২১ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যথা সাধ্য অল্প করিয়া পাট্টা দিবার কথা।

জানা গেল যে মদিরা জন্মাইবার ও বেচিবার কারণ বিস্তর লোককে পাট্টা দেওয়া গিয়াছে অতএব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল পাট্টার মিয়াদগতে নয়াপাট্টা যত অল্প লোককে দেওয়াইতে পারেন্ তাহাই দেওয়ান্ কারণ এই যে মদিরাবিক্রয়ের ভার অল্প লোককে দিতে লাগিলে তদর্থে বিশ্বস্ত লোক মিলিবার অপ্রাপ্তি থাকিবেক না ইতি।

২২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা মদিরা বিক্রয়ার্থে বিশ্বস্ত

উপরের ধারার লিখিত মনস্কাম সিদ্ধির কারণ কালেক্টরসাহেবেরা পাট্টা দিবার কালে

লোকদিগেরে বাচনি করিয়া তাহারদিগের স্থানে জামিন লইবার কথা।

কালে আদৌ মদিরার ব্যবসায়ী শৌণ্ডিকগণের মধ্যে তৎকর্ম্মোপযুক্ত যাঁরা লোকদিগেরে ঠাহর করিয়া তাহারা সারল্যাচরণ করিবারও যথানিয়মে চলিবার নিমিত্তে এবং পাট্টার কটানুসারে কার্য্য করিবার জন্যে তাহারদিগেরে দেনা যাহার যে নিরূপিত টাক্সের এক মাসের টাকার কম না হয় এমত সংখ্যা ধরিয়া ততেকের দায়ের নিদর্শনে জামিন এতাদৃশ লোকদিগেরে লইবেন যে তাহারা শুঁড়ী না হয় এবং আপনারদিগের কটানুসারে চলিতে পারে। আর এমত সতর্ক হইবেন যে শুঁড়ীদিগের একে আরের জামিন কদাচ না হইতে পারে ইতি।

২৩ ধারা।

পাট্টা দিবার সংখ্যা নির্ণয়ের মতের কথা।

যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী সন আগামিতে এবং তাহার পর যে সনে যত পাট্টা দিবার আবশ্যক হয় তাহার কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরসকলের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের সহিত যুক্তি করিয়া সেই যুক্তি সহ হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইয়া দেন্ তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে জিলায় ও যে শহরে যত পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নির্ণয় করেন্। কিন্তু মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা পোলীসের কার্য্যের প্রতুলজন্যে যত পাট্টা দেওয়া বিহিত জানেন্ তাহার অধিক সে নির্ণয় না হয়। আর মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন পাট্টাদার অনুচিত কর্ম্ম করিলে কিম্বা আপন নামের পাট্টার কটের অন্যথাচরিলে তৎকালে তাহার পাট্টার মিয়াদী সন গত না হইয়া থাকিলেও সে পাট্টা ফিরাইয়া লইবার অর্থে হুকুম লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা পাট্টা ফিরাইয়া লইবার অর্থে হুকুম লিখিতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা।

মদিরা জন্মাইবার ও বেচিবার স্থাননিরূপণের মতের কথা।

উপরের লিখিত পাট্টা নির্ণয়ের প্রণালীর অনুসারে মদিরা জন্মাইবার ও বেচিবার স্থানসকলের নিরূপণ করিতে হইবেক এবং সে সকল স্থান ও শুঁড়ীরা পোলীসের আমলাদিগের সন্তোষ্য ও আজ্ঞাবহ হইবার নিমিত্তে সে নিরূপণের ফেরফার সর্ব্বদা করিবার শক্তি মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের থাকিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

কোন শহরে ও কস্বাদিগরে ভাটী না রাখা যাইবার কথা।

জানা গেল যে কোন শহরের ভিতরে কিম্বা কোন কস্বার অথবা গ্রামের মধ্যে সমূহ লোকালয় সমীপে ভাটী করিলে নিতান্ত অসুখ জন্মে কারণ এই যে ভাটাতে স্থান অতিঅপরিস্কার ও ইল্লৎ হয় ও তথাকার বিট্কাল ক্লেদরাশিঘটিত বাতাসে লোকেরা পীড়া পায়। অতএব চারি শহরের মধ্যে অর্থাৎ জাহাঁগীরনগরে ও মুরশিদাবাদে ও আজীমাবাদে ও বারাণসে কিম্বা কোন কস্বার অথবা গ্রামের মধ্যে বহুবসতীর সমীপে ভাটী করিবার অর্থে পাট্টা দেওয়া যাইবেক না। এবং এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে ঐ সকল শহরপ্রভৃতির মধ্যে কোন স্থানে কেহ ভাটী করিতে লাগিলে তাহতে মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা প্রতিবাদী হইবেন এবং এমতে কখন

ইহার

ইহার কোন স্থানহইতে ভাটী উঠাইতে হইলে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের যুক্তিক্রমে ঐ সকল শহরের কিম্বা কসবাপ্রভৃতির সীমানার বাহিরে ভাটী করিবার কারণ উপযুক্ত স্থানের নিরূপণ করেন্। কিন্তু সে নিরূপণ এত দূরাদূর না হয় যে তাহাতে ঐ সকল শহরআদির নিবাসিরা ব্যামোহ পায়। এরূপে শৌণ্ডিকগণ আপনং পাওয়া পাট্টার নিরূপিত একং স্থানে একং ভাটী করিতে পারিবেক এবং তদনুসারে সেই একং ভাটীর জনিত মদিরা বিক্রয়ার্থে একং দোকান ঐ শহরসকলের কিম্বা কসবাপ্রভতির মধ্যে একং স্থানে রাখিতে শক্ত হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

কেহ তাড়ীছাড়া অন্য কোন পেয় মাদক দ্রব্য না জন্মাইয়া তাহা কেবল বেচিবার কারণ দোকান করিতে পারিবেক না এ হুকুমের আশয় এই যে কেবল মদিরা বেচিবার কারণ পৃথক পাট্টা দেওয়া যাইবেক না। অতএব কেবল মদ্যজনক শৌণ্ডিকেরাই বেচিতে পারিবেক। আর হুকুম আছে যে এক ভাটীর জনিত মদিরা বিক্রয়ার্থে কেবল এক দোকান নির্ণয় হইবেক। ও জানিবেন যে পাট্টাপ্রতি কেবল এক ভাটী বসাইতে ও তাহার জনিত মদিরা বেচিবার নিমিত্তে এক দোকান করিতে পারিবেক যে মতে সেই পাট্টায় লেখা যায় ইতি।

তাড়ীছাড়া অন্য পেয় মাদক দ্রব্য জন্মাইবার ও বেচিবার উভয় কারণে এক পাট্টা দিবার ও ভাটীপ্রতি এক দোকান নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

২৭ ধারা

মাজিষ্ট্রেটসাহেব ও কালেক্টরসাহেবদিগকে যথোচিত হুকুম আছে যে কাহাকেও বিনাপাট্টায় এক ভাটীও বসাইতে না দেন এবং পাট্টাব্যতীত দোকান করিবার তত্ত্ব পাইলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলান্। ইহাতে যাহারা বিনাপাট্টায় মদিরাদি মাদক দ্রব্য জন্মায় কিম্বা বেচে তাহারদিগের স্থানে আইনসকলের মতে দণ্ড লইবার কারণ যথাযোগ্য বিধান করিবেন। আর মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা আপনারদিগের ব্যাপ্য পোলীসের আমলার প্রতি তাহারা কালেক্টরসাহেবদিগের কি টাক্সের তহসীলদারীতে নিযুক্তহওয়া আমলার স্থানে দরখাস্ত পাইলে কিম্বা না পাইলেও এমতাপরাধিগণকে ধরিবার কারণ হুকুম দিবেন। এবং যে কেহ ধরা পড়ে তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ প্রথম আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার মতাচরণ করিবেন। জানিবেন যে ঐ আইনের ৪ চতুর্থ এবং ৫ পঞ্চম ধারানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আমলার প্রতি বিনাহুকুমে মদিরাদি মাদক দ্রব্য বানানিয়া ও বেচনিয়াদিগেরে আদৌ ধরিবার অর্থে যে ভার ছিল তাহা এইক্ষণেও সাব্যস্থ রাখা গেল ইতি।

বিনাপাট্টায় ভাটী ও দোকান না করিতে পারিবার উপায়ের কথা।

২৮ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ইহাও উচিত যে আপনারদিগের ব্যাপ্য পোলীসের আ মলাকে

পোলীসের আমলারা

পাট্টাদারদিগের বিরুদ্ধাচরণের সমাচার লিখিবার কথা।

মলাকে হুকুম দেন যে তাহারা মদিরাবিক্রয়ের পাট্টাদারদিগের ভাব চরিত্র সর্ব্বদা বুঝিতে থাকে এবং যে সময়ে তাহারা এমত বার্ত্তা পায় যে সেই পাট্টাদারেরা আপনারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের নিদর্শনী আইনসকলের বহির্ভূত কর্ম্ম করিয়াছে কিম্বা আপনারদিগের কবুলিয়তের নিয়মের অন্যথা করিয়াছে সে সময়ে সে অপরাধিরা আইনমতে প্রতিফল পাইবার কারণ সে সমাচার তাঁহারদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠায় ইতি।

২৯ ধারা।

পাট্টার কটোল্লঙ্ঘন এবং অপরাধান্তর করিলে স্বতন্ত্র শাস্তি নির্ণয়ের কথা।

অধিকন্তু হুকুম আছে যে যদি কোন পাট্টাদার আপন পাট্টার নিয়ম ভঙ্গ করে কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে সঁপিবার অযোগ্য কোন অসঙ্গত কর্ম্মাসক্ত হয় তবে মাজিস্ট্রেটসাহেবের স্থানে তাহার অপরাধ প্রমাণপূর্ব্বক তস্য পাওয়া পাট্টা বাজেয়াপ্ত হইবেক বিশেষতঃ সে ব্যক্তি ফৌজদারীর জেহলখানায় কয়েদের যোগ্য এবং ছয় মাসের ঊর্দ্ধ না হয় এমত মিয়াদে কঠিন শ্রমের কার্য্যে রাখিবার উপযুক্ত ঠাহরিবেক কিম্বা তাহার মোকদ্দমার ভাব এবং অপরাধের গতিক বুঝিয়া উচিত হইলে দেওয়ানী আদালতের বন্ধনশালে বন্ধনার্হ হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

পাট্টাদারেরা গুরুতর অপরাধ করিলে বিচারার্থে দায়ের ও সায়েরী আদালতে সঁপা যাইবার কথা।

যদি জানা যায় যে পাট্টাদারদিগের কেহ চোরদিগেরে আশ্রয় দিবার কিম্বা তাহারদিগেরে ছাপাইয়া রাখিবার অথবা চুরীর ধন লইবার ন্যায় কিম্বা অপর যে কোন অপরাধের শাস্তি শরার অনুসারে হয় তৎস্বরূপ অত্যুৎকটাপরাধ করিয়াছে তবে মাজিস্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহাকে বিচারার্থে দায়ের ও সায়েরী আদালতে সঁপেন এবং তৎসংক্রান্ত অপর কর্ম্ম আইনমতে করেন্ ইতি।

৩১ ধারা।

অসঙ্গতাবধানে মদিরা জন্মাইলে ও বেচিলে শাস্তিবৃদ্ধির কথা।

এই ধারানুসারে হুকুম আছে যে কেহ বিনাপাট্টায় পেয় মাদক সামগ্রী জন্মাইলে কিম্বা বেচিলে প্রমাণপূর্ব্বক তাহার দণ্ড হইবার যে নিরূপণ এ আইনের ১৮ ধারায় ও সে ধারার প্রসঙ্গিত আইনসকলে আছে ততোধিক সে ব্যক্তি ছয় মাসের অনূর্দ্ধ নিয়মে ফৌজদারীর জেহলখানায় কয়েদের যোগ্য এবং কঠিন শ্রমের কার্য্যে রাখিবার উপযুক্ত ঠাহরিবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এ আইন শহর কলিকাতায় না চলিবার কথা।

জানিবেন যে এ আইনের কি পূর্ব্বের কোন আইনের লিখিত কিছু হুকুম শহর কলিকাতায় টানাল কিম্বা পেয় কোন মাদক সামগ্রী বিক্রয়ের বিষয়ে খাটে না। এবং এ আইনের ২৫ ধারার উল্লিখিত হেতুতে শহর কলিকাতার মধ্যে এক তাটীও রাখা ও করা নিতান্ত অনুচিত অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে প্রচণ্ডপ্র

তাপ

তাপ ইঙ্গরেজের বাদশাহের পক্ষে যে জুষ্টিস্ আফ্‌পীস্ ডাকে পোলীসের সাহে বেরা শহর কলিকাতায় নিযুক্ত হন কিম্বা অন্য যাঁহারা ঐ শহরে টানাল কিম্বা পেয় মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের পাট্টা দিবার ভার পান্ তাঁহারদিগের সর্ব্বতোভাবে ক্ষম তা আছে যে ঐ শহরহইতে সকল ভাটী উঠাইয়া দেন্। এবং ঐ শহরের স্থায়ী মদ্যপদিগের ব্যয়ার্থে মদিরা জন্মাইবার কারণ সে সকল ভাটী ঐ শহরের বাহির যথাসম্ভব অন্তর স্থানেং সম্ভোষ্য বুঝিয়া বসিবার নিমিত্তে পাট্টা দেন্ এবং সে সকল পাট্টা যেং স্থানের ও যেং হারের টাক্স নিদর্শনে দেওয়া বিহিত বুঝেন্ সেইং স্থা নের নির্ণয় এবং সেইং হারের নিরূপণ করেন্। ও তদ্দৃষ্টে জিলাসকলের কালেক্ টরসাহেবেরা এমত জানিবেন না যে তাহাতে তাঁহারদিগের এলাকার মধ্যের নি র্দ্ধারিত স্থানসকলের ভাটীদিগরের পাট্টাদারেরা আপনং পাওয়া পাট্টার অনু সারছাড়া কিছু অধিক টাক্স কি রসুম এ আইনের কি অন্য কোন আইনের মতে দি বার দায় ঠেকিবেক। কিন্তু ইহাও বুঝিবেন না যে কেহ আপনার পাওয়া পাট্টার অনুসারে শহর কলিকাতার বাহির সম্ভোষ্য স্থাননির্দ্দিষ্টে ভাটী করিবার অর্থে পাট্টা লইয়া সে ভাটীর উৎপন্ন মদিরা তথায় কি তাহাছাড়া ঐ শহরের বাহির অন্য কোন স্থানেও বিক্রয় করিতে পারিবেক ইতি।

শহর কলিকাতার খর চের কারণ যে যে স্থানে ভাটী হইবেক এবং তা হার টাক্স যে রূপে ধার্য্য হইবেক তাহার কথা।

৩৩ ধারা।

এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে কোন টুপীওয়ালায় কিম্বা তস্য সন্তানে রম্ ও আরক্সংজ্ঞক মদিরা ও অন্য মাদক রসাদি পেয় দ্রব্য চুয়াইবার কারণ যে সকল কারখানা তাহার উৎপন্ন সামগ্রী দেশান্তরে চালানের কারণ করে তাহার উপর এ আইনের ও পূর্ব্ব আইনসকলের লিখনানুসারে পেয় মাদক দ্রব্য জন্মাইবার ও বি ক্রয় করিবার অর্থে টাক্স লইবার যে নির্ণয় আছে তাহা লওয়া যাইবেক না। কিন্তু সে কারখানার মালিকের কর্ত্তব্য যে তদর্থে যে কারখানা এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ যে কারখানা নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহে তাহার পাট্টা বোর্ড রেবিনিউহইতে লয়। তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের উচিত যে যে পাঠের পাট্টা হইলে উপ কার ও বিহিত বুঝেন্ তাহার মুশবিদা টাক্স মাফের আশয় ফের না হই বার নিদর্শনে এবং তাহার অন্যথাচরিলে দণ্ড হইবার নিরূপণে গবর্নর্ জেন রলের হুজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইবার জন্যে প্রস্তুত করেন্। ও তদনুসারে যাহারা পাট্টা পাইবেক তাহারা সে মতে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেক। আর এ ধারাক্র মে হুকুম হইতেছে যে কেহ পাট্টা না লইয়া রম্ ও আরক এবং অন্যং পেয় মাদক রসাদি যত জন্মায় তাহা সমস্তই সরকারে জব্দের যোগ্য ঠাহরিবেক। আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগকে এই নিষেধ আছে যে এ ধারাক্রমে কোন টুপীওয়া লাকে ভাটী করিবার কারণ তাবৎ পাট্টা না দেন যাবৎ সে টুপীওয়ালা ঐ হু জুর কৌন্সেলহইতে পাওয়া এ দেশে বাসের অনুমতিপত্র এবং যে কোন জিলার মধ্যে

দেশান্তরে চালাই বার কারণ পেয় দ্রব্য টুপীওয়ালায় বানাইলে তাহার টাক্স না লাগি বার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সা হেবেরা মূলের লিখনা নুসারে পেয় মাদক দ্র ব্যের পাট্টার মুসবিদা করিবার কথা।

বিনাপাট্টায় পেয় মা দক দ্রব্য জন্মাইলে দণ্ড হইবার কথা।

মধ্যে পেয় মাদক দ্রব্য জন্মাইবার কারখানা করিতে চাহে সে জিলায় বসতীর সম্ম তিপত্র তাঁহারদিগের নিকটে না দর্শায় ইতি।

৩৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১৬। ১৭ ধারা সাব্যস্ত থাকিবার কথা।

ছাউনীর মধ্যে দোকান বসিবার মতের কথা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ১৬ যোড়শ এবং ১৭ সপ্ত দশ ধারা সাব্যস্ত রাখা গেল তাহার লিখিত হুকুম চারি সুবার মধ্যে ছোল্দার দিগের থাকিবার ছাউনীসকলে চলিবেক। কিন্তু যদি ছাউনীর প্রধান সাহেবেরা ছোল্দারেরা দিগ্বিদিক বেড়াইতে না পারণহেতুক কিম্বা পেয় মাদক নানা বিধ মদিরা বিক্রয়ের নিষেধ ও বিধি ঐ ছাউনীসকলের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া চল নপ্রযুক্ত প্রতি ছাউনীতে ঐ দ্রব্য বিক্রয়ার্থে এক কিম্বা অধিক দোকান বাসাইতে চাহেন তবে জিলাসকলের কালেক্টরসাহেবদিগের সাধ্য আছে এবং কর্ত্তব্যও বটে যে ইহার দরখাস্ত পাইলে তাহার লিখিত স্থানে অবধারিতক্রমে এক কিম্বা অধিক দোকান বসিবার কারণ পাট্টা দেন্। এবং যাহারা পাট্টা পায় তাহারা শুঁড়ী হইলে যত ভাটী করে তাহার দিনুড়ী টাক্স এবং ইষ্টাম্পের রসুম যেরূপে স্থা নান্তরে পেয় মাদক দ্রব্য জন্মাইবার ও বেচিবার কারণ পাট্টা লইলে দিতে হইত সেই রূপে তাহারদিগের দেনা হইবেক। আর যদি ঐ প্রধান সাহেবেরা পেয় মা দক দ্রব্য জন্মাইবার ও বেচিবার কারণ পৃথকং পাট্টা দেওয়ান বিহিত জানেন্ তবে কালেক্টরসাহেবদিগের শক্তি আছে যে তদনুসারেই পৃথকং পাট্টা দেন্ ও তাহার দিনুড়ী কিম্বা মাসড়া টাক্স যত নিরূপণ করা উচিত বুঝেন তাহা সেই প্রধান সাহে বদিগের সম্মতিক্রমে নির্ণয় করেন্। ইহাতে জানিবেন যে কালেক্টরসাহেবদিগকে টাক্সের টাকা তহসীলের ভারার্পণ হইবাতে সেই পাট্টাদারদিগের উপর ঐ প্রধান সাহেবদিগের ব্যাপকতা ও হুকুমৎ ছাউনীর এলাকাদারদিগের প্রতি চলিবার ন্যা য়ে চলনের হানি হইবেক না। এতদ্ভিন্ন ঐ প্রধান সাহেবেরা ছাউনীর কার্য্যের সৌষ্ঠবকারণ এবং পেয় মাদক দ্রব্য যত পরিমাণে ও যে প্রণালীতে বিক্রয় করা বিহিত চাহরেন্ তাহাই করিবেন। তাহাতে যদি সে পাট্টদারেরা সেই প্রধান সা হেবদিগের কৃত নিষেধ ও বিধিদৃষ্টে তথায় ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের বাসনা না রাখে তবে তাবৎ কালের টাক্সের টাকা দিয়া পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা আবকারীর টাক্সের টাকার উপর মূলের লিখিত হারে রসুম পাইবার কথা।

আবকারীর টাক্স অর্থাৎ মদিরাদির হাসিল তহসীলের নিদর্শনী এ আইনের এবং অন্যং আইনের অনুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি বিস্তর কর্ম্মের ভার পঁহুছিয়াছে তাহার ফলোদয়ের কারণ এবং সে কর্ম্ম তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক করিবেন এ নিমিত্তে এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে ইস্তক ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১ মাই লাগাইৎ ১৮০১ সালের ৩০ আপ্রিল সন আখেরী ধরিয়া এই নিয়মে সনং টানাল কিম্বা পেয় যাবদীয় মাদক দ্রব্যের উপর আবকারী সংজ্ঞার যত টাক্স মিলে তাহার

মধ্যে

মধ্যে সরঞ্জামী খরচাবাদে যে মোট থাকে তাহাহইতে আদৌ পঞ্চাশ হাজারের উপর শতকরা পাঁচ টাকার হারে ও বাকীর উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হিসাবে রসুম প্রতিসন আখিরীতে পাইবেন। ও সে সাহেবেরা তাহা তহসীলের সালিআনা হিসাবী কাগজ গবরনর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইলে ও তথায় তাহা মঞ্জুর হইলে পর সে রসুম তলব করিবেন। ইহাতে যদি কোন কালেক্টর সাহেব এমত কোন সনের মধ্যে আপন কর্ম্মহইতে ছাড়া হন্ তবে তৎকালপর্য্যন্ত যত টাক্ক তহসীল হইয়া থাকে তাহার উপর সেই রসুম সে সন আখিরীতে উপরের লিখনানুসারে পাইবেন ইতি।

VOL. III. 309.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

দেনা ও পাওনার বিষয়ে লিখনপঠনের এবং শরয়ীওগয়রহ কাগজপত্রের ইষ্টাম্পের রসুম লইবার নিদর্শনী বহালী আইনসকলের কোনং মর্ম্ম স্পষ্ট ও পরিষ্কারের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ৩ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ২৩ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ২৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ২৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ২৩ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ৮ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

বিবেচনা হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ এবং ১০ দশম আইনের প্রস্তাবিত আয়ব্যয়ের অর্থাৎ দেনা ও পাওনার বিষয়ে লিখনপঠনের এবং শরয়ী ওগয়রহ কাগজপত্রের ইষ্টাম্পের রসুম লইবার দাঁড়ার কোনং মর্ম্ম স্পষ্ট ও পরিষ্কার করা উচিত। আর উপরের প্রসঙ্গিত আইনসলের মতে ইষ্টাম্পের রসুম যত লওয়া গিয়াছিল তাহাতে পোলীসের টাক্স মৌকুফ হইবাতে সরকারের স্থিতের বিস্তর কমী পড়িয়াছে অতএব সেই কমী যে যে প্রকারে পোষাইবার নিরূপণ ঐ ৬ আইনের হেতুবাদে হইয়াছে তদৃষ্টে তাহা পোষাণের জন্যে এবং ঐ আইনসকলের কোনং মর্ম্ম স্পষ্ট ও পরিষ্কারের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম তলের নিরূপিত মুদ্দৎ গতে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৬। ২১ ধারা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৩০ সেপ্তেম্বরতক সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৬ ষোড়শ এবং ২১ একবিংশতি ধারা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৩০ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের এবং বিলায়তী ১২০৮ সালের ১৬ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের এবং সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ২৭ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ১০ জমাদিয়লআওউলপর্য্যন্ত সাব্যস্থ থাকিবেক এ মুদ্দৎ গতে পূর্ব্ব দাঁড়ার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত প্রণালীক্রমে কার্য্য চলিবেক ইতি।

৩ ধারা।

উপরের ধারার নিরূপিত মুদ্দৎ গতে সিক্কা ১৬

১ প্রথম প্রকরণ।— সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং উড়িষ্যার মধ্যের

টাকার ঊর্দ্ধ বিশেষ বিষয়ের দেনা ও পাওনা দিগরের লিখন ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইবার কথা।

মধ্যের শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত দেশে ঐ সরকারের দেনা ও পাওনার এবং সরকারী খাজানার সংক্রান্ত লিখনপঠনব্যতীত অন্যান্য দেনা ও পাওনার বিষয়ে খত কি একরারপত্র কি টীপ কি হুণ্ডীআদি যে যে নামে খ্যাত যত লিখন সুদছাড়া আসল সিক্কা ১৬ ষোল টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার হয় তাহা সমস্তই এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার নিরূপিত মুদ্দৎ গতে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। ও তাহার ইষ্টাম্পের রসুম নীচের বিবরিত হারে ইষ্টাম্পের মুদ্রায় অঙ্কিত হইবেক।

খতআদির কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের হারের কথা।

১ হার।— সিক্কা ১৬ ষোল টাকার ঊর্দ্ধ ৬৪ চৌষট্টি টাকাপর্য্যন্ত কাগজপ্রতি ৵৹ দুই আনা।

২ হার।— সিক্কা ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধ ১২৫ একশত পঁচিশ টাকাপর্য্যন্ত কাগজপ্রতি ।৹ চারি আনা।

৩ হার।— সিক্কা ১২৫ টাকার ঊর্দ্ধ ২৫০ আড়াই শত টাকাপর্য্যন্ত কাগজপ্রতি ।।৹ আট আনা।

৪ হার।— সিক্কা ২৫০ টাকার ঊর্দ্ধ ৫০০ পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত কাগজপ্রতি ১ এক টাকা।

৫ হার।— সিক্কা ৫০০ টাকার ঊর্দ্ধ ১০০০ এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত কাগজপ্রতি ২ দুই টাকা।

৬ হার।— সিক্কা ১০০০ টাকার ঊর্দ্ধ ২০০০ দুই হাজার টাকাপর্য্যন্ত কাগজপ্রতি ৪ চারি টাকা।

৭ হার।— সিক্কা ২০০০ দুই হাজার টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার কাগজপ্রতি ৮ আট টাকা।

ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইষ্টাম্পের মুদ্রায় নীচের লিখিত পাঠ পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাক্ষরে এবং খোট্টা শব্দে নাগরী আখরে খোদা যাইবেক।

আয়
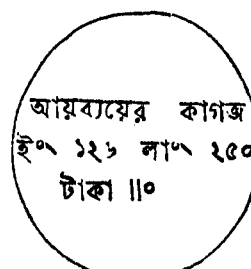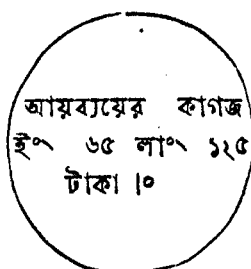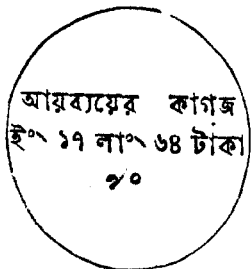
ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৭ সপ্তম আইন।
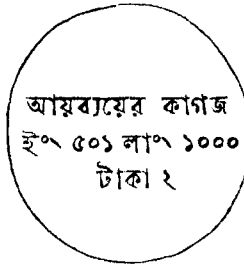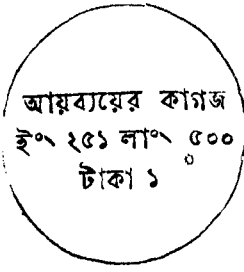
৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ২১ ধারার লিখিত দেনা ও পাওনাবিষয়ক লিখন লিখিবার কাগজের যে রকম এবং দীর্ঘপ্রস্থী ছোট ও বড় আড়ার যে তিন পরিমাণ গবরনর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইয়াছে তাহা এ ধারার প্রস্তাবিত দেনা ও পাওনাবিষয়ক লিখনপঠন লিখিবার কারণ সাব্যস্থ থাকিবেক। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বের আইনসকলের বাহির হুণ্ডীআদি যে যে দেনা ও পাওনার সম্পর্কীয় লিখন এই ধারানুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তদর্থে যদি সেই কাগজের রকম ও সেই পরিমিত আড়া ছাড়া স্বতন্ত্র জাতির ও আড়ার আবশ্যক হয় তবে জিলাসকলের কালেক্টরসাহেবেরা সেই জাতি ও আড়ার নমুনাসমেত বেওরা হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে চালান করিবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার উপর যে সদ্বিবেচনা করেন্ তাহা লিখিয়া সেই চালানী নমুনাদিগরসুদ্ধা মঞ্জুরের কারণ ঐ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। তথায় তদৃষ্টে সেই নমুনার অনুসারে কাগজের উপর ঐ নিরূপিত সকল হারের ইষ্টাম্প কি তাহার মধ্যের যে যে হারের ইষ্টাম্পযুতকরণ আবশ্যক বুঝেন্ তাহাই করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ২১ ধারার প্রস্তাবিত লিখন লিখিবার নিরূপিত কাগজের রকম ও আড়া সমস্ত সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

স্বতন্ত্র রকমের ও আড়ার কাগজে কোন লিখন লিখিবার আবশ্যক বুঝিলে হজুরের মঞ্জুর জন্যে তাহার নমুনা সমেত হকীকৎ লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার নিরূপিত মুদ্দৎ গতে সরকারের দেনা ও পাওনার এবং সরকারী খাজানার সংক্রান্ত লিখনপঠনব্যতীত অন্যান্য দেনা ও পাওনাবিষয়ক সিক্কা ১৬ ষোল টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার যে কোন লিখন হয় তাহার প্রবাচক পাঠক্রমে কিম্বা অর্থের দ্বারা যদি স্পষ্ট জানা যায় যে সে লিখনের লিখিত টাকা সমস্ত নগদে পরিশোধ হইয়াছে কিম্বা বরাতআদি কোন প্রকার নিকাশ পড়িয়াছে অথবা মর্য্যাদা হইয়াছে তবে তাহার রসীদআদি অর্থাৎ নি

২ ধারার নিরূপিত মুদ্দৎ গতে বিশেষবিষয়ক ১৬ টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার রসীদ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইবার কথা।

রসীদী কাগজের ইষ্টাম্পের হারের ও তাহার পাঠের কথা।

দায়পত্রস্বরূপে যে লিখন লিখিতে হয় তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। এবং তাহার ইষ্টাম্পের রসুম উপরের ধারার প্রস্তাবিত দেনা ও পাওনাবিষয়ক কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের হারে লাগিবেক ও তাহার ইষ্টাম্পেও তৎপ্রসঙ্গিত দেনা ও পাওনার সম্পর্কীয় কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠ খোদা যাইবেক।

কালেক্টরসাহেবেরা এ আইন পাইলে পর ইষ্টাম্পযুত করাইবার কারণ কাগজের নমুনা হজুরের মঞ্জুরীর জন্যে বোর্ড রেবিনিউতে চালাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবেরা এ আইন পাইলে পর তাঁহারদিগের ব্যাপ্য জিলাসকলের যথায় যে জাতির ও যত টুকি ছোট কি বড় কাগজে সচরাচর রসীদ লেখা যায় তাহার নমুনাসমেত বেওরাহকীকৎ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে চালান করিবেন। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই নমুনার কাগজের উপর এ আইনের অনুসারের রসীদের কাগজের নিরূপিত যে হারের ইষ্টাম্পযুত করাণ বিহিত জানেন্ তাহা করাইবার মঞ্জুরের কারণ নিজ বিবেচিত চিঠীসুদ্ধা সেই চালানী নমুনাদিগর গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। তথাকার ঠাহরে তাহার যে কাগজে যে হারের ইষ্টাম্পযুত করাইতে হয় তাহাই করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

২ ধারার নিরূপিত মুদ্দৎ গতে মূলের লিখিত সম্যক কাগজ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার নিরূপিত মুদ্দৎ গতে নীচের প্রস্তাবিত বিষয়ছাড়া অস্থাবর ও স্থাবর বস্তু হস্তান্তর হইবার বিষয়ের যাবদীয় শরয়ী আসল বিক্রয়পত্র ও দানপত্র ও উত্তারাধিকারপত্রাদি আর বন্ধকপত্র ও ভারার্পণপত্র ও বন্ধকোদ্ধারপত্রাদি নানাপ্রকার দেনা ও পাওনার একরারী লিখন যে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও বারাণসে এবং উড়িষ্যার মধ্যের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত দেশে লেখা যায় ও তাহার যত নকল দায়ের নিদর্শন পত্রানুসারে ঐ মুদ্দৎবাদে কাজী কিম্বা মুফ্তীপ্রভৃতির দ্বারা তৈয়ার করিতে হয় তাহা সমস্তই ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক তাহাতে সেই আসল কি নকল সকল কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম সে কাগজের জাতি এবং ছোট ও বড় আড়াদৃষ্টে একং খানায় ।০ চারি আনা কিম্বা ||০ আট আনা অথবা ১ এক টাকা কিম্বা ২ দুই টাকা হারে লাগিবেক।

শরয়ী কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রস্তাবিত কাগজসকলের ইষ্টাম্পের মুদ্রায় নীচের লিখিত পাঠ পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাক্ষরে এবং খোট্টা শব্দে নাগরী আখরে খোদা যাইবেক।
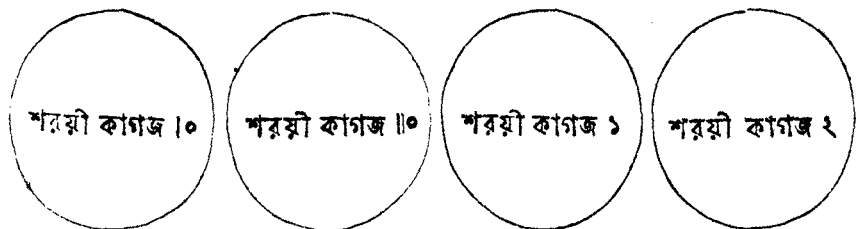
৩ তৃতীয় প্রকরণ।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৬ ধারার প্রস্তাবিত লিখন লিখিবার কাগজের যে রকম এবং দীর্ঘপ্রস্থী ছোট ও বড় আড়ার যে চারি পরিমাণ গবরনর জেনরলের হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইয়াছে তাহা এ ধারার প্রসঙ্গিত সেমত লিখন লিখিবার অর্থে সাব্যস্থ থাকিবেক। ইহাতে এই ধারানুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হুকুমথাকা কোন লিখন লিখিবার কারণ যদি সেই কাগজের রকম এবং সেইং পরিমিত আড়াছাড়া স্বতন্ত্র জাতির এবং আড়ার আবশ্যক হয় তবে কালেক্টরসাহেবেরা সেই জাতির এবং আড়ার নমুনাসমেত বেওরাহকীকৎ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে চালান করিবেন। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার উপর যে সদ্বিবেচনা করেন তাহা লিখিয়া সেই চালানী নমুনাদিগরসুদ্ধা মঞ্জুরের কারণ ঐ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন তথায় তদ্দৃষ্টে সেই নমুনার কাগজের উপর যেং হারের ইষ্টাম্পযুত করাণ বিহিত জানেন তাহাই করিতে হুকুম দিবেন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৬ ধারার মঞ্জুরী ইষ্টাম্পযুত কাগজ সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

প্রকারান্তর কাগজে ইষ্টাম্পযুত করাইবার আবশ্যক হইলে তাহার নমুনা মঞ্জুরের জন্যে পাঠাইবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— সরকারী মহাজনী সকল জিনিসের কারবারের ও নিমক পোখ্তানীর ও আফীন বানানের কারখানার সম্পর্কীয় করারদাদআদি যে সকল একরারী লিখন সরকারের সহিত অন্যং লোকের হয় তাহা এ আইনের বাহির তাহার আসল কি নকল কোন লিখন ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক না। কিন্তু যদি অন্য কোন আইনমতে ইহার বিশেষ কিছু হুকুম হয় তবে লিখিতে হইবেক। এতদ্ভিন্ন এ আইনের ৩ তৃতীয় এবং ৪ চতুর্থ ধারানুসারে যে সকল দেনা ও পাওনাবিষয়ক লিখন ও রসীদ লিখিবার অর্থে ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুম লাগে কিম্বা না লাগে সে সকল লিখনাদিও যদি সরকারী বিষয়সংক্রান্ত হয় তবে তাহাও এ ধারার হুকুমের বহির্ভূত হইবেক অর্থাৎ তাহাও ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক না ইতি।

বিশেষ হুকুমের কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এ আইনের ৩ তৃতীয় এবং ৪ চতুর্থ এবং ৫ পঞ্চম ধারার হুকুম চলিবার নিরূপিত মুদ্দৎ গতে যদি ২ দ্বিতীয় ধারার লিখনানুসারে দেনা ও পাওনাবিষয়ক কোন লিখন কিম্বা তাহার রসীদ অথবা অন্য কোন একরারপত্রাদি শরয়ী যে লিখন যে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহা সে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা না যায় তবে সে লিখন কোন আদালতে সাব্যস্তের স্থানে গণ্য হইবেক না এবং অন্য কোন মতেও গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না এবং সরকারের কোন আমলাতেও তাহা তাবৎ লইবেন না যাবৎ সে লিখনসেমতের দেনা ও পাওনার লিখনের কি রসীদের অথবা অন্য একরারপত্রাদি শরয়ী লিখনের কাগজের অনুসারে ত্রেজরীতে ও ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টী দফ্তরে নীচের লিখনানুসারে সাব্যস্থ না হয়।

অনিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা মূলের লিখিত লিখন অগ্রাহ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।

অনিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা কোন লিখন ৬০ দিনের মধ্যে কালেক্টরসাহেবের নিকট পঁহুছিলে তাহাতে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত করাইবার মতের কথা।

দণ্ড নিরূপণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি কেহ ভুলিয়া কিম্বা অপর হেতুতে যে কোন দেনা ও পাওনার লিখন কি রসীদ অথবা অন্য একরারপত্রাদি শরয়ী লিখন যে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহা সে নিরূপিতছাড়া অন্য ইষ্টাম্পযুত কাগজ কিনিয়া তাহাতে লিখে ও সে লিখন লেখা গেলে পর ৬০ যাইট্ দিনের মধ্যে সেই লিখন লিপিহওয়া জিলার কিম্বা অন্য কোন জিলার কালেকটর সাহেবের নিকটে পঁহুছে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে লিখন পহুছানিয়া লোক যদি তদর্থে সেমত দেনা ও পাওনার লিখন কি রসীদ অথবা অন্য একরারপত্রাদি শরয়ী লিখন লিখিবার কাগজের ইষ্টাম্পের নিরূপিত রসুম যত লাগে তাহার পাঁচগুণ দণ্ডক্রমে দেয় তবে সে লিখনে সেই দণ্ড দাখিলের বেওরা তাহার সংখ্যা ও তারিখ নিদর্শনে লিখিয়া ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান্। সে সাহেব সেই লিখনে আপন মোতালক ইষ্টাম্পযুত করিয়া পরে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৬ ধারানুসারে ত্রেজরীর ইষ্টাম্প যোগ করাইয়া যথাকার আগত লিখন তথায় পাঠাইয়া দিবেন। তথাহইতে যাহার লিখন তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক পশ্চাৎ সে লিখনসকল যেরূপে আদৌ নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা গেলে গ্রাহ্য হইত সেই রূপে আদালতেই নিদর্শন লিপিক্রমে গ্রাহ্য হইবেক।

অনিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা কোন লিখন ৬০ দিনের পর কালেক্টরসাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তাহাতে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত করাইবার মতের কথা।

দণ্ড নির্ণয়ের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— অনিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা কোন দেনা ও পাওনা বিষয়ক লিখন কিম্বা রসীদ তাহা লেখা গেলে পর যদি ৬০ দিনবাদে কোন কালেক্টরসাহেবের নিকটে পঁহুছে তবে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে কাগজ পঁহুছানিয়া লোক যদি সেমত লিখন লিখিবার নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লাগিবার নিরূপিত রসুমের দশগুণ দণ্ডক্রমে দেয় তবে সে কাগজ উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে পাঠান্ তথাহইতে যথাবিধানে ইষ্টাম্পযুত হইয়া গেলে পশ্চাৎ সে কাগজ যেরূপে আদৌ নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা গেলে গ্রাহ্য হইত সেই রূপে নিদর্শনপত্রের ন্যায় গ্রাহ্য হইবেক।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা দণ্ডের কিছু কিম্বা তাহা সমস্ত ছাড়িতে পারিবার সময়ের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে কালে কোন দেনা ও পাওনাবিষয়ক লিখন কিম্বা রসীদ উপরের প্রকরণসকলের অনুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের কাহার নিকটে পঁহুছে সে কালে যদি সে সাহেব পরিষ্কার বুঝেন্ যে সে কাগজ অজ্ঞাতসারপ্রযুক্ত নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যায় নাই এবং নির্ণীত রসুম দিবার দায় কাটাইবার কারণেও সে কর্ম্ম হয় নাই তবে তাহার বেওরাহকীকৎ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার যে যে বিষয় তহকীকের আবশ্যক থাকে তাহা করিয়া যদি জানেন যে সে কর্ম্ম খাউকীর নিমিত্তে হয় নাই তবে সে কাগজের নিরূপিত ইষ্টাম্পের রসুম রাখিয়া দণ্ডের মধ্যের যত ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তাহা ছাড়িতে পারেন্ ইহাতে বিষয় বুঝিয়া সমুদায় দণ্ড ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইলে তাহাও ছাড়িবার শক্তি রাখেন্ ইতি।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

যদি কেহ এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত মুদ্দৎ গতে কোন দেনা ও পাওনাবিষয়ক লিখন অথবা রসীদ কিম্বা অন্য যে একরারপত্রাদি শরয়ী কাগজ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহা অনিরূপিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে গোড়াগোড়ি আপন হস্তে লিখে কিম্বা স্বাক্ষরে সহী করে অথবা মতান্তরে সাব্যস্ত করিয়া কর্ম্ম সারে কিম্বা অন্যের দ্বারা এমত কর্ম্ম করায় ও উপরের ধারাক্রমে সে কাগজ নিরূপিত ইষ্টাম্পযুত করাইবার কারণ না পঁহুছায় তবে এমত খাউকী প্রকাশ পাইবার কালে সেই কাগজলিখনিয়া কিম্বা সহী অথবা সাব্যস্তকরণিয়া লোকের দণ্ড সেমত কাগজে নিরূপিত ইষ্টাম্পের রসুমের দশগুণ হইবেক এবং সে কাগজ রাখনিয়ার দণ্ডও ততগুণক্রমে সরকারে করা যাইবেক। তাহাতে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব সেই দণ্ড লইবার অর্থে কালেক্টর সাহেবের নালিশ সরকারী উকীলের দ্বারা শুনিয়া সংক্ষেপে বিচার করিয়া প্রমাণপূর্ব্বক সমেত খরচা সেই দণ্ড উসুল করিবেন। ইহাতে কালেক্টরসাহেব এমত খাউকীর সন্ধান কাহার স্থানে পাইয়া থাকিলে সেই দণ্ডের অর্দ্ধেক সে সন্ধানিকে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু যে দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ হয় তথাকার জজসাহেব যদি এমত পরিষ্কার বুঝেন্ যে সে কর্ম্ম নিরূপিত ইষ্টাম্পের রসুম দিবার দায় কাটাইবার নিমিত্তে খাউকীরূপে না হইয়া অজ্ঞাতসারপ্রযুক্ত হইয়াছে তবে সে দণ্ড অল্প করিতে কিম্বা সমস্তই ক্ষমা করিতে পারেন্ ইতি।

কেহ এ আইনের ব্যতিক্রমে কোন কাগজ লিখিয়া কি লেখাইয়া দিলে তাহার ও সে কাগজ রাখনিয়ার দণ্ড হইবার কথা।

দণ্ড লইবার মতের কথা।

সন্ধানিকে অর্দ্ধেক দণ্ড দিবার কথা।

জজসাহেবেরা দণ্ড অল্প করিতে কিম্বা সমস্তই ক্ষমিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা।

যদি কেহ কোন কর্জা খতের কিম্বা অন্য দেনা ও পাওনার সম্পর্কীয় লিখনের অথবা রসীদের কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম দিবার বিষয়ে এরূপ খাউকী করে যে ইষ্টাম্পের রসুম লাগিবার উপযুক্ত সংখ্যার টাকা এক কালে দিয়া কিম্বা লইয়া তাহার খত অথবা নামান্তর লিখন দুই কিম্বা ততোধিক এতখান করিয়া লিখিয়া কার্য্যোদ্ধার করে যে সেই একং খানের লিখিত টাকার সংখ্যা এ আইনের ৩ তৃতীয় এবং ৪ চতুর্থ ধারার উল্লিখিত যে সংখ্যার দেনা ও পাওনাদিবিষয়ক খতআদি লিখন ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হয় না সেই সংখ্যার দৃষ্টান্তে হয় তবে তদর্থে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপরের লিখিত দাঁড়ায় সে লোকের দণ্ড হইবেক। এতদ্ভিন্ন জানিবেন যে সকল লোক কোন প্রকারে ইষ্টাম্পের রসুম দিবার বিষয়ে উপরের প্রস্তাবিত খাউকীছাড়া বিশেষ যে কোন খাউকীর কিছু উপায় স্থির হয় নাই সে খাউকী উপস্থিত করে তাহারদিগের প্রতিও উপরের ধারার লিখিত দণ্ডের নির্দ্ধারিত সমস্ত হুকুম চলিবেক ইতি।

কেহ ইষ্টাম্পের রসুম কাটাইবার আশয়ে এককালে দেওয়া ভারী টাকার খতআদি অল্পং সংখ্যায় অনেক খান করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

৯ ধারা।

দেনা ও পাওনাআদি যে যে বিষয়ের লিখন লিখিবার অর্থে ইষ্টাম্পযুত কাগজ

উভয়েই ইষ্টাম্পযুত

লাগিবার

কাগজ কিনিতে পারিবার কথা।

বিনাধার্য্যে ঐ কাগজ কিনিবার ভার খাতকাদির শিরে থাকিবার কথা।

লাগিবার হুকুম আছে সেইং বিষয়ের উভয় পক্ষেই অপোসে কৃত ধার্য্যক্রমে সে কাগজ কিনিতে পারে। তাহাতে যদি আপোসে কোন ধার্য্য না পড়ে তবে সে কাগজ কিনিবার ভার খাতকাদি লিখিয়া দেওনিয়ার শিরে থাকিবেক ইতি।

১০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পযুত কাগজ লোকদিগেরে যোগাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের অনুসারে জিলাসকলের কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হুকুম হইয়াছিল যে তাঁহারা ইষ্টাম্পযুত শরয়ী কাগজ আপনং ব্যাপ্য স্থানের কাজী ও মুফ্তীদিগের নিকটে যোগাইয়া দিবেন। এবং দেনা ও পাওনা বিষয়ক খতআদি লিখিবার ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ের ভার যে যে লোককে দেওয়া কর্ত্তব্য তাহারদিগের স্থানেও সেইং কাগজ যোগাইবেন। এ আইনের অনুসারেও সে সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কাজী ও তহসীলদারদিগকে এবং অন্য যে যে লোককে এ আইনের প্রস্তাবিত যেং প্রকার ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ার্থে নিযুক্তকরণ উচিত জানেন্ তাহারদিগকে নিযুক্ত করেন্। আর হুকুম আছে যে ঐ সাহেবেরা আপনং ব্যাপ্য জিলাসকলের মধ্যে পরগনায়ং কিম্বা প্রকারান্তরে স্থান বিলি করিয়া এ কার্য্য করিবার নিমিত্তে এত গোমাস্তা লোককে নিযুক্ত করিবেন যে তাহাতে সর্ব্বত্রের নিবাসিরা সর্ব্বদা দেনা ও পাওনার বিষয়ী খত ও রসীদআদি যে সকল লিখন ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হয় তাহা অনায়াসে পায়। ইহাতে সেই নিযুক্তকরা লোকদিগের স্থানে যে সকল কাগজ গতান যাইবেক তাহা নষ্ট ও লোপ হইবার দায় তাহারদিগের শিরে থাকিবেক এপ্রযুক্ত ঐ সাহেবেরা নীচের লিখনানুসারে আপনং পাওনা রসুমের মোটহইতে তাহারদিগের প্রাপ্তব্য যথার্থ রসুম দিবার নির্দ্ধার্য্য করিবেন তাহারা সেই নির্দ্ধারিত বেতন আপনারদিগের কৃত বিক্রয় কাগজের মাসমাসের উৎপন্নহইতে কাটিয়া লইয়া বাকী টাকা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেক ও তাহার হিসাব যে সময়ে ও যেমতে সে সাহেবেরা তলব করেন্ সেই সময়ে ও সেইমতে দিবেক ইতি।

মূলের লিখিত লোকেরা যে বেতন পাইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পেরসুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিবার ও তাহা বিক্রয়ের উপর রসুম পাইবার কথা।

জিলাসকলের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের আবশ্যক হয় তাহা এ আইনের ৩ তৃতীয় এবং ৪ চতুর্থ এবং ৫ পঞ্চম ধারার হুকুম চলিবার নিরূপিত কালের পূর্ব্বে ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে তলব করিয়া লন্। ইহাতে কালেক্টরসাহেবেরা সে কাগজ লইয়া তাহা নিজ স্থানে বিক্রয় করিতে এবং অন্যান্যের দ্বারা বিক্রয়ার্থে বাটিয়া চালান করিতে যে খরচ হয় তাহা পোষাইবার জন্যে এবং তাঁহারদিগের লওয়া কাগজ লোপ ও নষ্ট হইবার জোখম তাঁহারদিগের উপর থাকিবার নিশা হইবার কারণ সে কাগজ নিজস্থানে ও অন্যান্যের দ্বারা বিক্রয়ে মোটে যত উৎপন্ন হয় তাহাহইতে শত তঙ্কায় ১০ দশ টাকার হারে রসুম পাইবেন এবং সেই পাওনা রসুমহইতে উপরের ধারা

নুসারে

নুসারে সে কাগজ বিক্রয়ার্থে নিযুক্তকরা লোকদিগেরে গতান কাগজ বিক্রয় করিবার নির্দ্ধারিত বেতন দিবেন এবং তাহারদিগের স্থানে সে কাগজ বিক্রয়ার্থে চালানআদি করিতে যে যে খরচ লাগে তাহাও যোগাইবেন। কিন্তু জানিবেন যে সে কাগজ হজুরে খরীদ করিতে ও তাহাতে ইষ্টাম্পযুত হইতে ও তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে চালাইতে যত খরচ হয় তাহা ঐ রসুমহইতে লাগিবার কিছু দায় থাকিবেক না ইতি।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ২১ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণানুসারে কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পযুত কাগজ খরীদের ইচ্ছুক লোকদিগের স্থানে সে কাগজ তন্নির্দিষ্ট রসুমের তঙ্কাপ্রতি ৸৵০ চৌদ্দ আনা দরে বিক্রয় করিবার যে ক্ষমতা রাখিতেন সে ক্ষমতা উপরের ধারার লিখনক্রমে রহিত হইল। আর কাজী ও মুফ্তীরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনের ৮ অষ্টম ধারার প্রসঙ্গক্রমে শরয়ী কাগজ তৈয়ার ও বলবৎ করিবার অর্থে লোকদিগের স্থানে স্বেচ্ছাধীনে যে বেতন পাইত তাহার বদলে ঐ ৬ আইনের ১৬ ধারার প্রসঙ্গক্রমে শরয়ী কাগজ তৈয়ার ও বলবৎ করিবার অর্থে লোকদিগের স্থানে স্বেচ্ছাধীনে যে বেতন পাইত তাহার বদলে ঐ ৬ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রথম প্রকরণানুসারে সে কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের তঙ্কাপ্রতি ৶০ তিন আনা বিক্রয়মুখে পাইবার ধার্য্য ছিল সে ধার্য্যও উপরের ধারাদৃষ্টে নিবর্ত্ত পাইল ইহাতে ঐ ৬ আইনের ১৬ ধারা এ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুম চলিবার কালহইতে এতাবতা মুদ্দৎ গতে মৌকুফ হইবেক অতএব জানিবেন যে ঐ ৩৯ আইনের ৮ ধারা সেই মুদ্দৎ গতে পুনরায় বহাল হইবেক। এ রূপে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কাজীপ্রভৃতি যে সকল লোককে ঐ ৬ আইনের অনুসারে ইষ্টাম্পযুত যত কাগজ বিক্রয়ার্থে গতাইয়া থাকেন্ তাহার মধ্যে অবিক্রীত যে যে কাগজ এ আইনের অনুসারে কর্ম্ম যোগ্য না হয় সেই২ কাগজ সেই মুদ্দৎ পূর্ণের তারিখে অথবা তৎপূর্ব্বে তাহারদিগের স্থানে তলব করিয়া লইয়া রকম বিলি ফিরিস্তি দিয়া সেই২ কাগজের ইষ্টাম্প মিটাইয়া পুনর্ব্বার তাহাতে এ আইনের লিখনানুসারে যে যে ইষ্টাম্প খাটে তাহা যুক্ত করাইবার কারণ ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্। আর কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে এ আইনের অনুসারে ইষ্টাম্পযুত শরয়ী যত কাগজ কাজীরা ও মুফ্তীরা চাহে তাহা যোগাইয়া দেন্ এবং এমত মনোযোগী থাকেন্ যে ইষ্টাম্পযুত শরয়ী এবং দেনা ও পাওনার বিষয়ী এবং রসীদআদির কাগজ সর্ব্বক্ষণ কাজীপ্রভৃতির স্থানে প্রস্তুত রহে ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ২১ ধারার ৭ প্রকরণ রহিত হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৬ ধারা রহিত হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনের ৮ ধারা এ আইনের ২ ধারার লিখিত মুদ্দৎ গতে বহাল হইবার কথা।

কাজীপ্রভৃতিতে এ আইনমতে চলিবার অযোগ্য ইষ্টাম্পযুত কাগজ ফিরিয়া দিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা ঐ ফেরত কাগজ পুনরায় ইষ্টাম্পযুত করাইবার কারণ ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৩ ধারা।

এইক্ষণে আদালতের ও মালের সংক্রান্ত ইষ্টাম্পযুত কাগজ জিম্মায় থাকনহেতুক

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সা

লের ৬ আইনের ১৭। ১৮ ধারার এবং ১০ আইনের ১১ ধারার হুকুম সন হালের ৩০ আপ্রিলের পর কিছু ফেরফার হইয়া চলিবার কথা।

তুক সাহেবদিগের অনেককেই তাহার হিসাব রাখিতে হয় অতএব এ বিষয়ের সুগমের নিমিত্তে এবং ঐ কাগজ বেচিতে ও তাহার ইষ্টাম্পের রসুম তহসীল করিতে আদালতসকলের সাহেবদিগের যে ঝঞ্ঝাট ও জোখম হয় তাহাহইতে নির্লেঠা থাকিবার জন্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের যে ১৭ সপ্তদশ এবং ১৮ অষ্টাদশ ধারার আর ঐ সনের ১০ দশম আইনের ১১ একাদশ ধারার যে অবধি নিরূপিত হুকুমক্রমে জিলা ও শহরসকলের জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ঐ কাগজ তলব ও বিক্রয় করিতে পারেন্ সে সকল ধারার সেইঅবধি ঐ ধারা দৃষ্টে সন হালের ৩০ ত্রিশা আপ্রিল অবসানে নিবৃত্ত হইবেক। ঐ তারিখের পর জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা পূর্ব্বমতে কেবল ঐ ৬ আইনের ২৫ ধারার প্রস্তাবিত কাজীদিগের ও উকীলগণের সনন্দী কাগজ যোগাইবেন ও তাহার হিসাব রাখিবেন। তাহাছাড়া আদালতসকলের সওয়াল ও জওয়াবের এবং দরখাস্তী আরজীর ও নকল কাগজের আর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা শাস্তি দিতে পারিবার যোগ্যাপরাধিদিগের কৃতাপরাধের নালিশী আরজীর সম্পর্কীয় যে যে ইষ্টাম্পযুত কাগজ সংপ্রতি জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা বিক্রয় করিতেছেন সেইং কাগজ সমস্তই বিক্রয়ের ভার জিলাসকলের কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হইবেক। ইহাতে সে কালেক্টরসাহেবেরা ঐ ৬ ষষ্ঠ এবং ১০ দশম আইনের লিখিত সকল বিষয়সংক্রান্ত এবং এ আইনের মতে কালেক্টরী বিষয়ের সম্পর্কীয় যে সকল ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব ও বিক্রয় করিবার অর্থে হুকুম আছে তাহা এবং ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ এবং ১৮ অষ্টাদশ ধারার আর ঐ ১০ দশম আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত এবং এ আইনের ধারাসকলের উল্লিখিত যে সকল ইষ্টাম্পযুত কাগজ তাঁহারদিগের জিলাসকলের ব্যাপক আদালতের কার্য্য এবং বাদি ও প্রতিবাদির এবং উভয় পক্ষের উকীলগণের ব্যাপার চলিবার কারণ আবশ্যক হয় তাহা ইষ্টাম্পের সুপেরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে তলব করিবেন ইতি।

কাজীদিগের ও উকীলগণের সনন্দী কাগজ ছাড়া সমস্ত ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ের ভার কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হইবার কথা।

১৪ ধারা।

আদালতসকলের সাহেবেরা বর্ত্তমান সনের ৩০ আপ্রিলপর্য্যন্ত আপনারদিগের জিম্মার ইষ্টাম্পযুত কাগজ বেচিয়া অবিক্রীত যে থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবদিগকে গতাইবার কথা।

উপরের ধারার উল্লিখিত যত ইষ্টাম্পযুত কাগজ এইক্ষণে আদালতসকলের সাহেবদিগের জিম্মা আছে তাহা তাঁহারা সন হালের ৩০ ত্রিশা আপ্রিলপর্য্যন্ত পূর্ব্বমতে বিক্রয় করিয়া যত কাগজ অবিক্রীত থাকে তাহা জিলাসকলের কালেক্টরসাহেবদিগকে কিম্বা ঐ কাগজ বিক্রয়ার্থে তাঁহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তা লোকদিগেরে গতাইয়া দিবেন এবং সেই গতানী কাগজের রসীদ কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে পাইলে তাহা ইষ্টাম্পের সুপেরিন্টেণ্ডেন্টসাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনং জিলার ব্যাপক

আদালতসকলের উপস্থিত বাদী ও প্রতিবাদী এবং উকীলগণ সর্ব্বদা সহজে ও

অনায়াসে

অনায়াসে আবশ্যক ইষ্টাম্পযুত কাগজ পাইতে পারিবার কারণ কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের জিলাসকলের ব্যাপক কি দেওয়ানী আদালত কি কোর্ট আপীলআদি সর্ব্বত্র এবং কলিকাতার কালেক্টরসাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে ও নিজামৎ আদালতে একং জন গোমাস্তাকে ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ার্থে নিযুক্ত করিবেন এবং এমত মনোযোগী থাকিবেন যে ইষ্টাম্পযুত সকল প্রকার আবশ্যক কাগজ তাহারদিগের স্থানে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহে। এবং সেই নিযুক্তকরা গোমাস্তা লোকদিগের শুমু ও জোখমদৃষ্ট কিছু বেতন পাইবার ধার্য্যও করিবেন। আর কালেক্টরসাহেবেরা এ আইনের ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারাক্রমে যত ইষ্টাম্পযুত কাগজ নিজে বিক্রয় করেন্ কিম্বা অন্যের দ্বারা বিক্রয় করান্ সে সকলের উৎপন্নের মোটহইতে শতকরা ১০ দশ টাকার হারে রসুম পাইবেন। এবং তাঁহারা নিজে কি অন্যের দ্বারা পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনদিগের বিষয়ছাড়া অপর যে যে বিষয়ের ইষ্টাম্পযুত কাগজ সন হালের ৩০ আপ্রিলের পর বিক্রয় করেন্ তাহার উপর ঐ দুই ধারার বিধিও চলিবেক যদি সে বিধির ব্যত্যয়ে কিছু হুকুম এ আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে না হয় ইতি।

সকল আদালতেই একং জনকে ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ার্থে নিযুক্ত করিবার কথা।

ঐ কাগজ বিক্রেতাদিগের শুমাদি বুঝিয়া যথাসঙ্গত বেতন দিবার কথা।

বর্ত্তমান সনের ৩০ আপ্রিলের পর ইষ্টাম্পযুত কাগজবিক্রয়ের উপর এ আইনের ১০। ১১ ধারার হুকুম বাহুল্য হইয়া চলিবার কথা।

১৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের পক্ষে আদালতসকলের কাছারীতে ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ার্থে নিযুক্তহওয়া গোমাস্তাদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ দশম আইনের ১৩ ধারানুসারে অযোত্রপ্রযুক্ত ইষ্টাম্পের রসুম মর্য্যাদা পাওয়া যোত্রহীনেরা আপনারদিগের বিষয়ী ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিনারসুমে পাইবার নিমিত্তে জজ ও রেজিষ্টরসাহেবেরা আবশ্যক বুঝিয়া যত কাগজ তলব করেন্ তাহা যোগাইয়া দেয় ও তাহার যে রসীদ সেই সেই জজ ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের স্থানে পায় তাহাই আপনারদিগের হিসাবে সে কাগজ খরচ লিখিবার অর্থে বলবৎ জানে। কিন্তু ইহাতে জজ ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের উচিত নহে যে ঐ ১৩ ধারানুসারে আপনারদিগের প্রাপ্ত ভারক্রমে কার্য্য করিতে কাহার যোত্রহীনতার প্রমাণ অশেষ বিশেষে না লইয়া কেবল সেই যোত্রহীনকে দিব্য করাইয়া ক্ষান্ত হন্। আর যদি ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিনারসুমে পাওয়া কোন যোত্রহীন মোকদ্দমার ডিক্রী খরচাসুদ্ধা পায় কিম্বা কোন যোত্রহীনকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের অথবা অন্য কোন আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে কেবল খরচা দেওয়ান যায় তবে এই দুই রূপেই ইষ্টাম্পযুত যত কাগজ পাইয়া থাকে তাহার রসুম জজসাহেব লইয়া তাহা যে কালেক্টরসাহেবের তহবীলহইতে সে কাগজ দেওয়াইয়া থাকেন্ তাঁহার নিকটে পঁহুছাইবেন। এবং সেই পঁহুছান রসুমের রসীদ সে কালেক্টরসাহেবের স্থানে লইয়া আপন আদালতের দফ্তরে রাখিবেন অথবা আপনার তিনং মাসিয়া হিসাবের শামিলে হজুরে চালাইবেন ফলত ইহাতে যে মত করিতে হুকুম হয় তাহাই করিবেন ইতি।

যোত্রহীনেরা বিনারসুমে ইষ্টাম্পযুত কাগজ পাইবার কথা।

বিনাপ্রমাণে যোত্রহীনতার উল্লিখিত অগ্রাহ্য হইবার কথা।

জজসাহেবেরা যোত্রহীনদিগেরে দেওয়া কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম লইবার কথা।

১৭ ধারা।

১৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের গোমাস্তারা ডিক্রী দিগরের নকল কারণ ইষ্টাম্পযুত কাগজ যোগাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের পক্ষে এ আইনের ১৫ ধারানুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ার্থে নিযুক্তহওয়া গোমাস্তাদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ধারাক্রমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর ১০ দশ দিনের মধ্যে তাঁহার ডিক্রীর নকল এবং আদালতের অন্য যে যে কাগজের নকল বাদি ও প্রতিবাদিকে দিবার নিমিত্তে হুকুম আছে তাহা লিখিয়া তৈয়ার করিবার কারণ ইষ্টাম্পযুত কাগজ যোগাইয়া দেয়। ইহাতে সে সকল কাগজের ইষ্টাম্পের নিরূপিত রসুম উপরের ধারার উল্লিখিত যোত্রহীন লোকছাড়া অন্য সকলেই দিবেক।

রেজিষ্টরসাহেবেরা অতিসাবধানে নিরূপিত ইষ্টাম্পের রসুম লইবার কথা।

অতএব আদালতসকলের রেজিষ্টরসাহেবেরা অতিসাবধান হইয়া কোন ডিক্রীর কিম্বা হুকুমের অথবা রোয়দাদের নকল তৈয়ার করিয়া বাদি ও প্রতিবাদিদিগেরে কিম্বা তাহারদিগের উকীলগণকে দিবার সময়ে সে কাগজের নিরূপিত ইষ্টাম্পের রসুম লইয়া কালেক্টরসাহেবের পক্ষের গোমাস্তা লোককে দিবেন।

আদালতসকলের ডিক্রীআদি ইষ্টাম্পযুত ইঙ্গরেজী কাগজে লেখা যাইবার ও তাহার ইষ্টাম্পের রসুম উচ্চ হারে লাগিবার কথা।

আর অন্যং কাগজঅপেক্ষা ইঙ্গরেজী কাগজ চিরস্থায়ী হয় এইহেতুক হুকুম হইতেছে যে যে কালে ইঙ্গরেজী কাগজ ইষ্টাম্পযুত হইয়া জজসাহেবেরা পাইবার প্রসক্তি হইবেক সেই কালহইতে সকল জিলার ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ডিক্রী সেই ইষ্টাম্পযুত ইঙ্গরেজী কাগজে লেখা যাইবেক। এবং তাহার ইষ্টাম্পের রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৮ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের নিরূপিত উচ্চ হারে লাগিবেক। অতএব সময় বুঝিয়া কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে সেই ইঙ্গরেজী কাগজ তলব করিবেন।

উভয়ে হাজির হইয়া ডিক্রীর নকল লইলে কিনা লইলেও তাহার কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের দায়ে ঠেকিবার কথা।

আর আইনসকলের মতে হুকুম আছে যে বিচারকর্ত্তার দস্তখতে সমস্ত ডিক্রীর নকল বাদি ও প্রতিবাদিকে দিবার কারণ তৈয়ারকরা যায়। এপ্রযুক্ত যোত্রহীনদিগের বিষয়ছাড়া যত ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দিবার জন্যে উঠান যায় তাহার কাগজের ইষ্টাম্পের নিরূপিত রসুম দিবার দায় উভয় বিবাদির শিরে তাহারা উপস্থিত হইয়া লউক কি না লউক তথাচ পড়িবেক। ও সে রসুমের টাকা যথাবিধানে উসুল করা জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক এবং সে হুকুম বাদি ও প্রতিবাদিকে দিবার অর্থে বিধিথাকা রোয়দাদদিগরের নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার প্রতিও খাটিবেক।

যাহার যে কাগজের নকল লইবার আবশ্যক নাই সে তাহা লইবার দরখাস্ত করিলে তদর্থে ইষ্টাম্পযুত কাগজ সে লোক নিজে যোগাইবার কথা।

এতদ্ভিন্ন যে রোয়দাদদিগরের নকল উভয়পক্ষের কাহার লইবার আবশ্যক না থাকে তাহার উপর চলিবে না। ইহাতে যদি বাদী ও প্রতিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলগণ আদালতের যে সকল কাগজের নকল তাহারদিগেরে দিবার নিমিত্তে তৈয়ার করিতে আইনসকলে হুকুম নাই তাহা পাইবার অর্থে দরখাস্ত আদালতে দেয় তবে তদর্থে তাহারা নিজে আবশ্যক ইষ্টাম্পযুত কাগজ আদৌ দাখিল করিবেক নচেৎ তাহারদিগের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৮ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের অকৃতপ্রভেদ

হুকুমদৃষ্টে

হুকুমদৃষ্টে জানা গেল যে আদালতসকলহইতে অন্যং লোককে দিতে হইবার কিম্বা আদালতসকলের দপ্তরে রাখিবার জন্যে অথবা বোর্ড রেবিনিউতে কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে অথবা সরকারের অন্যং আমলার স্থানে চালানের কারণ যে কোন কাগজের নকল তৈয়ার করিতে হয় তাহা সমস্তই ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। অতএব এ ধারাক্রমে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে জানিবেন যে ঐ ১৮ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে বাদি ও প্রতিবাদিকে কিম্বা তাহারদিগের উকীলগণকে অথবা অন্যং লোককে তাহারদিগের দরখাস্তমতে যে কাগজের নকল দেওয়া যায় কিম্বা নকল দিবার অর্থে হুকুমথাকা যে কোন আইনক্রমে যাহারা যে কাগজের নকল পায় সেইং কাগজছাড়া অপর কোন কাগজের নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠান যায় এমত মর্ম্ম ঐ ৪ চতুর্থ প্রকরণের ছিল না। এহেতুক এইক্ষণের স্পষ্টীকৃতানুসারে উত্তরকাল জজসাহেবেরা যে কোন কাগজের খোলাসা এতাবতা সারার্থ লিখিয়া কিম্বা নকল উঠাইয়া বোর্ড রেবিনিউতে অথবা কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতসকলে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা গবর্নর্ জেনরলের হুজুর কৌন্সেলে চালান করেন্ তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই। ইহাতে হুকুম আছে যে ঐ দপ্তরে রাখিবার নকল সেই রকম তত টুকি ইষ্টাম্পহীন ইঙ্গরেজী কাগজে উঠান যাইবেক। যে রকম যত টুকি ইষ্টাম্পযুত ইঙ্গরেজী কাগজে নকল উঠাইয়া উভয় পক্ষকে দেওয়া যায় ইতি।

লের ৬ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের হুকুমের মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।

উত্তরকালে মূলের লিখিত হুজুরআদি স্থানেং চালানের কারণ কোন নকলাদি ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠান না যাইবার কথা।

১৯ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে উভয় পক্ষের কেহ সম্মত না হইবাতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের হুজুরে হয় সে সকল মোকদ্দমার যে রোয়দাদ ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারানুসারে ঐ হুজুরে চালানের আবশ্যক তাহার দোহারা নকল তৈয়ার করিতে যত খরচ পড়ে তাহা সম্যক এবং সে নকল উঠাইতেও ইষ্টাম্পযুত যত কাগজ লাগে তাহার নিরূপিত ইষ্টাম্পের রসুম সমস্তই যোত্রহীনদিগের বিষয়ছাড়া অন্য সমস্ত মোকদ্দমার আপেলাণ্টেরা দিবেক। এবং এমত মোকদ্দমার যে যে কাগজের নকল ঐ ৫ ধারাক্রমে আপেলাণ্ট কিম্বা রিস্পণ্ডেণ্টকে দেওয়া যায় তাহাও ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠান যাইবেক। তাহাতে সে নকল উঠাইবার খরচ ও তাহার কাগজের ইষ্টাম্পের নিরূপিত রসুম দিবার দায় আপেলাণ্ট কিম্বা রিস্পণ্ডেণ্ট যে ব্যক্তি সে নকল লয় তাহার শিরে পড়িবেক জানিবেন যে এ রূপে ঐ আদালতের রোয়দাদের যত নকল হয় তাহা ইষ্টাম্পযুত ইঙ্গরেজী কাগজে উঠান যাইবেক ও তাহাতে ঐ ৬ আইনের ১৮ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের নিরূপিত উচ্চ হারের রসুম লাগিবেক। আর এ আইনের অনুসারে মনস্থ নাই যে উপরের লিখিত বিষয়ছাড়া অন্য প্রয়োজনে সদর দেওয়ানী আদালতের ইঙ্গরেজী ভাষার

সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে সম্মত না হওয়াতে কোন মোকদ্দমার আপীল বিলায়তের বাদশাহের হুজুরে হইলে তাহার রোয়দাদের নকল ইষ্টাম্পযুত ইঙ্গরেজী কাগজে লেখা যাইবার ও তাহার রসুম নিরূপিত উচ্চ হারে লাগিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৮ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।

রোয়দাদের

রোয়দাদের নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যায়। কিন্তু ঐ আদালতের যে সকল রোয়দাদের নকল কিম্বা তরজমা কাহাকেও তস্য দরখাস্তমতে অথবা কোন আইনক্রমে দিবার হুকুমদৃষ্টে দিতে হয় সে নকল কিম্বা তরজমা উপরের ধারার প্রস্তাবানুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠান যাইবেক। ও বুঝিবেন যে তাহাতে উপরের লিখিত হুকুমসমস্তই খাটিবেক ইতি।

২০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তের কথা।

আদালতসকলের কোনং সাহেব এমত জিজ্ঞাসিলেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনমতে আমীনী ভারপাওয়া কমিস্যনরদিগকে সঁপিবার যোগ্য আরজীসকল ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারানুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক কি না। অতএব বিধি হইল যে যেহেতুক এমত নালিশী আরজী আদৌ জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইয়া তথাহইতে কমিস্যনরদিগকে সঁপা যায় সেইহেতুক তাহা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে দেওয়া অন্যং আরজীর মতে ঐ ১৭ ধারাক্রমে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যায়। কিন্তু এ ধারাক্রমে হুকুম নাই যে এমত সকল মোকদ্দমা কমিস্যনরদিগকে সঁপা গেলেপর সে মোকদ্দমার সংক্রান্ত সওয়াল ও জওয়াবআদি যে সকল কাগজপত্র তাহারদিগের স্থানে দাখিল হয় সে সকল কাগজপত্র ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিপি হয়। ঐ ১৭ ধারার বিধি কেবল জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যে যাহার বিচার জজসাহেবদিগের সমক্ষে হয় এবং যাহা রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সঁপা যায় সেইং মোকদ্দমার উপর আর মফঃসল আপীল আদালতের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সম্পর্কীয় সমস্ত মোকদ্দমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে চলিবেক। এতদ্ভিন্ন এ ধারানুসারে অধিক ব্যক্ত করা যাইতেছে যে কমিস্যনরদিগের কাহার কৃতনিষ্পত্তি কোন মোকদ্দমার আপীল জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে হইলে তাহার প্রমাণপ্রয়োগের নিদর্শনী যে সকল কাগজপত্র আদৌ বিচারমুখে সেই কমিস্যনরের স্থানে পঁহুছিয়া থাকে তাহাছাড়া অন্য যে যে নিদর্শনী নব্য কাগজপত্র আপীলের বিচারকালে দাখিল হয় তাঁহার উপর রসুম ঐ ৬ আইনের ৫ ধারার নিরূপিতদৃষ্টে লওয়া যাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের এবং ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের দৃষ্টান্তে ঐ ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার ৪।৫ প্রকরণের নিরূপিত রসুমের ফেরফার না হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ ধারার ৪ চতুর্থ এবং ৫ পঞ্চম প্রকরণানুসারে দেওয়ানী আদালতসকলের সওয়ালী ও জওয়াবী সমস্ত কাগজের উপর ইষ্টাম্পের রসুম ২ দুই টাকার কিম্বা ১ এক টাকার হারে বাক্যার্থ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য হইলে ২ দুই টাকার হারে নতুবা ১ টাকার হারে লাগিবেক। ইহাতে ঐ ৬ আইন নির্দ্দিষ্ট হইবার সময়ে সিক্কা এক হাজার টাকা সংখ্যা কিম্বা মূল্যের ঊর্দ্ধের মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী

আদালতে

আদালতে হইবার যোগ্য ছিল পরে ঐ ১৭৯৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের এবং ১৭৯৮ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে সিক্কা পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত সংখ্যা কিম্বা মূল্যের নগদ ও জিনিসআদি অস্থাবর ও স্থাবর বস্তুর যাবদীয় মোকদ্দমায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার ধার্য্য পড়িয়াছে এ রূপে সদর দেওয়ানী আদালতে সকল মোকদ্দমার আপীল না হইতে পারিয়া তথাকার ভার লাঘব হইবাতে এমত আশয় ছিল না যে ঐ ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম প্রকরণের নিরূপিত রসুমের হারের ফেরফার করা যায় অতএব তদনুসারে এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর তথায় সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা আপীল হইবার যোগ্যাযোগ্যের হুকুমের উপর নির্ভর না করিয়া সওয়ালী ও জওয়াবী কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম সিক্কা এক হাজার টাকার ঊর্দ্ধের মোকদ্দমায় ২ দুই টাকার হারে এবং এক হাজার টাকাপর্য্যন্তের মোকদ্দমায় ১ এক টাকার হারে লইতে হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৫।৬।৭ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তরে কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের পঞ্চম এবং ৬ ষষ্ঠ এবং ৭ সপ্তম ধারানুসারের হুকুমের ভাব এমত ছিল না যে বাদি ও প্রতিবাদিতে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে কি মফঃসল আপীল আদালতসকলে কি সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমাসকলের যে সকল দোকর সওয়ালী ও জওয়াবী ও রদ্দজওয়াবী ও হদ্দজওয়াবী কাগজ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিয়া দাখিল করে তাহার উপর প্রমাণপ্রয়োগের নিদর্শনী কাগজপত্রের সম্পর্কীয় নিরূপণক্রমে রসুম লওয়া যায়। কিন্তু জানিবেন যে তাহাব্যতীত যে সকল কাগজপত্র মোকদ্দমাসকলের প্রমাণপ্রয়োগার্থে ঐ আদালতসকলে দাখিল হয় সে সকলের উপরেই তৎসম্পর্কীয় নিরূপিত রসুম লওয়া যাইবেক বিশেষতঃ তথায় দাখিলহওয়া সমস্ত ওকালৎনামার উপরেও ঐ নিরূপণক্রমের রসুম লইতে হইবেক কারণ এই যে ওকালৎনামা আদালতে দাখিল হইবাতে উভয় পক্ষে মোকদ্দমা আদালতে সংস্থাপন করিবার প্রামাণ্য গ্রাহ্য হয় ইতি।

আদালতসকলে দাখিলহওয়া যে যে কাগজের উপর বিশেষ রসুম লাগিবেক তাহার কথা।

২৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ আইনের ৮ ধারা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১০ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় হুকুম আছে যে জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা শাস্তি দিতে পারিবার উপযুক্তাপরাধিগণের ক্ষুদ্র অপরাধের মোকদ্দমার নালিশী যে সকল আরজী সে সাহেবদিগের নিকটে এককালে পঁহুছে কিম্বা পোলীসের দারোগারা অথবা কোতওয়ালেরা চালান করে কেবল সেই সকল আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক ও তাহার নিরূপিত ইষ্টাম্পের রসুম লাগিবেক। এইক্ষণে বিহিত জানা গেল যে এমত সকল আরজী আদৌ পোলীসের আমলার স্থানে কি কোতওয়ালদিগের সন্নিধানে দাখিল হইবার কালেও

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কি পোলীসের এলাকার আমলার স্থানে উপস্থিত ক্ষুদ্রাপরাধের নালিশী আরজী ইষ্টাম্পযুত যে কাগজে লেখা যাইবেক ও তস্য রসুম যত লাগিবেক তাহার কথা।

লেও ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যায় এ কারণ ঐ ১০ আইনের ৮ অষ্টম ধারা এ ধারাক্রমে রদ হইল। আর হুকুম হইতেছে যে এ রূপের অর্থাৎ তিরস্কার গালাগালির ও অপবাদ দেসার ও সামান্য মারিপীটআদি লঘু অপরাধের যে সকল মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা দায়ের ও সায়েরী আদালতে না সঁপিয়া নিজে নিষ্পত্তি করিতে পারেন সে সকল মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের সন্নিধানে কিম্বা পোলীসের দারোগাদিগের স্থানে অথবা কোতওয়ালদিগের নিকটে কিম্বা পোলীসের ভারপ্রাপ্ত বারাণসের তহসীলদারদিগের সমীপে ইহার যথায় আদৌ পঁহুছে তথাতেই তাহার সম্যক আরজী এ হুকুম ইশ্‌তিহার হইলে পর ঐ ১০ আইনের ৬ ষষ্ঠ ও ৭ সপ্তম ধারাদৃষ্টে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক এবং তাহার রসুম বন্দপ্রতি ।।০ আট আনার হারে লাগিবেক। ইহাতে ইষ্টাম্পযুত কাগজে না লেখা এমত কোন মোকদ্দমার নালিশী আরজী দারোগাদিগের কিম্বা কোতওয়ালদিগের অথবা তহসীলদারদিগের কাহার নিকটে পঁহুছিলে সে তাহা লইবেক না যদি লয় তবে তদ্দণ্ডে আপন কর্ম্মচ্যুত হইবার যোগ্য ঠাহরিবেক বিশেষতঃ সে নালিশের বিচার করাও যাইবেক না। এতদ্ভিন্ন যদি কেহ নিরূপিত ইষ্টাম্পের রসুম উড়াইবার মনস্থে ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা আরজী দিয়া মিথ্যা কথা এমতে সাজাইয়া কহে যে সে কথার ধরণে সেই আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার বিধি নাই তৎকালে বোধ হইয়া পশ্চাৎ বিচারকালে সে আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার যোগ্য ঠাহরে তবে সেই অপরাধির স্থানে সে কাগজের ইষ্টাম্পের নিরূপিত যত রসুম প্রথমতো লওয়া কর্ত্তব্য হইত তাহার দশগুণ দণ্ড লওয়া যাইবেক ও তাহাতে সে ব্যক্তি অশক্ত হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেব সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া আপন শক্ত্যনুসারে যে শাস্ত্যন্তর দেওয়া উচিত হয় তাহাই দিবেন ইতি।

পোলীসেরএলাকার আমলার ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা নালিশী আরজী লইলে দণ্ড্য হইবার এবং সে মোকদ্দমার বিচারকরাও না যাইবার কথা।

কেহ ইষ্টাম্পের রসুম উড়াইবার আশয়ে মিথ্যা কহিয়া নালিশ করিলে তস্য দণ্ড যত হইবেক তাহার কথা।

২৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার ৯ প্রকরণের হুকুম বিক্রয়পত্রাদি রেজিষ্টরী করাইবার দরখাস্তআদির উপর খাটিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারার ৯ নবম প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে আদালতসকলে উপস্থিত মোকদ্দমার সংক্রান্তছাড়া যত ছুটা দরখাস্ত ও আরজী দাখিল হয় তাহা ঐ প্রকরণদৃষ্টে সওয়াল ও জওয়াবী কাগজের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ও তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। আর এ ধারানুসারে হুকুম হইতেছে যে এই আইন জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিলে পর তথাকার রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৩৬ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনক্রমে বারাণসে চলিয়াছে সেই ৩৬ আইনের অনুসারে বিক্রয়পত্রাদি রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্তে কিম্বা অন্য নিমিত্তে যত দরখাস্ত ও আরজী দাখিল হয় তাহাতে ঐ ৯ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক। এতদ্ভিন্ন হুকুম হইতেছে যে এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার নিরূপিত মুদ্দৎগতে রেজিষ্টরসাহেবেরা উপরের উল্লিখিত আইনসকলের মতে যে সর্ব্বাল বিক্রয়পত্রাদির নকল লোকদিগেরে দেন সে নকল এ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার নিরূপিত

ইষ্টাম্পযুত

ইষ্টাম্পযুত শরয়ী কাগজে উঠান যাইবেক। তাহাতে যে ব্যক্তি সে নকলের প্রা র্থক সেই ব্যক্তি সে নকল উঠাইবার কারণ ইষ্টাম্পযুত কাগজ যোগাইবেক ইতি।

মূলের প্রস্তাবিত কাগজসকলের নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠান যাইবার কথা।

২৫ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউতে কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর মালের অন্যং বিষয়লিপ্ত সাহেবদিগের স্থানে এ আইন পঁহুছিলে পর অধিকারভূমি বিভাগের কারণ কিম্বা মালের বন্দোবস্তের নিমিত্তে অথবা মালের সংক্রান্ত অপর কোন বিষয়জন্যে যত দরখাস্ত ও আরজী দাখিল হয় তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক ও তাহার ইষ্টাম্পের রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ২০ ধারার নির্ণীত মালের সংক্রান্ত নকল কাগজের রসুমের দৃষ্টান্তে এতাবতা একং খাণায় ১ এক টাকা কিম্বা ॥০ আট আনা অথবা।০ চারিআনা কিম্বা ৵০ দুই আনার হারে লাগিবেক। এতদ্ভিন্ন জানিবেন যে মালের সংক্রান্ত কাগজের নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠাইবার অর্থেও ঐ ২০ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের হুকুম সেই রূপে খাটিবেক যেরূপে আদালতের বিষয়ী কাগজের নকল লোকদিগেরে তাহারদিগের দরখাস্তক্রমে কিম্বা নকল দিবার নিদর্শনী কোন আইনের হুকুমমতে দিতে হইলে তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠাইবার অর্থে খাটে। অতএব উত্তরকালে ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা কোন দরখাস্ত কি আরজী ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর মালের বিষয়লিপ্ত অন্যং সাহেবদিগের কেহ লইবেন না। যদি লন্ তবে ঐ ২০ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের লিখনানুসারে দণ্ড্য হইবেন কিন্তু যোত্রহীনদিগের কেহ কোন বিষয়ের দরখাস্ত কি আরজী ঐ বোর্ডে কিম্বা কোন কালেক্টরসাহেবের স্থানে অথবা মালের বিষয়লিপ্ত অন্য কোন সাহেবের সন্নিধানে দিতে চাহিলে যদি সে কাগজের ইষ্টাম্পের নিরূপিত রসুম দিবার যোত্র আপনি না রাখিবার অর্থে দিব্য করিয়া সে দিব্য সত্য জানায় তবে সে লোক তাহা লিখিবার জন্যে বিনারসুমে ইষ্টাম্পযুত কাগজ পাইবেক ও তাহাকে দেওয়া সেই কাগজ ঐ বোর্ডের সাহেব ও কালেক্টরসাহেব প্রভৃতি মালের বিষয়লিপ্ত সাহেবেরা আপনং হিসাবের যে মহলে লিখিতে হুকুম পান্ তথায় লিখিবেন। এবং ঐ বোর্ডের সেক্রেটারিসাহেব ও কালেক্টরসাহেবেরা এ ধারাক্রমে যত কাগজের আবশ্যক হয় তাহা ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে তলব করিয়া লইবেন। ও কালেক্টরসাহেরেরা এ আইনের ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারার বিধিমতে কার্য্য করিবেন। এবং ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত মালের বিষয়লিপ্ত ঐ বোর্ডের সেক্রেটারিসাহেব ও অন্য সাহেবেরা সকলেই ঐ দুই ধারার বিধিমতে ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়াদি করিতে থাকিবেন। ও চাহি যে ঐ সকল সাহেবেরা আপনং প্রাপ্ত ভারের কার্য্য করিতে

মালের বিষয়লিপ্ত সাহেবদিগের নিকটে পঁহুছা দরখাস্তআদির কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের হারের কথা।

ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা দরখাস্তআদি না লইবার কথা।

তাহা লইলে দণ্ডের কথা।

যোত্রহীনের বিষয়ের স্বতন্ত্র কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারিসাহেব ও কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিবার ও তাহা খরচ লিখিবার মতের কথা।

অতিসাবধান

অতিসাবধান হন্ এবং ইষ্টাম্পের রসুম মিলিবার ও তাহাতে ফল দর্শিবার এবং খাউকী ও শঠতা না হইতে পারিবার অর্থে যথোচিত যত্ন করেন্ ইতি।

২৬ ধারা।

আদালতের কি মালের এদেশীয় লোক আমলায় ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা দরখাস্তআদি লইলে কিম্বা ইষ্টাম্প রহিত কাগজে উঠাইয়া কোন নকল দিলে বিশেষ দণ্ড হইবার কথা।

এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে যদি কোন আদালতের কিম্বা কালেক্টরপ্রভৃতি মালের বিষয়লিপ্ত এদেশীয় লোক আমলার কেহ কোন আদালতে কিম্বা কালেক্টরী কাছারীআদি কোন স্থানে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার অর্থে হুকুম থাকা কোন সওয়াল কি জওয়াব অথবা দরখাস্ত কি অন্য কাগজপত্র ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা থাকিলে লয় কিম্বা ইষ্টাম্পযুত কাগজে নকল উঠাইবার বিধিথাকা আদালতের কি মালের সংক্রান্ত কোন কাগজের নকল ইষ্টাম্পরহিত কাগজে উঠাইয়া দেয় তবে এ সকল গতিকে নিজ ভারহইতে অবসর হইবেক অধিকন্তু তাহার স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে সেই সওয়াল কি জওয়াব অথবা দরখাস্ত কি অন্য কাগজপত্র ইষ্টাম্পযুত যে কাগজে লেখা কর্ত্তব্য হইত সেই কাগজের ইষ্টাম্পের নিরূপিত রসুমের দশগুণ দণ্ড সরকারে লওয়া যাইবেক। এবং সে দণ্ড জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব ঐ ৬ আইনের ২৩ ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত দাঁড়ায় সংক্ষেপ বিচারক্রমে লইবেন। এতদতিরিক্ত হুকুম আছে যে এ আইনের অনুসারে যে সকল কাগজ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিত হয় তাহাতেও ঐ ২৩ ধারার লিখিত হুকুম খাটিবেক ইতি।

দণ্ড লইবার মতের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ২৩ ধারার হুকুম এ আইন মতে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার সকল কাগজের উপর চলিবার কথা।

২৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতিতে দণ্ড লইবার কারণ নালিশ করিবার কথা।

ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি সরকারের বিষয়লিপ্তদিগের ক্ষমতা আছে এবং কর্ত্তব্যও বটে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ এবং ১০ দশম আইনের কিম্বা এ আইনের নিদর্শনী কোন বিষয়ের কাগজের ইষ্টাম্পের নির্ণীত রসুম উড়াইবার অর্থে কেহ খাউকী ও শঠতা করিলে তাহার স্থানে দণ্ড লইবার কারণ নালিশ করেন্। এবং এমত খাউকী ও শঠতার সন্ধান কাহার দ্বারা পাইলে সে বিষয়ে যত দণ্ড মিলে তাহার অর্দ্ধেক সেই সন্ধানিকে দিবেন। আর সেই সন্ধানির প্রাপ্তব্য অর্দ্ধেক বাদ না পড়িয়া তাহা সমেত মোটে যত দণ্ড পাওয়া যায় তাহাহইতে শতকরা ১০ দশ টাকার হারে রসুম এমত নালিশ করণিয়া কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতিতেও পাইবেন ইতি।

ঐ দণ্ডের যত অংশ সন্ধানী পাইবেক তাহার কথা।

প্রাপ্ত রসুমের মোট হইতে কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতিতে যে হারে রসম পাইবেন তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভূমিসকলের পরগনাওয়ারী ফিরিস্তি বহী তৈয়ার করিবার এবং সকর ও নিষ্কর ভূমির পূর্ব্বের মোকররী ফিরিস্তি বহীর কোনং দাঁড়া ফেরফার হইবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ৩ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের ২১ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ২৬ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ২১ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ২৬ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ১০ সফরে জারী হইল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের অনুসারে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের জিলাসকলে সমস্ত সকর ভূমির ফিরিস্তি বহী রাখিতে আর ঐ ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের তথা ৩৭ আইনের অনুসারে এবং ঐ ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের তথা ৪২ আইনের অনুক্রমে ঐ চারি সুবার সমস্ত নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তি বহী রাখিতেও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আর সকর ভূমির মোকররী ফিরিস্তি বহীতে একং অধিকারের নাম সুজিবিলি করিয়া লিখিতে এবং ঐ দুই প্রকার ভূমির ফিরিস্তি বহীতে যে যে অধিকারের কিম্বা সনন্দের ভুক্ত যত গ্রাম অথবা পরগনাআদি যথাকার যে প্রসিদ্ধ নামে থাকে তাহা জাতাইয়া লিখিতে হুকুম আছে। এই সকল বিবরণক্রমে ঐ সকল বহী লিখিতে এবং তাহা এদেশীয় তিন ভাষায় লিখিয়া তৈয়ার করিতে এবং কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে থাকিবার মূল বহীছাড়া তাহার নকল আদালতসকলে ও বোর্ড রেবিনিউতে চালানের কারণ উঠাইতে অতিবাহুল্য হইয়া যে সকল মূলবহী কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে থাকিবার তাৎপর্য্য তাহা তৈয়ার হইতে গৌণ পড়িয়াছে। আর ঐ সকল ফিরিস্তি বহী তৈয়ারের কারণ যে নক্সা হইয়াছে তদনুসারেও একং অধিকারের কিম্বা সনন্দের ভুক্ত ভূমি জাতিবিলি করিয়া লিখিলে তাহাতে পরগনাওয়ারী ভূমির জাতির বেওরা একদৃষ্টে মিলান থাকে না তাহার হেতু এই যে কোনং অধিকার অনেক পরগনা লইয়া এবং কোনং পরগনা অনেক ক্ষুদ্রং অধিকার বেড়িয়া আছে আর কোনং অধিকার অনেক পরগনার কিস্মৎ যুড়িয়া এবং কোনং পরগনা অনেক অধিকারের কিস্মৎ জড়াইয়া রহিয়াছে। অতএব এইসকল দোষ খণ্ডাইবার কারণ এবং উপরের উল্লিখিত

হেতুবাদ।

আইনসকলের

আইনসকলের নির্দ্দিষ্ট সকল বহী অনায়াসে সময়শিরে তৈয়ার হইবার নিমিত্তে এবং সকর ও নিষ্কর সমস্ত ভূমির পরগনাওয়ারী কিম্বা তন্ন্যায় অন্য প্রসিদ্ধ নামওয়ারী ফিরিস্তি বহীসকল তৈয়ার করিবার জন্যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল এ নির্দ্ধারিত হুকুম এই ক্ষণেই সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় এবং বারাণসে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ভূমিসকলের পরগনাওয়ারী ফিরিস্তি বহী তৈয়ার করিবার কথা।

হুকুম আছে যে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের কালেক্টরসাহেবেরা এ আইন পাইলে পর আপনং ব্যাপ্য জিলার মধ্যের সমস্ত ভূমির ফিরিস্তি বহী নীচের লিখনানুসারে তৈয়ার করিবেন ও তাহার নাম সকর ও নিষ্কর ভূমির পরগনাওয়ারী কিম্বা তন্ন্যায় অন্য প্রসিদ্ধ নামওয়ারী ফিরিস্তি বহী ডাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ফিরিস্তি বহীতে পরগনাআদি প্রসিদ্ধ নামের তলে তথাকার ভূমি জাতাইয়া লিখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ফিরিস্তি বহীতে পরগনা কিম্বা তপ্পা অথবা তরফইত্যাদি যথায় যে নাম প্রসিদ্ধ থাকে সেই নামের তলে তথাকার সকল ভূমি জাতিবিলি করিয়া লিখিতে হইবেক।

ফিরিস্তি বহী সকর ও নিষ্কর ভূমির প্রভেদে দুই ছেক্‌না করিয়া লিখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ফিরিস্তি বহী পরগনাআদি যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম সেই নামওয়ারী করিয়া সকর ও নিষ্কর ভূমির প্রভেদে দুই ছেক্‌না করিয়া লিখিতে হইবেক।

সকর ভূমির ফিরিস্তিতে যে যে হকীকৎ লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সকর ভূমির ফিরিস্তিতে যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনাআদির মধ্যে যত সকর ভূমি থাকে তাহার হকীকৎ স্বতন্ত্রং অধিকার বিলি করিয়া নীচের লিখিত বেওরাক্রমে লিখিতে হইবেক।— সে বেওরার ১ এক এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের অনুসারে সকর ভূমির মোকররী ফিরিস্তি বহীতে পরগনাআদি প্রসিদ্ধ যে নামের ও নম্বরের তলে যে অধিকার লেখা গিয়া থাকে সেই নামের ও সেই নম্বরের তলে সেই অধিকারকে রাখিতে হইবেক।— ২ দুসরা এই যে সে বহীতে অধিকারিদিগের যাহার যে নাম লেখা গিয়া থাকে সেই নাম স্থির রাখিতে হইবেক।— ৩ তেসরা এই যে যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনাআদির মধ্যে যে অধিকারের ভুক্ত যত গ্রাম কিম্বা গ্রামের কিস্‌মৎ অথবা দরকিস্‌মৎ অর্থাৎ পটী রহে তাহাই এ আইনের ১১ একাদশ ধারার লিখনানুসারে সকর ভূমির ফিরিস্তি বহীর সহিত মিলান করিবার কারণ সাব্যস্থ রহিবেক।— ৪ চৌঠা এই যে বিরোধাদি হেতুক

কথন কোন অধিকার গ্রাম কিম্বা গ্রামের কিস্মৎ অথবা দরকিস্মৎ সরকারহই তে মাপ হইয়া নিষ্পত্তি পড়িলে তৎকালে সেই মাপের মুখে সেই গ্রামাদির যত ভূমি রক্বা ঠাহরে তাহা লেখা যাইবেক।— ৫ পঞ্চম এই যে খাসতহসীলের দ্বারা কিম্বা ক্রোকের মুখে অথবা অন্য কোন রূপে যে গ্রামাদির যত স্থিত জমা ঠাহরে তাহার মোটের নিদর্শন থাকিবেক।

নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তি তে যে যে হকীকৎ লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তিতে যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনা আদির মধ্যে যত নিষ্কর ভূমি থাকে তাহার হকীকৎ স্বতন্ত্রং সনন্দ বিলি করিয়া নীচের লিখিত বেওরাক্রমে লিখিতে হইবেক।— সে বেওরা ১ এক এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের তথা ৪২ আইনের অনুসারের নিষ্কর ভূমির মোকররী ফিরিস্তি বহীতে যে নম্বরের ও যে জাতীয় সনন্দী বৃত্তির তলে যে ভূমি লেখা গিয়া থাকে সেই নম্বরের ও সেই জাতীয় সনন্দী বৃত্তির তলে সে ভূমি রাখিতে হইবেক।— ২ দুসরা এই যে সে বহীতে বৃত্তিভোগিদিগের যাহার যে নাম লেখা গিয়া থাকে তাহাই সাব্যস্থ থাকিবেক।— ৩ তেসরা এই যে যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনাআদির মধ্যে যে সনন্দের ভুক্ত যত গ্রাম কিম্বা গ্রামের দরকিস্মৎ অথবা কিস্মৎ রহে তাহাই এ আইনের ১১ একাদশ ধারার লিখনানুসারে নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তি বহীর সহিত মিলান করিবার কারণ সাব্যস্থ রহিবেক।— ৪ চৌঠা এই যে নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগিরা উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের হুকুমমতে আপনারদিগের বৃত্তি গ্রামের কিম্বা গ্রামের কিস্মতের অথবা দরকিস্মতের মাপের বেওরাকৈফিয়ৎ যাহা দাখিল করিয়া থাকে কিম্বা তাহার মাপের সংখ্যা যাহা প্রকারান্তর তহকীকের দ্বারা মিলে তাহা লেখা যাইবেক।— ৫ পঞ্চম এই যে বৃত্তি গ্রামাদি যাহার যে উপস্বত্ব ঠাহরে তাহার মোটের নিদর্শন রাখিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

পরগনাওয়ারী বহীস কল তৈয়ারের সময়ের ও তাহাতে নম্বর দাগ হইবার মতের কথা।

পরগনাওয়ারী প্রথম বহী যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২০৭ সাল প্রবর্ত্তে তৎকালে বর্ত্তমান থাকা নিষ্কর ভূমির হকীকৎদৃষ্টে লিখিয়া এমতে তৈয়ার করিতে হইবেক যে তাহা পাঁচসনী মোকররী সকর ভূমির ৩ তেসরা নম্বরের এবং নিষ্কর ভূমির ২ দুসরা নম্বরের যেং বহী উপরের উল্লিখিত আইনের মতে ১২০৭ সাল প্রবর্ত্তে তৈয়ার করিবার হুকুম আছে তাহার সহিত মিলন হয়। ইহাতে পরগনাওয়ারী যে বহী প্রথম লেখা যাইবেক তাহার নম্বর ১ পহিলা হইবেক। এবং তদনুসারে যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২১২ সাল প্রবর্ত্তে একং বহী লিখিতে হইবেক ও তাহার নম্বর ২ দুসরা পড়িবেক। ও তদনন্তর প্রতি পাঁচং সন প্রবর্ত্তে একং বহী নম্বর বিলিক্রমে তৈয়ার করিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

ভূমির ফেরফারী হকীকৎ লিখিবার কারণ দরমিয়ানী একং বহী রাখিতে হইবার কথা।

পরগনাওয়ারী পাঁচসনী বহীতে যে সকল হকীকৎ লিখিবার হুকুম আছে সে সকল হকীকতের যে ফেরফার সে বহী লিখিবার নিরূপিত পাঁচ সনের মধ্যে হয় সে ফেরফার লিখিবার কারণ দরমিয়ানী একং বহী রাখিতে হইবেক ও সেই দরমিয়ানী বহীতে পাঁচ সনের মধ্যে পরগনাআদির যাহা খারিজ ও দাখিলক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায় এবং যত ভূমি অংশাংশি ও হস্তান্তরগত হয় এবং তথাকার ভূমির মাপের ও স্থিত জমার ও উপস্বত্বের সংখ্যা যাহা যে সময়ে মিলে এবং নিষ্কর যত ভূমি বাজেয়াপ্ত হয় ইত্যাদি ফেরফারী নিষ্কর্ষ হকীকৎ যথাসাধ্য সত্বরে লেখা যাইবেক ও সেই ফেরফারী হকীকৎ পরগনাওয়ারী গত পাঁচসনী বহীর যে সফার লিখিত ভূমির বিষয়ের হয় তাহার নিদর্শন মিলিবার অর্থে সেই সফার নম্বরের সঙ্কেত দরমিয়ানী বহীর যে স্থানে সে হকীকৎ লেখা যায় তাহার পাশে লিখিতে হইবেক। কিন্তু যে কোন ভূমি অংশাংশি কিম্বা হস্তান্তরগত হয় তাহার জমার ধার্য্য যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে অথবা অন্য কোন আইনের মতে করিবার আবশ্যক থাকে তবে সে ভূমির ফেরফারী হকীকৎ আইনমতে সে জমার ধার্য্য না হইবাপর্য্যন্ত দরমিয়ানী বহীতে লেখা যাইবেক না। এবং এমতে কোন ভূমির ফেরফারী হকীকৎ পরগনাওয়ারী বহীতে লিখিলে সে ভূমিতে সরকারের যে স্বত্ব থাকে তাহা কোন প্রকারে লোপ হইতে পারিবেক না ইতি।

জমার ফেরফার করা আবশ্যক হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

বহীতে ভূমির হকীকৎ লেখা গেলে সে ভূমিহইতে সরকারের স্বত্ব লোপ না হইবার কথা।

৬ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বহীর নক্সা পাঠাইবার ও তাহা যে ভাষায় ও যে লোকে লিখিবেক তাহার নির্ণয়ের ও তাহাতে দস্তখৎ হইবার মতের কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এ আইনের নিরূপিত পরগনাওয়ারী বহীর নক্সা সকল জিলার কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবেন। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ২১ আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৭ আইনের অনুসারে বারাণসে চলিয়াছে সেই ২১ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া এদেশীয় ভাষার দফ্তরসকলের মুজমিলনবীসেরা এবং এদেশীয় অন্য যে আমলাসকল এই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারা ঐ বহী পারসী ভাষায় লিখিবেক। কিন্তু তাহারদিগের লিখিত বহীর শুদ্ধাশুদ্ধ যথাকার যে কালেক্টরসাহেব বিবেচনা করিয়া সেই বহীর সফায়২ দস্তখৎ করিবেন। এবং যে সময় পাঁচসনী বহী তৈয়ার হইবেক সে সময়ে সকল বহীর দীর্ঘ ও প্রস্থ সমতুল করিয়া জিল্দ বান্ধাইবেন ও সেই বান্ধা বহীর সকল ফর্দ্দের সফায়২ নম্বর দাগ হইবেক ও জিলা জিলার জজসাহেব এবং শহর বারাণসে ঐ শহরের জজসাহেব দস্তখৎ করিবেন এবং শেষ সফায় সকল সফার নম্বরের সংখ্যা অন্যং বহী তৈয়ারের নিদর্শনী বহালী আইনের হুকুমমতে স্বহস্তে লিখিবেন এবং যে রূপে পাঁচসনী বহী জিল্দবন্দী হইয়া তৈয়ার হয় সেই রূপে দরমিয়ানী বহীও প্রতিসন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী সমাপ্ত হইলে পর জিল্দবন্দী

হইবে

হইবেক ও তাহার সফায়ৎ নম্বরদাগ ও দস্তখৎ করিতে হইবেক ইহাতে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি আদেশ আছে যে কখন দরমিয়ানী বহী লিখিতে গতিক্রিয়া না করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

যে যে কাগজপত্রদৃষ্টে পরগনাওয়ারী বহীসকল তৈয়ার হইবে ও তদর্থের যে যে হকীকৎ অদ্যাবধি মিলে নাই তাহা যেমতে মিলিবেক তাহার কথা।

পরগনাওয়ারী প্রথম যে বহী সন হালে লিখিতে হইবেক তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের অনুসারে এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের অনুক্রমে সকর ও নিষ্কর ভূমির মোকররী ফিরিস্তি বহী তৈয়ারের কারণ যে সকল হকীকতী কাগজপত্র ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ও বৃত্তিভোগিরা পূর্ব্বে দাখিল করিয়াছে তদ্দৃষ্টে এবং যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২০৭ সাল প্রবর্ত্তে সকর ও নিষ্কর ভূমির ফিরিস্তি বহী তৈয়ার করিবার অর্থে যে সকল হকীকৎ মিলিয়া থাকে তাহাও দৃষ্টি করিয়া লেখা যাইবেক। এতদ্ভিন্ন কোন্ পরগনাআদির মধ্যে কত অধিকারের কিস্মৎ কিম্বা সমুদায় অধিকার আছে ও সে অধিকারের কত গ্রাম ও সে সকল গ্রামের কি নাম আছে তাহা নিষ্কর্ষ এবং এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ প্রকরণের উল্লেখক্রমে কোন সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির কিছু বেওরা জানিয়া পরগনাওয়ারী বহীতে লিখিবার জন্যে যদি কোন কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক হয় তবে কালেক্টরসাহেবদিগের সাধ্য আছে যে সে কাগজপত্র সকর ভূমির অধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের ও প্রজাবর্গের স্থানে এবং নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগিদিগের নিকটে সেইমতে তলব করেন্ যেমতে ঐ লোকদিগের স্থানে উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের প্রসঙ্গিত বহীসকল তৈয়ারের জন্যে তাহা তলব করিবার সাধ্য রাখেন্। ও যদি তাহারা তলবমতে সে কাগজপত্র দাখিল না করে তবে তদর্থে যেরূপে দণ্ড করিবার অবধারিত আছে সেইরূপে দণ্ড করা যাইবেক। কিন্তু কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে সে বহীতে লিখিবার কারণ সকর ভূমির অধিকারিগণের কি ইজারদারদিগের স্থানে ভূমি মাপের কিম্বা তাহার স্থিত জমার কোন কাগজপত্র এবং নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগিদিগের নিকটে তাহারদিগের বৃত্তিভূমির উপস্বত্বের কাগজপত্রাদি কোন হকীকৎ তলব করেন্। কেননা সরকারের মনস্থ এমত নহে যে কোন সকর ভূমির মাপের ও স্থিত জমার ও কোন নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বের হকীকৎ ঐ বহীতে তাবৎ লেখা যায় যাবৎ সে ভূমিতে সরকার হইতে মাপ না চড়ে কিম্বা তাহা খাসতহসীলে অথবা ক্রোকে না আইসে কিম্বা ইত্যাদি অপর যে কোন গতিকে মাপআদির নিষ্কর্ষ তত্ত্ব মিলিতে পারে তাহা না হয়। কিন্তু এমত কোন গতিকে ভূমির মাপআদির নিষ্কর্ষ তত্ত্ব মিলিলে তৎকালে তাহা বহীতে লিখিতে হইবার নিমিত্তে ঐ বহীর মধ্যে কোষ্ঠফাক্ রাখিতে হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা সকর ও নিষ্কর ভূমির অধিকারিপ্রভৃতির স্থানে ভূমির মাপের ও স্থিত জমাআদির কাগজপত্র তলব না করিবার কথা।

৮ ধারা।

৮ ধারা।

যে কাগজদৃষ্টে দর মিয়ানী বহী তৈয়ার হ ইবেক এবং তদর্থে কো ন তত্ত্ব জানিতে হইলে তাহা যে মতে তলব করা যাইবেক তাহার কথা।

সকর ভূমির খারিজদাখিলী ও নিষ্কর ভূমির বাজেয়াফ্তীদিগরের হকীকতী দরমি য়ানী বহী লিখিবার কারণ যে সকল বেওরাকৈফিয়ৎ দাখিল করিতে হুকুম আছে সেই সকল কৈফিয়ৎ এ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার উল্লিখিত পরগনাওয়ারী দরমি য়ানী বহী তৈয়ার করিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবদিগের পুঁজী হইবেক। কিন্তু যদি তদতিরিক্ত কোন বৃত্তান্ত জানিবার আবশ্যক হয় তবে তাহাতে ঐ সাহেবদি গের ক্ষমতা আছে যে সে বৃত্তান্তের কাগজপত্র উপরের ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে তলব করেন্ ইতি।

৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা বহী চূড়ান্ত করিবার কা রণ যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

হজুর কৌন্সেলের বি নাহুকুমে পরগনাআ দির সীমানার ফের ফার না হইবার কথা।

সন হালের নির্দ্দিষ্ট পরগনাওয়ারী বহী ও ইহার পশ্চাতের দরমিয়ানী বহী যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে রাখা যায় তবে তাহা যথাকার যে চলন ১২১২ সাল প্রবর্ত্তের পরগনাওয়ারী বহী ও তাহার পশ্চাতের দরমিয়ানী বহী তৈয়ার করিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবদিগের পুঁজী হইবেক। এতদ্ভিন্ন ঐ সাহেবদিগের উচিত যে সর কারহইতে মাপ চড়িলে কিম্বা ক্রোক হইলে অথবা অপর কোন গতিকে যৎকালে যে ভূমির মাপআদির নিষ্কর্ষ তত্ত্ব জানিতে পারেন্ তৎকালে তাহা অবশ্য জানেন্। এবং অনুমান হয় যে তাঁহারদিগের যাঁহার যে ব্যাপ্য জিলার ভূমির মাপের ও স্থিত জমাপ্রভৃতির নিষ্কর্ষ হকীকৎ সময়বিশেষে পরগনাওয়ারী বহীতে দাখিল হ ইতে পারিবেক ও সে হকীকৎ মিলিবার কারণেও হুকুম আছে যে ঐ সাহেবেরা যে ক্ষণে যে গ্রামের কিম্বা গ্রামের কিস্‌মতের সীমানার নৈত্য পান্ সেই ক্ষণেই তা হার বেওরা বহীতে লিখেন্ এবং যথাকার যে প্রসিদ্ধ নাম পরগনাআদির সীমা নার ঠিকানা যথাসাধ্য করেন্। এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরী হুকুম বিনা কোন পরগনার কিম্বা তাহার কোন মহালের নি র্দ্দিষ্ট সীমানার ফেরফার না করেন্। কিন্তু যদি কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ ছা ড়াছাড়ি অধিকার একত্র করিবার কারণ কোন পরগনাআদির সীমানার ফেরফার করা কিম্বা কোন গ্রাম অথবা তালুক কিম্বা অন্য মহাল এক পরগনাহইতে খারিজ করিয়া অন্য পরগনায় দাখিল করা উচিত জানেন্ তবে যেহেতুক তাহা কর্ত্তব্য তা হার হকীকৎ বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সা হেবেরা তাহাতে যে বিহিত ঠাহরেন্ তাহা লিখিয়া কালেক্টরসাহেবের চালানী হকীকৎসমেত হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ হজুর কৌন্সেলে পঁহুছাইবেন। কিন্তু এম তে কোন মহাল এক পরগনাহইতে খারিজ হইয়া অন্য পরগনায় দাখিল হইলে তাহাতে সে মহালের পেটায় কোন গ্রাম কিম্বা তালুকআদির অধিকারী যাহারা থাকে তাহারদিগের স্বত্বাধিকার সেই গ্রাম কিম্বা তালুকআদিহইতে কোনপ্রকারে বিচলিত হইবেক না। আর জানিবেন যে ঐ হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরী হুকুম

কালেক্টরসাহেবদি

বিনা

বিনা পরগনাআদির নির্দ্দিষ্ট সীমানার ফেরফার করিতে যে নিষেধ উপরে লেখা গেল তদনুসারে কালেক্টরসাহেবদিগকে বারণ নাই যে যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১১৯৭ সাল প্রবর্ত্তহইতে ভূম্যধিকারিগণের যে যে মহালকে যে পরগনাআদিহইতে খারিজ করিয়া স্বতন্ত্রং তরফ কিম্বা কিস্‌মৎআদিক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন্ সেইং মহালকে পুনরায় সেই পরগনাআদিতে দাখিল করা কর্ত্তব্য হইলে তাহা না করেন্ ইতি।

গকে ১১৯৭ সাল প্রবর্ত্তহইতে খারিজকরা মহালাৎ পুনরায় দাখিল করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

১০ ধারা।

কোন ভূমি এক জিলাহইতে খারিজ দিয়া অন্য জিলায় দাখিল করিবার হুকুম হইলে তৎকালে কর্ত্তব্য যে সে ভূমির যে হকীকৎ পরগনাওয়ারী গত পাঁচসনী বহীতে এবং দরমিয়ানী বহীতে লেখা থাকে ও তদ্ভিন্ন যত হকীকৎ মিলিয়া থাকে সে সমস্তের নকল সেই খারিজী জিলার কালেক্টরসাহেব দাখিলী জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠান্ ও তদৃষ্টে সেই দাখিলী জিলার কালেক্টরসাহেব সে ভূমির হকীকৎ আপন সিরিস্তার তৎকালের দরমিয়ানী বহীতে লিখেন্ এবং তদনন্তর পরগনাওয়ারী পাঁচসনী যে বহী লিখিতে হইবেক তাহাতেও লিখিবেন ইতি।

কোন ভূমি এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তৎকালে তাহার হকীকৎ খারিজী জিলার কালেক্টরসাহেব দাখিলী জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইবার কথা।

১১ ধারা।

উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে পরগনাওয়ারী বহী তৈয়ার হইলে যদি তাহাতে যথাকার যে প্রসিদ্ধ পরগনাআদির নাম তাহার পেটার গ্রামসকলের ও গ্রামসকলের কিস্‌মতের ও দরকিস্‌মতের নামনিদর্শনে লেখা থাকে তবে তদৃষ্টে করসম্পর্কীয় যে অধিকারের ভুক্ত যত গ্রাম ও গ্রামসকলের কিস্‌মৎ ও দরকিস্‌মৎ থাকে ও নিষ্কর যে সনন্দের ভুক্ত যত ভূমি বৃত্তি রহে তাহা সরকারী আমলারা সর্ব্বদা জানিতে পারিবেন। অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের আর ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের অনুসারে যে পরগনাআদির পেটায় যেং গ্রাম ও গ্রামের কিস্‌মৎআদি থাকে সে পরগনাআদির নাম সেইং গ্রামের ও গ্রামের কিস্‌মৎআদির নিদর্শনে অধিকারভূম্যাদির মোকররী বহী লিখিবার অর্থে যে হুকুম আছে তাহা এ ধারাক্রমে রহিত হইল। আর উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের অনুসারে সকর ও নিষ্কর ভূমির মোকররী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী যে যে বহী যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২০৭ সাল প্রবর্ত্তে ও তৎপশ্চাৎ লিখিতে হয় তাহা কেবল পরগনাআদির প্রসিদ্ধ নাম ধরিয়া তাহার তলে তস্য পেটায় যত অধিকার করসম্পর্কীয় থাকে ও তাহার যে অধিকারের ভুক্ত যত গ্রাম ও গ্রামের কিস্‌মৎ ও দরকিস্‌মৎ রহে তাহার নাম ধ্বনি দিয়া এবং নিষ্কর যে সনন্দের ভুক্ত যত ভূমি বৃত্তি থাকে তাহার সংখ্যা নিদর্শন করাইয়া লেখা যাইবেক। ও কালেক্টরসাহেবদিগকে হুকুম

মূলের প্রস্তাবিত আইনসকলের অনুসারে গ্রামসকলের ও তাহার কিস্‌মৎআদির হকীকৎ লিখিবার হুকুম ফিরিবার কথা।

মোকররী বহীর

আছে

লিখিত পরগনাদিগরের নামাদির মিলন পরগনাওয়ারী বহীর সহিত থাকিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবেরা সাবধান থাকিবার কথা।

আছে যে তাঁহারা সেই২ বহীর লিখিত পরগনাআদি প্রসিদ্ধ নামের ও তাহার পেটার সকর ও নিষ্কর সকল গ্রামের ও গ্রামের কিস্মতের ও দর্কিস্মতের নামের ও ভূমির সংখ্যার সহিত পরগনাওয়ারী বহীর মিলন থাকিবার অর্থে অতিসাবধান রহেন্। এবং আপনারা এদেশীয় যে আমলা লোককে সেই২ বহীর নকল রাখিবার কারণ নিযুক্ত করেন্ তাহারদিগকেও খাটী হুকুম দিবেন যে তাহারা তদনুসারে ঐ বহীসকলের মিলন রাখিবার অর্থে সুসাবধান রহে। এবং উপরের উল্লিখিত আইনসকলের মোকররী বহীসকলের অশুদ্ধশোধনের যে নিয়ম লেখা আছে তদনুক্রমে পরগনাওয়ারী কোন বহীর অশুদ্ধ নির্গত হইলে তাহার বেওরা ঐ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার উল্লিখিত দরমিয়ানী বহীতে সারিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।

পরগনাওয়ারী বহীর অশুদ্ধ শুধিবার মতের কথা।

১২ ধারা।

মূলের উল্লিখিত আইনসকলের অনুসারে রাখিবার বহীসকলে ভূমির মাপের ও স্থিত জমাআদির হকীকৎ লিখিত যে হুকুম আছে তাহা রহিত হইবার কথা।

কোন ভূমির মাপের ও স্থিত জমাআদির নৈত্য হইয়া তাহার হকীকৎ পরগনাওয়ারী বহীতে লেখা গেলে পর যদি সে ভূমি নীলামের কারণ কিম্বা অপর কোন হেতুতে তাহার সেই মাপআদির বেওরা হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তলব করেন্ তবে তাহা কালেক্টরসাহেব সেই পরগনাওয়ারী বহীদৃষ্টে যোগাইতে পারিবেন। অতএব উত্তরকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের অনুসারে আর ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের অনুক্রমে রাখিবার মোকররী বহীসকলে কোন করসম্পর্কীয় অধিকারের ভূমির মাপের ও স্থিত জমার এবং নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বের সংখ্যা লিখিবার প্রয়োজন থাকিবেক না এপ্রযুক্ত ঐ মোকররী বহীসকলে সেই মাপ ও স্থিত ও সংখ্যা লিখিবার অর্থে যে হুকুম ঐ আইনসকলে আছে তাহা এ ধারাক্রমে নিবৃত্ত হইল ইতি।

১৩ ধারা।

অধিকার শব্দের অর্থ পুনর্ব্বার ব্যক্ত করিবার কথা।

সকর ভূমির পাঁচসনী বহীসকল তৈয়ার করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের২ দ্বিতীয় ধারায় এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনে অধিকার শব্দের এই অর্থ ব্যক্ত করা গিয়াছে যে যে২ ভূমি সকর হয় ও তাহার মালগুজারীর কারণ সরকারের সহিত তদধিকারিগণের স্বতন্ত্র২ করারদাদ হইয়া থাকে কিম্বা হয় কেবল সেই২ ভূমিকেই অধিকার বলা যায়। কিন্তু যে যে ভূমি তাহার অধিকারিগণ মোকররী বন্দোবস্তের দাঁড়াক্রমে দেওয়া শক্ত্যনুসারে মালগুজারীর করারদাদ করিতে স্বীকৃত না হওনপ্রযুক্ত সরকারের খাস হইয়াছে এবং সেই দাঁড়াক্রমে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের অনুসারে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের যে যে ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামে আসিয়াছে এবং তদিতর সরকারী খাসের যে যে ভূমির মালগুজারীর করারদাদ কাহার সঙ্গে না হইয়াছে সে সমস্ত ভূমি সর্ব্বতোভাবে অধিকারের গণনায় আসি

বেক

বেক না। অথচ মনস্থ আছে যে সমস্ত সকর ভূমিকেই ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের নির্দ্দিষ্ট অধিকারভূমির বহীসকলের মধ্যে লেখা যায়। অতএব এ ধারাক্রমে পুনরায় ব্যক্ত করা যাইতেছে যে ঐ আইনসকলের উল্লিখিত অধিকার শব্দ সেই সকল সকর ভূমির প্রতি বর্ত্তে যে সকল সকর ভূমির মালগুজারীর অর্থে সরকারের সহিত তদধিকারিগণের কিম্বা হুজুরী ইজারদারদিগের স্বতন্ত্রং করারদাদ হইয়াছে অথবা যে যে ভূমির অধিকারিপ্রভৃতি কাহার সঙ্গে করারদাদ হয় নাই তথাচ সেইং ভূমির উপর জমার ধার্য্য পৃথকং করা গিয়াছে অর্থাৎ যে যে ভূমি খাস হইয়া সজাওলপ্রভৃতি সরকারী আমলার জিম্মা রহিয়াছে এবং অযোগ্য অধিকারিগণের যে যে ভূমি তাহারদিগের হিতের জন্যে সরবরাহকারদিগের এতমামে আছে সেইং ভূমি সমস্তই অধিকারের গণনায় আসিবেক ইতি।

১৪ ধারা।

জমার ফেরফারের সমস্ত হকীকৎ মূলের উল্লিখিত আইনসকলের নির্দ্দিষ্ট দরমিয়ানী ফেরফারী বহীতে লিখিতে হইবার কথা।

মনস্থ ছিল যে মোকররী পাঁচসনী বহীর লিখিত কোন হকীকতের ফেরফার হইলে তাহার বেওরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের ১৬ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের নির্দ্দিষ্ট দরমিয়ানী ফেরফারী বহীতে লেখা যায়। অতএব দরমিয়ানী ফেরফারী সেই সকল ফেরফারী বহী হকীকৎ লিখিতে হইবেক যে সকল হকীকৎ কোন ভূমি অংশাংশি হইয়া তাহার একং কিস্মতের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারানুসারে কিম্বা ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ সপ্তম ধারাক্রমে স্বতন্ত্রং জমার ধার্য্য পড়িবাতে অথবা মোকররী বন্দোবস্তের সময়ে কি তদনন্তরেইবা কোন ভূমির মোট জমায় কমী কিম্বা বেশী হওনহেতুক উপস্থিত হইয়াছে ও হয়। ও এরূপে কমীর হকীকৎ লিখিতে হইলে তৎকালে কর্ত্তব্য যে তদর্থে যে তারিখে মঞ্জুরী হুকুম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হইয়া থাকে এবং যে তারিখে সে হুকুম বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা লিখিয়া পাঠান্ সেইং তারিখনিদর্শনে লেখা যায় ইতি।

১৫ ধারা।

বাঙ্গলা ও খোট্টা ভাষায় বহীসকলের নকল রাখিবার নিদর্শনী মূলের প্রসঙ্গিত আইনসকলের হুকুম নিবর্ত্ত হইবার ও তাহার নকল আদালতসকলের সাহেবদিগের নিকটে না পাঠাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের আর ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের যত হুকুম ঐ সকল আইনের প্রস্তাবিত বহীসকলের নকল বাঙ্গলা ও খোট্টা ভাষায় রাখিবার অর্থে আছে তাহা এ ধারাক্রমে নিবৃত্ত হইল। উত্তরকালে ইঙ্গরেজী সমস্ত বহীর নকল কেবল পারসী ভাষায় রাখিতে হইবেক ও সে নকলের বহীসকল ঐ সকল আইনের হুকুমমতে প্রস্তুত ও তাহাতে দস্তখৎআদি করা যাইবেক। আর ঐ সকল আইনের যেং হুকুমের অনুসারে কালেক্টরসাহেবেরা মোকররী পাঁচসনী বহীসকলের নকল আপনং ব্যাপ্য জি

লার

লার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে এবং যাঁহার যে এলাকার মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন তথা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সকল জিলার মোকররী বহীসকলের নকল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সন্নিধানে পঁহুছাইবেন তাহাও এ ধারাক্রমে রহিত হইল। সেই২ হুকুমের পরিবর্ত্তে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের সাধ্য আছে যে যে সময়ে ঐ সকল আইনের কিম্বা এ আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন বহী তাঁহারদিগের কাহার দেখিবার আবশ্যক হয় সে সময়ে সেই বহী কিম্বা তাহার নকল যাহা চাহেন্ তাহা কালেক্টরসাহেবের দস্তখতে সটীক করিয়া পাঠাইবার কারণ তলব করেন্। ইহাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তলবী লিখন পাইলে পর যদি তৎকালে আসল বহী পাঠাইবাতে কোন কর্ম্মের ভণ্ডুল না হয় তবে তৎক্ষণাৎ এদেশীয় লোক আমলা জনেককে সঙ্গে দিয়া আসল বহী পাঠাইয়া দেন্। এরূপে সে বহী যাবৎ ফিরিয়া না আইসে তাবৎ সেই আমলার জিম্মায় রহিবেক। ও যদি আসল বহী পাঠাইবার কিছু বাগড়া থাকে তবে যে বিষয় জানিবার অর্থে সে বহী তলব হইয়া থাকে সেই বিষয়ের বেওরা হকীকতের নকল অবিশেষে উঠাইয়া আপনার ভারনির্দ্দর্শনী দস্তখতে সটীক করিয়া অব্যাজে পাঠান্। এবং তদনুসারে ঐ বোর্ডের সাহেবেরাও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের তলবমতে আপনারদিগের পাওয়া জিলাসকলের কোন বহী আসল কিম্বা তলবী হকীকতের নকল তুলিয়া ঐ বোর্ডের সেক্রেটারির সাহেবের স্বাক্ষরে কিম্বা আক্কৌণ্টাণ্ট অর্থাৎ ঐ বোর্ডের হিসাব কিতাবের সিরিস্তাদার সাহেবের দস্তখতে সটীক করিয়া পাঠাইবেন। ও এ গতিকে জজসাহেবদিগের কেহ কোন বহী তলব করিলে যদি সে বহী তৈয়ার না হইয়া থাকে ও সে সময়ে তাহা তৈয়ার করিবার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে তবে উচিত হয় যে কালেক্টরসাহেব তৎকালে সে বহী তৈয়ার না হইবার হেতু লিখিয়া পাঠান্ ও সে জজসাহেব সেই লিখন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে চালান করেন্। আর কালেক্টরীর যে কোন সাহেব নূতন পদস্থ হন্ কিম্বা অন্য যে কোন সাহেব সে কর্ম্ম চালাইবার জন্যে অনুযায়িক্রমে কিছু কালের নিমিত্তে প্রবৃত্ত হন্ সেই২ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে কার্য্যে বসিয়া সেই কালেই তত্ত্ব লন্ যে মোকররী বহীসকল হুকুমমতে তৈয়ার হইয়াছে কি না তাহাতে যদি তৈয়ার না হইয়া থাকে তবে তাহা না হইবার যে হেতু শুনেন্ সে হেতু লিখিয়া হুজুর কৌন্সেলের সুগোচরার্থে ঐ বোর্ডে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

বহী দেখিবার আবশ্যক হইলে জজসাহেবেরা যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

বহী তৈয়ার হইবার যে বাগড়া কালেক্টরসাহেবেরা লিখেন্ তাহা জজসাহেবেরা হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

নব্য কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা তৎকর্ম্মাবৃত অন্য সাহেবেরা বহী তৈয়ার আছে কি না ইহার তত্ত্ব লইবার ও তৈয়ার না থাকিলে যেহেতুক না থাকে তাহার বার্ত্তা হুজুরে লিখিবার কথা।

১৩ ধারা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার কালেক্টরসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২২ ধারার এবং ৩৭ আইনের ৩৭ ধারার তথা ৪৮

মূলের লিখিত আইনসকলের নির্ণীত বহীসকল বোর্ড রেবিনিউর আ

আইনের

আইনের ২৬ ধারার অনুসারে এবং সুবে বারাণসের কালেক্টরসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৯ আইনের ২৪ ধারার এবং ৪১ আইনের ৪২ ধারার তথা ৪২ আইনের ৩৭ ধারার অনুসারে যে সকল বহী বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার অর্থে হুকুম আছে তাহা ইঙ্গরেজী ও পারসী ভাষায় তৈয়ার করিয়া নিরূপিত কালের মধ্যে ঐ বোর্ডের আক্কৌণ্টাণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন তাহাতে দরমিয়ানী তিনং মাসিয়া বহী কিম্বা পাঁচং সনী বহী যে যে সময়ের মধ্যে তৈয়ার করিবার হুকুম আছে সেইং সময়ের অর্থাৎ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে যদি তাহার নকল ঐ আক্কৌণ্টাণ্টসাহেব না পান্ তবে তাহার সমাচার ঐ বোর্ডের সাহেবদিগকে দিবেন। আর যদি তৈয়ারী কোন বহী নির্দ্ধারিত নক্শাক্রমে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহা সারিয়া লিখিবার কারণ পুনরায় কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ও কালেক্টরসাহেবের চালানী বহী আক্কৌণ্টাণ্টসাহেবের স্থানে দাখিল হইলে আক্কৌণ্টাণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকররী বন্দোবস্তের কালের জমার যেং হকীকৎ আপন দফ্তরে থাকে ও তদনন্তর কোন ভূমি অংশাংশি হইয়া তাহার একং কিস্মতের উপর জমার ধার্য্য পড়িবার কিম্বা কিছু হেতুতে কোন ভূমির জমায় কমী কি বেশী হইবার মঞ্জুরী যেং হুকুম ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে পাইয়া থাকেন্ তাহার সহিত সেই বহীর লিখিত জমার হকীকতের মিলান করিবেন। এবং ঐ বোর্ডের সেক্রেটারির সাহেবের উচিত যে যে ক্ষণে যে কোন ভূমির জমার ফেরফার করা মঞ্জুর হয় সেইক্ষণে তাহার সমাচার আক্কৌণ্টাণ্টসাহেবকে দেন্। ও যদি কেবল কোন ভূমির জমার ফেরফার হইবার মঞ্জুরী হুকুমের প্রস্তাব দরমিয়ানী ফেরফারী কোন বহীতে লিখিতে ভুল হইয়া থাকে তবে আক্কৌণ্টাণ্টসাহেব সেই ভুল সারিয়া লিখিবার কারণ সে বহী পুনরায় কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন কিন্তু যদি আক্কৌণ্টাণ্টসাহেব বুঝেন্ যে কালেক্টরসাহেব বিনাহুকুমে কোন ভমির জমার ফেরফার করিয়া লিখিয়াছেন তবে তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কোন হুকুম হইবার কিম্বা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার নিষ্পত্তি হইবার আবশ্যক থাকিলে বেওরা লিখিয়া কালেক্টরসাহেবের পাঠান সেই হকীকৎ সমেত ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে দিবেন ইতি।

ক্কৌণ্টাণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইবার ও সে সাহেব তাহা না পাইলে তহকীক করিবার ও তাহার বেওরা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগকে দিবার কথা।

১৭ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ এবং ৩৭ তথা ৪৮ আইনের আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৯ এবং ৪১ তথা ৪২ আইনের নির্দ্দিষ্ট বহীসকলের নক্শা এ আইনের লিখিত ফেরফারক্রমে নয়া তৈয়ার করিয়া কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। ও কালেক্টরসাহেবেরা সে নক্শা পাইলে পর তদৃষ্টে সকর ভূমির যে পাঁচসনী বহী ও নিষ্কর ভূমির যে মিয়াদী বহী যথাকার যে চলন সন হাল বাঙ্গলার কিম্বা ফসলীর অথবা বিলায়তীর প্রথমহইতে তৈয়ার

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এ আইনদৃষ্টে পূর্ব্ব আইনসকলের নিরূপিত বহীসকলের নয়া নক্শা তৈয়ার করিয়া পাঠাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা তিন২ মাসিয়া বহী সময়শিরে পাঠাইবার কথা।

য়ার করিবার হুকুম আছে তাহা অব্যাজে তৈয়ার করাইবেন। এবং কর্ত্তব্য যে সে সকল বিস্তারিত বহী লেখা চূড়ান্ত হইবার অপেক্ষা না করিয়া সন হালের প্রথম হইতে দরমিয়ানী ফেরফারী ও বাজেয়াপ্তী তিন২ মাসিয়া বহী ঐ বোর্ডের আক্কৌণ্টাণ্টসাহেবের সমীপে অবিলম্বে চালান করেন্। এবং পশ্চাতেও সময়শিরে সেই বহীসকল পাঠাইবার অর্থে অতিতৎপর থাকেন্। ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ সকল বহীতে গ্রামসকলের ভূমির মাপের ও জমার হকীকৎ বিস্তারিত করিয়া না লিখিলে এবং তাহার নকল বাঙ্গলা ও খোট্টা ভাষায় না উঠাইলে উত্তরকালে সমস্ত বহী সময়শিরে তৈয়ার হইতে পারে অতএব এই আবশ্যক মানস সিদ্ধ হইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২১ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া এদেশীয় মুজমিলনবীস লোকেরা এ আইনের নিরূপিত পরগনাওয়ারী বহীসকল লিখিবার এবং উপরের প্রসঙ্গিত আইনসকলের নির্ণীত সকর ও নিষ্কর ভূমির বহীসকলের নকল পারসী ভাষায় উঠাইবার সহায়তার জন্যে এবং তাহার যে২ নকল ঐ বোর্ডের আক্কৌণ্টাণ্ট সাহেবের স্থানে পাঠাইবার অর্থে হুকুম আছে সে নকল পাঠাইবার কারণ যত আমলা নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় তাহা নিযুক্ত হইবেক।

বহী লিখিবার কারণ আমলার নামনবীসীস মেত বরাওর্দ্দ করিয়া তাহা মঞ্জুরের জন্যে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

এবং সে আমলার উপযুক্ত যত লোক পূর্ব্বের কানুনগোদিগের পরগনাওী মুহুরির দিগের মধ্যহইতে মিলে তাহা বাচিয়া লইয়া নিযুক্ত করা যাইবেক ও তাহারা ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩৪ ধারার এবং ২৪ চতুর্বিংশতি আইনের অনুসারে যত মুশাহেরা এইক্ষণে পাইতেছে তদপেক্ষা অধিক যাহা দিবার আবশ্যক হয় তাহার বরাওর্দ্দসুদ্ধা নামনবীসীর ফর্দ্দ কালেক্টরসাহেবেরা করিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরের অর্থে শীঘ্র পাঠাইবেন।

নয়া আমলার মাহিয়ানা দিবার কারণ কালেক্টরী আমলার মাহিয়ানার যত কর্ত্তন হইতে পারে তাহা ঠাহরিবার কথা।

আর ঐ নয়া আমলার মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে কালেক্টরী আমলার এইক্ষণের বরাওর্দ্দের মধ্যে কত টাকা কর্ত্তন হইতে পারে এবং কালেক্টরী আমলার মধ্যের কাহাকেও এ কার্য্যে নিযুক্ত করা পরামর্শ কি না এবং আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা অন্য২ কার্য্য করিয়া অবসরক্রমে সকর ও নিষ্কর ভূমির সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী বহীসকলের যত লিখিতে পারেন্ তাহা ছাড়া সেই ইঙ্গরেজী বহীসকল লিখিবার নিমিত্তে এদেশীয় কোন কেরাণী লোককে রাখিবার আবশ্যক আছে কি না ও যদি আবশ্যক থাকে তবে কত লোকের আবশ্যক তাহার বেওরাও লিখিবেন।

ইঙ্গরেজী বহী লিখিবার কারণ এদেশীয় কেরাণী যত জন চাহি তাহা ঠাহরিবার কথা।

আর উচিত যে সেই ইঙ্গরেজী বহীসকলের লিখিত যে সকল বিষয়ের দায়ে কালেক্টরসাহেবদিগকে ঠেকিতে হয় সে সকল বিষয় নিজে লিখিবার অর্থে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকেন্। আর দরমিয়ানী ফেরফারী ও বাজেয়াপ্তীওগয়রহের হকীকতী বহীসকল যে শুদ্ধ করিয়া লিখিবার আবশ্যক আছে তাহাতে কৃচিৎ কোন হকীকৎ লিখিতে হয় এপ্রযুক্ত সে বহীসকলের আসল সুতরাং কালেক্টরসাহেবেরা নিজে অনায়াসে লিখিতে পারিবেন ইতি।

১৮ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সা

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে উপরের ধারার

প্রস্তাবিত

প্রস্তাবিত হকীকৎ পাইলে পর মোকররী বহীসকল লিখিবার কারণ দরকারী আমলার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। এবং এইক্ষণে যে বরাওর্দ্দ আছে তদপেক্ষা যদি কিছু অধিক বরাওর্দ্দের অত্যাবশ্যক সে ফর্দ্দদৃষ্টে বুঝেন্ তবে সে কারণেও হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ হজুর কৌন্সেলে লিখিবেন। ইহাতে যে আমলা এইক্ষণে কি পশ্চাতে উপরের ধারার উল্লিখিত কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের ত্রুটি কখন ঐ হজুর কৌন্সেলে সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ না হইলে তাহারা তৎকর্ম্মচ্যুত হইবেক না ও যাবৎ সে কর্ম্ম সমাপ্ত না হয় তাবৎ তাহারা অন্য কর্ম্ম না করিয়া কেবল সেই সকল খস্ড়া ও পাকা বহী লিখিতে থাকিবেক। এবং হালে লিখিবার নির্দ্দিষ্ট বহী লেখা তৈয়ার হইলে পর পূর্ব্ব সন সকলের যে সকল বহী যবস্থবে রহিয়াছে তাহা যত ত্বরায় পারে লিখিবেক কদাচিৎ পূর্ব্ব সনসকলের বহীসকল লিখিবার অপেক্ষায় হালের বহীসকল লিখিতে গৌণ করিবেক না। কিন্তু যদি পূর্ব্ব সনসকলের কোন বহী লিখিবার অল্পাপেক্ষা থাকে কিম্বা অপর কোন হেতুতে সে বহী শীঘ্র তৈয়ার করা কখন কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ উচিত জানেন্ তবে তৎকালে তাহার হকীকৎ লিখিয়া ঐ বোর্ডে পাঠাইবেন এবং তথাকার হুকুমমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

হেবেরা দরকারী আমলার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

আমলা বহাল ও তগীর হইবার ও তাহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২৬ ধারার এবং ৩৭ আইনের ২১ ধারার অনুসারে আর তদনুযায়ী যে যে ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪১ তথা ৪২ আইনে আছে তাহার অনুসারে ও নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগী যাহারা আপনারদিগের বৃত্তি যে সকল নিষ্কর ভূমির সনন্দাদি রেজিষ্টরী করায় নাই অর্থাৎ যাহারা ঐ সকল আইনের উল্লিখিত ঘোষণাপত্র ডাকে ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে বেওরাকৈফিয়ৎ দাখিল করে নাই তাহারা যদি তাহা দাখিল না করিবার বিশিষ্ট হেতু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দর্শাইতে না পারে তবে সে সকল ভূমির উপর জমা চড়িবার যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু বুঝা যায় যে ঐ ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২৫ ধারার এবং ৩৭ আইনের ২০ ধারার নিরূপিত আর তদনুযায়ী যে যে ধারা ঐ ১৭৯৫ সালের ৪১ তথা ৪২ আইনে আছে তাহারো নিরূপিত ইশ্‌তিহারনামার অনুসারে সকল কার্য্য হয় নাই এতাবতা বাদশাহী সনন্দী ভূমির নিদর্শনী ইশ্‌তিহারনামা সেমত সনন্দাধিকারির সদর কাছারীতে এবং তদিতর নিষ্কর ভূমির নিদর্শনী ইশ্‌তিহারনামা সকর ভূমির সকল অধিকারিগণের ও হজুরী ইজারদারদিগের এবং সরকারী খাস মহালাতের এদেশীয় সজ্জাওল লোকদিগের জনাজাতের সদর কাছারীতে কিম্বা যে যে অধিকার অথবা হজুরী ইজারার কিম্বা সরকারী খাস মহাল দুই কিম্বা ততোধিক পরগনা অথবা পরগনার কিস্মৎ আছে সেই২ অধিকার কিম্বা হজুরী ইজারার অথবা খাস মহালের প্রত্যেক পরগনার কিম্বা পরগনার কিস্মতের সদর কাছারী

মূলের লিখিত আইনসকলের নির্ণীত ইশ্‌তিহার দেওয়া গিয়াছিল কি না তাহা কালেক্টর সাহেবেরা তহকীক করিবার ও না দেওয়া গিয়া থাকিলে এইক্ষণে দিবার ও সে ইশ্‌তিহারনামায় সনন্দাদি রেজিষ্টরী করাইবার মিয়াদ এক বৎসর নির্ণয় করিবার কথা।

তেও লট্‌কাইয়া শোহরৎ দেওয়া যায় নাই অতএব এ ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেব দিগকে হুকুম আছে যে এ আইন পাইলে পর অব্যাজে ইহার তহকীক করেন্ যে উপরের প্রসঙ্গিত ইশ্‌তিহারনামা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য জিলাসকলের সর্ব্বত্র শোহরৎ পাইয়াছে কি না। তাহাতে যদি শোহরৎ না পাইয়া থাকে তবে অচিরাৎ উপরের লিখনানুসারে ইশ্‌তিহারনামা আপনং কালেক্টরী কাছারীতে এবং আপনং জিলার দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে লট্‌কাইয়া শোহরৎ দেওয়াইবেন ও সেই ইশ্‌তিহারনামা লিখিবার তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে তাহার উল্লিখিত ভূমির সনন্দাদি কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়া রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্তে মিয়াদের নির্ণয় সেই ইশ্‌তিহারনামায় করিবেন। ও সেই মিয়াদগতে যদি জানা যায় যে কোন নিষ্কর ভূমির সনন্দাদি রেজিষ্টরী হয় নাই তবে উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের হুকুমমতে সে ভূমির উপর জমা চড়িবেক। এবং এরূপে জমাচড়া ভূমিসকলকে অন্য যে যে নিষ্কর ভূমির উপর জমা চড়িয়া থাকে তাহার শামিলে সকর ভূমির পাঁচসনী বহীতে এবং দরমিয়ানী ফেরফারী বহীতেও কালেক্টরসাহেবেরা লিখিবেন ইতি।

২০ ধারা।

কোন গ্রাম নব্য পত্তন হইলে তাহার সম্বাদ তদধিকারিপ্রভৃতিতে কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিবার কথা।

যদি কখন করসম্পর্কীয় কোন অধিকারভূমির মধ্যে নূতন কোন গ্রাম পত্তন হয় ও সেই নূতন গ্রামের নাম সেমত অধিকারভূমির মোকররী বহীতে লিখিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের স্থানে দাখিলহওয়া ফিরিস্তির মধ্যে লেখা না থাকে তবে সেই নূতন পত্তনী গ্রাম কোন ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যের হইলে সেই অধিকারির কিম্বা হুজুরী ইজারদারী মহালের মধ্যের হইলে তাহার ইজারদারের অথবা সরবরাহকারী কিম্বা সরকারের খাস তহসীলী মহালের মধ্যের হইলে তথাকার সরবরাহকারের নচেৎ সজাওলের কর্ত্তব্য যে সেই গ্রাম নূতন পত্তন হইবার সমাচার বেওরা করিয়া লিখিয়া কালেক্টরসাহেবের স্থানে দেয় যে তাহার হকীকৎ বহীতে লেখা যায়। ইহাতে যদি প্রকাশ পায় যে ঐ বহী তৈয়ারের কারণ যে গ্রামাদির তালিকা ফিরিস্তি কালেক্টরসাহেবেরা তলব করিতে পারেন্ তাহাতে কোন অধিকারের মধ্যের কোন গ্রাম কিম্বা কিস্‌মৎআদি জ্ঞাতসারে লিখে নাই তবে সে তালিকা ফিরিস্তি সেই গ্রামাদির অধিকারিতে দাখিল করিয়া থাকিলে তাহার সেই গ্রামাদি সরকারে জব্দের যোগ্য হইবেক। আর যদি হুজুরী কোন ইজারদারে কিম্বা কোন সরবরাহকারে অথবা সজাওলে কিম্বা অন্য আমলায় দাখিল করিয়া থাকে তবে সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া সে লোকের যত দণ্ডকরণ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উচিত বুঝেন্ তাহাই করা যাইবেক। কিন্তু কালেক্টরসাহেবেরা এমত হকীকৎ উপস্থিতমুখে সর্ব্বদা বোর্ড রেবিনিউতে লিখিবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহাতে যথাবিহিত হুকুম হইবার কারণ যে সুপরামর্শ ঠাহরেন্ তাহা লিখিয়া সেই হকীকৎসুদ্ধা হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি।

২১ ধারা।

২১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা সকর কি নিষ্কর ভূমির ফেরফারী সমাচার সময়শিরে জানিতে পারিবার ও তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ বহীতে লিখিবার কারণ কর্ত্তব্য যে সকর কি নিষ্কর যে কোন ভূমি কেহ উত্তরাধিকারিতাক্রমে কিম্বা ক্রয়ের দ্বারা অথবা দানে কিম্বা অন্য কোন মতে পায় সে ব্যক্তি সেই ভূমি পাইলে পর ঝটিতি তাহার সমাচার ঐ বহী তৈয়ারের আবশ্যক হকীকৎসুদ্ধা সেই ভূমির ব্যাপক জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে দেয়। ও কালেক্টরসাহেবের উচিত যে এমত সমাচার পাইলে পর সেই ভূমি সে ব্যক্তি পাইয়াছে কি না ইহার সত্য মিথ্যা তহকীক করেন্ ও সত্য হইলে তাহার হকীকৎ সকর ভূমির পরগনাওয়ারী দরমিয়ানী বহীতে এবং সকর ও নিষ্কর ভূমির দরমিয়ানী ফেরফারী বহীতে লিখেন্। কিন্তু কোন ভূমির সেমত হকীকৎ সে বহীসকলে লেখা গেলে তাহা যে কোন অধিকারির নামে লেখা যায় তাহার অধিকারিতাই বলবৎ হইবেক না এবং অন্য কোন স্বত্ববানের নামনিদর্শনে না লেখা গেলে যদি সে আপন স্বত্বাধিকারের প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে কিম্বা অপর কোন গতিকে করিতে পারে তবে তাহারো স্বত্ব লোপ পাইবেক না। আর যে কেহ সকর কিম্বা নিষ্কর কোন ভূমি পায় সে যদি উপরের প্রসঙ্গানুসারে তাহার সমাচারাদি পার্য্যমাণে কালেক্টরসাহেবের স্থানে না দেয় কিম্বা কেহ যদি সকর বা নিষ্কর কোন ভূমি না পাইয়া পাইয়াছি বলিয়া দিব্যজ্ঞানে মিথ্যা সম্বাদ কালেক্টরসাহেবকে জানায় ও তহকীকে সে ভূমি তাহার পাওয়া সাব্যস্থ না হয় তবে এমতে সত্য পাওয়া ভূমির সমাচার পার্য্যমাণে না দিবার এবং না পাওয়া ভূমির সমাচার মিথ্যা করিয়া জানাইবার নিদর্শনে কালেক্টরসাহেবের পাঠান হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পঁহুছিলে তথায় তদৃষ্টে সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া সে লোকের যত দণ্ড করা বিহিত বুঝেন্ তাহাই করা যাইবেক। এতদ্ভিন্ন যদি কখন কোন সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমি কোন বালকাদি এমত অযোগ্য লোককে ঘটে যে সে তাহার সমাচারাদি নিজে কালেক্টরসাহেবের স্থানে পঁহুছাইবার অযোগ্য হয় তবে তৎকালে তাহার সংসারের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার পক্ষের সেই সকর কি নিষ্কর ভূমির সরবরাহকার যে থাকে সেই সে সমাচারাদি কালেক্টরসাহেবের স্থানে পঁহুছাইয়া দিবেক ও না পঁহুছাইলে যথানির্ণীত দণ্ড তাহার প্রতি করা যাইবেক ইতি।

সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমি যে কেহ পায় সে তাহার সম্বাদ কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা মূলের লিখিত বার্ত্তা পাইলে পর তাহা তহকীক করিবার কথা।

কেহ কোন ভূমি পাইয়া তাহার বার্ত্তা না দিলে ও না পাইয়া পাইয়াছি জানাইলে দণ্ড্য হইবার কথা।

২২ ধারা।

সদর ও মফঃসলের কানুনগোয়ী সিরিস্তা মৌকুফ হইয়াছে অতএব কর্ত্তব্য যে কানুনগোদিগের তরফ জিলাসকলের মোতালক আমলারা যাহার যে এলাকার দফ্তরসকল সেই২ জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে দাখিল করিয়া দেয়। ইহাতে এ ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে সে সকল দফ্তর

কানুনগোদিগের মফঃসলী সাবেক দফ্তরসকল কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে দাখিল হইবার কথা।

তলব

কানুনগোদিগের ও তাহারদিগের সদর নায়েবদিগের এলাকার দফ্তরসকল বোর্ড রেবিনিউতে দাখিল হইবার ও তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে যুক্তি দিবেন তাহার কথা।

লব করেন্ এবং আবশ্যক হইলে তাহা পাইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১৬ ধারানুসারে কার্য্য করিবেন। আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কানুনগোদিগের ও তাঁহারদিগের সদর নায়েবদিগের নিকটে তাঁহারদিগের এলাকার সমস্ত দফ্তর তলব করিয়া লন্ এবং তাহার ফিরিস্তি লেখাইলে পর সেই ফিরিস্তিসুদ্ধা সে সকল দফ্তরহইতে সরকারের উপকার দর্শিবার কারণ কোন্ উপায় কর্ত্তব্য তাহার যুক্তি লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্। এবং কালেক্টরসাহেবেরাও তাঁহারদিগের স্থানে এ ধারানুসারে দাখিলহওয়া দফ্তরসকলের ফিরিস্তি ঐ বোর্ডে চালান করিবেন ও সে দফ্তরসকলকে অতিসাবধানে রাখিবেন ইতি।

VOL. III. 344.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ৯ নবম আইন।

রাজাধিপ শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট যে সাহেবদিগকে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজত্ব সংক্রান্ত হিন্দুস্থান রাজ্যের আদালতসকলের ব্যাপারাদি শ্রেষ্ঠং রাজকার্য্যার্পণ হইতে পারে তাঁহারা সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার অর্থে সুশিক্ষিত হইবার কারণ সুবে বাঙ্গালার মোতালক ফোর্ট উলিয়ম মোকামে কালেজ অর্থাৎ পাঠশালা বসাইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ১০ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের ২৮ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ ৪ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ২৮ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ৪ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ১৭ সফরে জারী হইল। কিন্তু জানিবেন যে যদ্যপি এ আইন জারীর ঐ তারিখ বটে তথাচ ঐ হজুরের হুকুম মতে তাহা না ধরিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের যে ৪ মাই তারিখকে মৈসূর দেশের রাজধানী মোকাম শ্রীরঙ্গপাটন দিগ্বিজয় ইঙ্গরেজী সৈন্যে জয় করিবার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম দিন গণা যায় এ আইন জারীর সেই ৪ মাই তারিখ ধরা গেল।

হেতুবাদ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরের অনুগ্রহ ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের কৃত মহোদ্যোগের ও সদুপায়ের প্রতি এমত আছে যে তাহাতে এ দেশের মধ্যে উত্তরং ঐ সরকারের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং স্বাভাবিক সুরীতিক্রমে ন্যায়যুদ্ধ করণাধীন জয় হইয়া সেই ফলে হিন্দুস্থান ও দক্ষিণ দেশাদি বৃহৎং অনেক রাজ্য ঐ সরকারের হস্তগত হইয়া তন্মধ্যে বিস্তর যে সধন স্থানে নানাপ্রকার জাতি ও স্বতন্ত্রং ধর্ম্মসেবী এবং পৃথকং আচার ও ব্যবহার এবং অশেষপ্রকার ভাষা চলন আছে এবং পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি শূন্য হইয়া আদ্যোপান্তীয় রীতিক্রমে যাহার যে ধর্ম্মাচরণে রত রহিয়াছে সে স্থান সমস্তও কালেং সরকারের কর্ত্তৃত্বতলে আসিয়াছে। ইহাতে সরকারের কর্ত্তব্য যে সকলের দৃঢ় প্রতীতি শাস্ত্রীয় বিধিতে হইবার ও যাথার্থরূপে গৌরব বাড়িবার এবং সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর লাভ দর্শিবার ও পরিণামদর্শনে দার্ঢ্য জন্মিবার জন্যে এ দেশের রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও প্রজাবর্গের পরম কল্যাণ ও সুখোদয় হইবার কারণ বিশিষ্টোপায় ও দৃঢ় চেষ্টা নিয়ত হয়। আর সরকারের প্রধানং কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বাসনা অনবরত এমত আছে যে যদনুসারে আদালতের প্রভাবে প্রজাগণের রীতি ও চরিত্র সমভাবে থাকে তাহাই প্রবল করেন্ অতএব ঐ কৃপান্বিত বাসনা সফলা হইবার অর্থে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে মধ্যেং সদ্বিচারান্বিত আইনসকল জারী হইয়াছে আর এইক্ষণেও বাঞ্ছা যে সেই আইনসকল এবং পশ্চাৎ যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাও সুন্দররূপে

সর্ব্বদা

সর্ব্বদা জারী এতাবতা প্রবল থাকে। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক যে সরকারের চিহ্নিত চা
কর যে সাহেবেরা এ দেশীয় শ্রেষ্ঠং রাজকার্য্য পান্ তাঁহারা আপনং প্রাপ্ত সেই
সকল কার্য্য বিলক্ষণরূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে সচরাচর পাঠ্য সমস্ত বিদ্যা ও
ধর্ম্মশাস্ত্র ও রাজকর্ম্ম এবং ইঙ্গরেজী বিলায়তী রীতি ও রাজনীতি আর হিন্দু
স্থানের ও দক্ষিণ দেশের চলন স্বতন্ত্রং ভাষা জ্ঞাত হন্ এবং যে সাহেবদিগকে ক
খন্ কোন্ জিলার রাজকর্ম্মের ভার হয় তাহার নৈত্য নাই এপ্রযুক্ত তাঁহারা সকল
জিলার চলন আচার ও ব্যবহার অবগত হইতেও মনোযোগ করেন্। এবং সা
হেবলোক নবযৌবনকালে সরকারের চিহ্নিত চাকর হইয়া এদেশে আইসেন্ এ
কারণ তাঁহারা উপরের উক্ত যত বিদ্যা শিক্ষাকরণ কর্ত্তব্য তাহাতে অপরিপক্ব
এবং ইঙ্গরেজী বিলায়তী রীতি ও রাজনীতিতেও অবিজ্ঞ থাকেন্। এবং সেই
সকল শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সম্পন্নকরণার্থেও অনেক প্রকারে যোগ্য হইতে ও নানা বিদ্যা শি
ক্ষা করিতে হয় অতএব তাহা এ দেশে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদিগের সমীপ স্থ
লেই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অদ্যাবধি এ দেশে বিদ্যা শিক্ষার অর্থে এমত কোন
প্রণালী স্থির পড়ে নাই যে নবযৌবনবিশিষ্ট যে সাহেবেরা সরকারের চিহ্নিত
চাকর হইয়া এদেশে আইসেন্ তাঁহারা তদ্দ্বারা গুণবান হইয়া আপনং প্রাপ্তব্য শ্রে
ষ্ঠং রাজকর্ম্ম পাইলে তৎসম্পাদক হন্। এবং সেই নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরা এ
দেশে পঁহুছিলেই তাঁহারা যে রূপ সৎপথগামী ও সুচর্য্যান্বিত হইবাতে এবং যত
বিদ্যাভ্যাস ও যাদৃশ শ্রম করিবাতে এবং পরিণামদর্শী ও সাবধান ও বিশ্বাসী ও
সদ্বিচারক ও ধর্ম্মিষ্ঠ হইবাতে সরকারের চিরানুরাগ থাকে তাহাতে তাঁহারদিগের
প্রবৃত্তি জন্মিয়া শিষ্টতাবলম্বন ও বিদ্যা শিক্ষা করিবার ও তাহা শিক্ষা করাইবার
কারণেও কিছু উপায় স্থির হয় নাই। অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল মারক্বিস
ওএলজলী বাহাদুর এ দেশে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবার এবং
রাজকর্ম্ম পরিপাটীরূপে চলিবার আর সরকারের লাভোদয় ও যশোবৃদ্ধি পাইবার
বিবেচনায় বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক জানিয়া নীচের লি
খিত দাঁড়া ধার্য্য করিলেন ইতি।

২ ধারা।

পাঠশালা বসাইবার কথা।

এ আইনের অনুসারে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজত্ব সংক্রান্ত হিন্দুস্থান রা
জ্যের নানাবিষয়ক শ্রেষ্ঠং রাজকার্য্য সম্পন্নের কারণ যে যে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা
করিবার আবশ্যক আছে তাহাতে সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট সাহে
বেরা সুশিক্ষিত হইবার জন্যে সুবে বাঙ্গালার মোতালক ফোর্ট উলিয়ম মোকামে
এক পাঠশালা বসান যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

পাঠশালার কারণ

ঐ পাঠশালার শিক্ষাগুরুপ্রভৃতি প্রধানং কর্ম্মকর্ত্তাদিগের এবং পঠনিয়াবর্গের

স্থিতির

স্থিতির কারণ এবং পুস্তকাগারাদির জন্যে যত কুঠরীর আবশ্যক হয় তদন্বিতে যথোপযুক্ত এক কোঠা নির্ম্মাণ হইবেক ইতি।

এক কোঠা নির্ম্মাণ হইবার কথা।

৪ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর স্বয়ং ঐ পাঠশালার পাত্রন্ ও বিজিটর অর্থাৎ সর্ব্বাচ্ছাদক এবং তত্ত্বাবধারক হইবেন ইতি।

পাঠশালার সর্ব্বাচ্ছাদক এবং তত্ত্বাবধারক হইবার কথা।

৫ ধারা।

শ্রীযুত কৌন্সেলী সাহেবগণ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ঐ পাঠশালার অধ্যক্ষ হইবেন ইতি।

পাঠশালার অধ্যক্ষ হইবার কথা।

৬ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর নিজে ঐ পাঠশালার ব্যয়ের সংস্থানকর্ত্তা হইবেন বাক্যার্থ তদর্থে ঐ শ্রীযুত কর্ত্তৃত্বের দ্বারা যে সকল উপায় ও উদ্যোগ করেন তাহার বেওরা অবিশেষে লিখিয়া কোর্ট আফ্ ডৈরেক্টার্স অর্থাৎ বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগেরে পনঃপুনঃ অবগত করাইবেন ইতি।

পাঠশালার খরচের সংস্থানকর্ত্তা হইবার কথা।

৭ ধারা।

ঐ পাঠশালার খাজাঞ্চীগিরী ভার সরকারের কোষাধ্যক্ষগণ অর্থাৎ খাজানাখানার কর্ত্তা সাহেবদিগের প্রতি বর্ত্তিবেক ইতি।

পাঠশালার খাজাঞ্চী হইবার কথা।

৮ ধারা।

আক্কৌণ্টাণ্ট জেনরল এবং সিবিল আডিটের অর্থাৎ সরকারী সমস্ত হিসাবের দফ্তরমনিবসাহেব এবং ঐ হিসাবদফ্তরের আমীনসাহেব ঐ পাঠশালার দফ্তরমনিব এবং হিসাবের আমীন হইবেন ইতি।

পাঠশালার হিসাব কিতাবের দফ্তরমনিব এবং আমীন হইবার কথা।

৯ ধারা।

আড্বকেট্ জেনরল অর্থাৎ বিচার বিষয়ের প্রধান ব্যবস্থাপক সাহেব এবং যে সাহেবেরা সরকারের পক্ষে সুপ্রিমকোর্টসংজ্ঞক বড় আদালতের কথাসচিবী ডাকে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাও ঐ পাঠশালার অর্থে বিচারব্যবস্থাপকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন ইতি।

পাঠশালার অর্থে বিচারব্যবস্থাপক হইবার কথা।

১০ ধারা।

ঐ পাঠশালার এতমামদারী কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব ভার প্রবোষ্টখ্যাতিতে খ্যাত সাহেবকে এবং

পাঠশালার প্রবোষ্টা

দিসংজ্ঞক কর্ম্মকর্ত্তাদিগেরে পদস্থাপদস্থ এবং তাঁহারদিগের বেতন ধার্য্য করিবার কথা।

এবং তস্যানুকারিতা অর্থাৎ নায়েবী ভার বৈস প্রবোষ্টসংজ্ঞক সাহেবকে হইবেক। তদিতর অন্যং যে সাহেবদিগকে যে ভার দেওয়া পাত্রন্ ও বিজিটর বিহিত বুঝেন্ তাহা তাঁহারদিগেরেও দেওয়া যাইবেক। আর সেই সকল সাহেবদিগের মাসিক বেতন ডাকে মাহিয়ানার ধার্য্য এবং তাঁহারদিগকে ঐ ভারচ্যুত করা কর্ত্তব্য হইলে তাহাও পাত্রন্ ও বিজিটর স্বেচ্ছাধীন করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

পাঠশালার প্রবোষ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার ব্যক্তি নির্ণয়ের কথা।

ক্লের্জিমেন্ আর্থাৎ য়িশবী ধর্ম্মের শিক্ষাগুরু যাঁহারা ইঙ্গরেজী যথানির্দ্ধারিত বিধিমতাচরণে সর্ব্বতোভাবে রত আছেন্ তাঁহারদিগের স্বরূপ জনেক সাহেব ঐ পাঠশালার প্রবোষ্টসংজ্ঞক এতমামদারী কর্ম্মকর্ত্তা হইবেন ইতি।

১২ ধারা।

পাত্রন্ ও বিজিটরের কৃতোপায় সাব্যস্তের কারণ কোর্ট আফ্ ডৈরেক্টার্সকে জানাইতে হইবার কথা।

ঐ পাঠশালার পাত্রন্ ও বিজিটর তদর্থে যে কোন উপায় স্থির করেন্ তাহার বেওরা লিখিয়া সাব্যস্ত করাইবার নিমিত্তে বিলায়তের কোর্ট আফ্ ডৈরেক্টার্স সাহেবদিগের সন্নিধানে পঠাইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

প্রবোষ্ট সাহেবের স্বয়ং কর্ত্তব্য কর্ম্মের বেওরা কথা।

প্রবোষ্ট সাহেবের স্বয়ং কর্ত্তব্য যে সকল কর্ম্ম তাহার বেওরা এই যে সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরা এদেশে উপস্থিত হইলেই তাঁহারদিগেরে আপন স্থানে ডাকাইয়া তাঁহারদিগের রীতি চরিত্র অবগত হইয়া নীতি শিক্ষা করাইবার দ্বারা সৎপথদর্শক হইবেন। আর ইঙ্গরেজী যথানির্দ্ধারিত মতানুসারে য়িশবী ধর্ম্মাচরণে সর্ব্বতোভাবে রত করাইবেন ও তাহাতে সে সকলের দার্ঢ্য জন্মাইবেন ইতি।

১৪ ধারা।

পাত্রন ও বিজিটর বিদ্যাভ্যাসের নির্ণয় এবং তাহার শিক্ষাগুরুদিগের বেতন ধার্য্য করিবার কথা।

পাত্রন্ ও বিজিটর যত বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা জানেন্ তাহার নির্ণয় এবং সে সকল বিদ্যার শিক্ষাগুরুগণের মাসিক বেতনের ধার্য্য আপন সদভীষ্টক্রমে করিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

শিক্ষণীয় বিদ্যা নির্ণয়ের কথা।

নীচের লিখিত বেওরাক্রমে শিক্ষণীয় বিদ্যাসকলের নির্ণয় যত শীঘ্র হইতে পারে তাহা হইয়া একং বিদ্যার শিক্ষাগুরু বিদ্যাদাতৃত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন।

বিদ্যার বেওরা।

আরবী। পারসী। সংস্কৃত। খোট্টাভাষা। বাঙ্গলা ভাষা। তৈলঙ্গ ভাষা। মহা

রাষ্ট্রীয়

রাষ্ট্রীয় ভাষা। তম্মলীভাষা। কনেরীভাষা। মাহম্মদী শরা। ধর্ম্মশাস্ত্র। হিতোপদেশ এবং সর্ব্বদেশের রাজনীতি ও আচার ও ব্যবহার। ইঙ্গরেজী ব্যবস্থাশাস্ত্র। সরকারের অধিকৃত সকল দেশের রাজকার্য্য স্বচ্ছন্দে চলিবার অর্থে জারীহওয়া গবরনর জেনরলের হজুরী আইন এবং মান্দরাজের ও বম্বাইর গবরনরদিগের হজুরের আইন সমস্ত। লঘুব্যয়ে রাজকার্য্য চলিবার বিশেষতঃ সরকারের মহাজনী ব্যাপার অল্পব্যয়ে হইবার দাঁড়া। জেওগ্রাফী অর্থাৎ ভূমণ্ডলের তত্ত্ব এবং সংখ্যা পরিমাণ ও তৌলাদি জ্ঞান। ফিরিঙ্গ্যাদির বিলায়তী ইদানী চলন ভাষা। ইউনানী ও লাটিন ও ইঙ্গরেজী বিলায়তী প্রসিদ্ধ সম্যক গ্রন্থ। প্রাচীন ও নব্য ইতিহাস। হিন্দুস্থানীয় ও দক্ষিণদেশীয় উপাখ্যান এবং পুরাতন কৃতি বার্ত্তা। স্থাবর ও জঙ্গমাদি পদার্থজ্ঞান। ঔষধিগাছড়া এবং রসায়ন ও জ্যোতিষ। ইতি।

১৬ ধারা।

পাত্রন্ ও বিজিটর নিজাভীষ্টক্রমে উপরের লিখিত এক২ বিদ্যা শিক্ষা করাইবার ভার কেবল এক২ জন গুরুর প্রতি না দিয়া অনেক বিদ্যাভ্যাস করাইবার ভার অনেক গুরুকে দিতে কিম্বা এক বিদ্যা শিক্ষা করাইবার ভারার্পণ অনেক গুরুর প্রতি করিতে অথবা নির্ণয়াতিরিক্ত কোন বিদ্যাভ্যাসের আবশ্যকতা জানিলে তাহার নির্ণয় বিশেষিয়া করিতে পারিবেন ইতি।

পাত্রন্ ও বিজিটর এক গুরুর দ্বারা অনেক বিদ্যা এবং অনেক গুরুর দ্বারা এক বিদ্যা শিক্ষা করাইবার কিম্বা অনির্ণীত কোন বিদ্যাভ্যাসের নির্ণয় করিতে পারিবার কথা।

১৭ ধারা।

প্রবোষ্ট ও বৈসপ্রবোষ্ট সাহেবেরা পূরা ৭ সাৎবৎসর পাঠশালার এতমামদারী করিলে এবং তদ্ভিন্ন শিক্ষা গুরুগণেও ৭ সাতবৎসরপর্য্যন্ত যাহাকে ২৮ অষ্টাবিংশতি স্বাধ্যায় বলা যায় তথাকার শিক্ষাগুরুতা করিলে পর যদি পাত্রন্ ও বিজিটরের স্বাক্ষর ও মোহরে আপন২ যোগ্যতার নিদর্শনে প্রশংসাপত্র পান্ তবে তাঁহারদিগের জীবনাবধি ভরণপোষণার্থে সাম্বৎসরিক বন্ধান মুদ্রা বিলায়তে কিম্বা এদেশে যথায় চাহেন্ তথাতেই পাইবেন। এবং সেই বন্ধানের মুদ্রা তাঁহারা বার মাসে পদস্থকালে যত পান্ তাহার তেহাইর ন্যূন অপদস্থকালে পাইবেন না বরং পাত্রন্ ও বিজিটর তদতিরিক্ত দিবার মনস্থ করিলেও দিতে পারিবেন ইতি।

মূলের লিখিত নিয়মে প্রবোষ্ট ও বৈসপ্রবোষ্ট ও শিক্ষাগুরুগণ জীবনাবধি বন্ধান পাইবার কথা।

১৮ ধারা।

নবযৌবনবিশিষ্ট যে সাহেবেরা উত্তরকালে সরকারের অধিকার বাঙ্গলার সংক্রান্ত বিষয়ের চিহ্নিত চাকর হইয়া এদেশে আইসেন্ তাঁহারা এদেশে উপস্থিত হইবার দিনহইতে তিন বৎসরপর্য্যন্ত ঐ পাঠশালার পঠনিয়া হইবেন। এবং ঐ নিরূপিত কাল মিয়াদ উত্তীর্ণ না হইবাপর্য্যন্ত ঐ পাঠশালার আইনমতে কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকিবেন ইতি।

সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরা এদেশে আসিলে তিন বৎসরপর্য্যন্ত পাঠশালার পড়ুয়া হইবার কথা।

১৯ ধারা।

১৯ ধারা।

তিন বৎসরের ন্যূন এ দেশে আগত সরকরের চিহ্নিত চাকর নবযৌবন বিশিষ্টসাহেবেরাও ৩ ব সৎরপর্য্যন্ত পাঠশালর পড়ুয়া হইবার কথা।

নবযৌবনবিশিষ্ট যে সাহেবেরা সরকারের অধিকার বাঙ্গলার সংক্রান্ত বিষয়ের চিহ্নিত চাকর হইয়া ৩ তিন বৎরের অধিক কাল এদেশে না আসিয়া থাকেন্ তাঁহারাও এ আইন জারীর তারিখহইতে অব্যাজে পাঠশালার পঠনিয়া হইয়া তিনবৎসরপর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করিবেন ইতি।

২০ ধারা।

সরকারের চিহ্নিত চাকর সর্ব্বত্রের ক্ষুদ্র পদস্থ কলমজীবি নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরাও পাঠশালার পড়ুয়া হইবার কথা।

সরকারের চিহ্নিত চাকর কলমজীবি নবযৌবনবিশিষ্ট যে সাহেবেরা সরকারী অধিকার বাঙ্গালার কি মান্দরাজের কি বম্বাইর সংক্রান্ত ক্ষুদ্রং পদস্থ আছেন্ তাঁহারাও শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনাক্রমে যে নিয়মে যত দিন ঐ পাঠশালার পঠনিয়া হওয়া কর্ত্তব্য তাহা হইয়া তৎফলভাগী হইবেন ইতি।

২১ ধারা।

সরকারের চাকর সর্ব্বত্রের ক্ষুদ্র পদস্থ যুদ্ধজীবি নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরাও পাঠশালার পড়ুয়া হইবার কথা।

সরকারের চাকর যুদ্ধজীবি নবযৌবনবিশিষ্ট যে সাহেবেরা সরকারী অধিকার বাঙ্গালায় কিম্বা মান্দরাজে অথবা বম্বাইতে ক্ষুদ্রং পদস্থ আছেন্ তাঁহারাও শ্রীযুতগবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনাক্রমে যে নিয়মে যত দিন ঐ পাঠশালার পঠনিয়া হওয়া কর্ত্তব্য তাহা হইয়া তৎফলভাগী হইবেন ইতি।

২২ ধারা।

স্বাধ্যায়াস্বাধ্যায় নির্ণয়ের কথা।

ঐ পাঠশালার অর্থে প্রতিবৎসর মধ্যেং দুইং মাস ধরিয়া ৪ চারি বার স্বাধ্যায় এবং একং মাস ধরিয়া ৪ চারি বার অস্বাধ্যায় নির্ণয় হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

বৎসরে দুইবার পড়ুয়াদিগের মহলা লইবার ও তাঁহারদিগেরে যথাযোগ্য পুরস্কার দিবার কথা।

ঐ পাঠশালার পাত্রন্ ও বিজিটরের এবং অধ্যক্ষগণের সমক্ষে বৎসরেং দুইবার অবারণ প্রসিদ্ধ সভায় পঠনিয়াবর্গের মহলা অর্থাৎ গুণপরীক্ষা হইবেক তাহাতে যে পঠনিয়ার ভাগ্যে যত পুরস্কার ঘটে তাহা প্রবোষ্টসাহেবের দ্বারা সেই সভার মধ্যে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

পঠনিয়াদিগের সম্প্রদায় নির্ণয় করিবার ও তদনুসারে তাঁহারা কার্য্য পাইবার কথা।

ঐ পাঠশালার পঠনিয়াগণের মধ্যে স্বতন্ত্রং সম্প্রদায় নির্ণয় হইয়া সেই সম্প্রদায়ানুসারে তাঁহারা পৃথকং কার্য্য বাঙ্গালায় এবং মান্দরাজে ও বম্বাইতে পাইবার ধার্য্য পড়িবেক। আর পাঠশালার আইনমতে কলমজীবি সাহেবদিগের মধ্যে যাঁহার

হার যোগ্যতা যে সময়ে প্রকৃষ্টরূপে সাব্যস্থ পড়িবেক সে সময়ে তাঁহার উচ্চ পদ হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

পাঠশালার আইন রচিবার ও তাহা গবর্নর্ জেনরল সিদ্ধ করিলে ছাপা হইবার কথা।

পাঠশালার কার্য্য সুন্দররূপে চলিবার আইন তথাকার অধ্যক্ষগণের পরামর্শ ক্রমে প্রবোষ্টসাহেব রচিবেন কিন্তু তাহার কোন আইন পাত্রন্ ও বিজিটর সাব্যস্থ না করিবাপর্য্যন্ত চলিবেক না। এবং তাহা পাত্রন্ ও বিজিটর যদনুসারে সাব্যস্থ করেন্ তদনুসারেই ছাপা হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

পাত্রন্ ও বিজিটর নিজে পাঠশালার কোন আইন শুদ্ধ কিম্বা নিবৃত্ত করিতে অথবা নব্য আইন নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবার কথা।

পাত্রন্ ও বিজিটর আত্মশক্তিক্রমে ঐ পাঠশালার বিষয়ী কোন আইন শুদ্ধ কিম্বা নিবৃত্ত করিতে চাহিলে তাহা সর্ব্বদা করিতে পারিবেন। এবং ঐ পাঠশালার কার্য্য পরিপাটীরূপে চলিবার জন্যে নব্য যে আইন যে ক্ষণে নির্দ্দিষ্ট করা উচিত হয় তাহাও সেই ক্ষণে নির্দ্দিষ্ট করিতে শক্ত হইবেন ইতি।

২৭ ধারা।

একং স্বাধ্যায়গতে পাঠশালার আমলার বন্ধানী ফর্দ্দ হজুর কৌন্সেলে গিয়া তাহা তথাকার আইনের বহীস মেত কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্সের সমীপে চলিবার কথা।

পাত্রন্ ও বিজিটর একং স্বাধ্যায়ের পর ঐ পাঠশালার বিষয়লিপ্ত আমলার বন্ধানী বেতনের ফর্দ্দ এবং সে আমলা প্রবর্ত্তের ও উত্যক্তের বৃত্তান্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দর্শাইবেন ও তাহা তথাহইতে বিলায়তী কোর্ট আফ্ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের সন্নিধানে চালান হইবেক। আর পাত্রন্ ও বিজিটর পাঠশালার যে আইন যে যে কালে নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহাও ছাপা ও বহীবন্ধী হইয়া তত্তৎকালে ঐ মতে হজুর কৌন্সেলে গিয়া তথাহইতে বিলায়তী ঐ সাহেবদিগের সমীপে চলিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ১০ দশম আইন।

জিলা মেদিনীপুরওগয়রহের বনাল ভূমি অংশাংশি না হইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ১১ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের ২৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১০ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ২৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ১০ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ২৩ রজবে জারী হইল।

হেতুবাদ

উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মৃত ভূম্যধিকারিগণের অধিকারভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ একাদশ আইনের অনুসারে শরার ও শাস্ত্রের সম্মতে তদুত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে অংশাংশি হইবার যোগ্য হয় কিন্তু জানা গেল যে জিলা মেদিনীপুরে এবং অন্য কোনং জিলায় আদ্যোপান্ত পদ্য আছে যে তথাকার উত্তরাধিকারিতার সংক্রান্ত বনাল ভূমি অংশাংশি না হইয়া সে ভূমি সর্ব্বদা উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যের জনেককে অর্শে। এই আদ্যোপান্তীয় পদ্য যে বিশেষ মর্ম্মানুরোধে তথায় চলা উচিত হইয়াছে সে মর্ম্মও অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম ঘোষণা পাইলে পর চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জিলা মেদিনীপুরওগয়রহের বনাল ভূমিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ আইন না চলিবার কথা।

জানিবেন যে জিলা মেদিনীপুরের এবং অন্যং জিলার বনাল ভূমির উত্তরাধিকারিতা যে পদ্যানুসারে উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মৃত তদধিকারিগণের উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যের এক জনকে এ কালপর্য্যন্ত অর্শিয়াছে সে পদ্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ একাদশ আইনের অনুসারে নিবৃত্ত ও ফেরফার হইবেক না সে বনাল ভূমির চিহ্নিত পদ্য কেবল তথাতেই পূর্ব্বমতে সাব্যস্ত ও বলবৎ থাকিবেক। আদালতসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে বনাল ভূমির উত্তরাধিকারিতার দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সেই পদ্যদৃষ্টেই করেন্ ইতি।

Vol. III. 353.

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ১১ একাদশ আইন।

বন্দর কলিকাতায় আমদানী ও রপ্তানী কোনং দ্রব্যছাড়া সকল জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা ১ টাকার হারে বেশী হাসিল লইবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১ প্রথম আইনের অনুসারে যে ১ এক টাকার হারে মাসুল বাড়িয়াছিল তাহা মৌকুফ করিবার আর কলিকাতার হাসিল লইবার দাঁড়া শুধরিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইন জারীর তারিখের পর হাসিলের বিষয়ে যে যে হুকুম স্বতন্ত্রক্রমে হইয়াছে তাহা এ আইনে ভুক্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের তারিখ ১৮ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৭ সালের ৫ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৮ সালের ১৭ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৮ সালের ৫ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৭ সালের ১৭ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১৫ সালের ১ শাবানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

কোর্ট আফ্ ডৈরেকটর্স অর্থাৎ বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৮ আগস্তে যে লিখন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলীসাহেব দিগকে লিখিয়াছেন তাহাতে হুকুম আছে যে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকার সকল দেশে আমদানী ও রপ্তানী জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা ১ টাকার হারে হাসিল বেশী করিয়া লওয়া যায় অতএব ঐ গবরনর জেনরলের হজুর কৌন্সেলে বিহিত বোধ হইল যে বন্দর কলিকাতায় আমদানী ও রপ্তানী জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা যে ১ এক টাকার হারে বাড়তি মাসুল ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১ প্রথম আইনের অনুসারে লওয়া যাইতেছে তাহা মৌকুফ হয় একারণ নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল আর ইঙ্গরেজী জাহাজে বোঝাই হইয়া চলিবার জিনিসের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের উল্লিখিত কলিকাতার হাসিল ডাকে পরমিট যে দাঁড়ায় লওয়া যায় সে দাঁড়ায় অন্যং দেশীয় জাহাজে বোঝাই হইয়া এককালে কলিকাতাহইতে চালান হইবার জিনিসের উপরেও হাসিল লওয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দর সকলহইতে যে সকল জিনিস আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার উপর সরকারী হাসিল এতাবতা পঞ্চোত্তরা লইবার কোন দাঁড়ার ধার্য্য হইয়াছিল না কিন্তু তদর্থে যে দাঁড়া ধার্য্যের আবশ্যক তাহার বিবেচনা উত্তরকাল ঐ হজুর কৌন্সেলে করিবার আশয় ঐ আইনের হেতুবাদে অর্থাৎ ১ প্রথম ধারায় রাখিয়াছেন। ও তাহার পর জানা গিয়াছে যে সরকারের ভিন্নাধিকার সেই বন্দরসকলহইতে বিস্তর জিনিস চলিয়া গিয়াছে ও তাহাতে সরকারের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইয়াছে অতএব

এককালে

এককালে কলিকাতাহইতে জাহাজে বোঝাই হইয়া চলিবার জিনিসের উপর যে মতে হাসিল লইবার নির্ণয় আছে সেই মতে কলিকাতাহইতে সরকারের ভিন্নাধিকার সেই বন্দরসকলে যাইবার জিনিসের উপর হাসিল লইবার কারণ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১৬ জুলাইতে বিহিত বুঝিয়া দেওয়া গিয়াছিল। আর বন্দর কলিকাতায় জাহাজ বানাইবার প্রবৃত্তি লোকদিগের হইবার কারণ উচিত বোধ হইল যে ঐ বন্দরে যত গুঁড়ী কাষ্ঠ অর্থাৎ বাহাদুরীদিগর আমদানী হয় তাহার হাসিল মাফ করা যায়। এবং মুক্তাদি রত্ন অতিক্ষুদ্রকায়প্রযুক্ত তাহা ছাপাইবার যোগ্য হয় ও অনায়াসে ছাপায় ও তাহার হাসিল লইবার মনস্থ করা বৃথা এবং সে মনস্থ করিলেও সর্ব্বদা বিফল হয় ও তাহার হাসিল নির্ণয় করিলেও সে ব্যবসায়ের কিছু মর্ম্ম সরকারে মিলিতে পারে না এবং তাহার অনুসন্ধান লইবাতে মহাজনাদি লোকেরা ব্যামোহ পায় ও তাহাতে কোন গুণ দর্শে না। অতএব মুক্তাদি রত্ন আমদানীর ও রপ্তানীর হাসিল মৌকুফ করা গেল। আর সমুদ্রের পথে উত্তমং ঘোড়া আনিবার প্রয়াস লোকদিগের জন্মিবার নিমিত্তে তাহারো হাসিল ক্ষমা দেওয়া গেল। তদিতর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের তথা ৫ পঞ্চম ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের মতে কার্য্য করণে কোনং সময়ে ক্লেশ জন্মিয়াছে এবং এমত বুঝা গেল যে ঐ আইনের লিখিত যে দাঁড়া আমদানী জিনিসের মূল্য যাচিবার প্রতি খাউকী না হইতে পারিবার অর্থে আছে সে দাঁড়ায় কিছু উপকার দেখে না এ প্রযুক্ত সে দাঁড়া এবং ঐ আইনের অন্য কোনং বিধি ফেরফার করা আর কলিকাতার হাসিল লইবার ব্যাপার বিলক্ষণরূপে চলিবার কারণ নব্য দাঁড়া ধার্য্য করা ঐ হজুর কৌন্সেলে বিহিত জানিলেন। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১০ আক্তোবরে হুকুম হইয়াছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১৯ নবেম্বরে প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীমান্ ইঙ্গরেজের বাদশাহের সহিত আমেরিকার দেশের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের জাহাজী আমদানী জিনিসের মহাজনী ব্যাপার হইবার নিমিত্তে যে নিয়মপত্র হইয়াছে সে পত্রের ১৩ দফার লিখনানুসারে আমেরিকার জাহাজে আমদানী ও রপ্তানী জিনিসের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক। এই সকলহেতুক নীচের উল্লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। জানিবেন যে উপরের লিখিত হুকুমসকলের যে হুকুম যে তারিখে ঘোষণা পাইয়াছে সে হুকুম সেই তারিখহইতে চলিয়াছে ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১ আইনের নিরূপিত শতকরা ১ টাকা বেশী হাসিল মৌকুফ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১ প্রথম আইনের যে হুকুমের অনুসারে মহাজনী ব্যাপারের সংরক্ষণের জন্যে কলিকাতার বন্দরে বাণিজ্যার্থে আমদানী ও রপ্তানী হইবার জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা নির্দ্দিষ্ট হাসিল অপেক্ষা বেশী ১ এক টাকার হারে লড়াইর জাহাজের খরচের সুসারের কারণ লওয়া যায় সে হুকুম এ আইন ঘোষণা পাইলে পর রহিত হইবেক।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ পঞ্চম তথা ১৭ সপ্তদশ ধারানুসারে যে সকল জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে হাসিল লাগে ও লওয়া যায় তাহা ঐ আইন জারীর তারিখের পরেও শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন হুকুমের অনুসারে মৌকুফ হয় নাই সে সকল জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে হাসিল পশ্চাৎ লওয়া যাইবেক।

যে জিনিসের হাসিল পূর্ব্বে শতকরা ২॥০ টাকার হারে লাগিত তাহার হাসিল পশ্চাৎ ৩॥০ টাকার হারে লাগিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের অনুসারে কিম্বা ঐ আইন জারীর তারিখের পর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের স্বতন্ত্র কোন হুকুমক্রমে যে সকল জিনিসের মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে হাসিল লাগিবার দায় মাফ হইয়াছিল সে সকল জিনিসের মূল্যের উপর উত্তরকালেও শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে হাসিল লাগিবার দায় মাফ হইবেক।

শতকরা পূর্ব্বের ২॥০ টাকার হারের হাসিল মাফী জিনিসের উপর পরেও ৩॥০ টাকা হারের হাসিল ক্ষমা হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উত্তরকালে জিনিস কিম্বা সরকারী কাগজ বোধ না রাখিলে হাসিলের টাকা নগদ দাখিলকরণব্যতীত আমদানী কোন জিনিস ছাড়া যাইবেক না আর যদি ইহার কোন বস্তু বোধ রাখিয়া পরে ১৫ পনের দিনের মধ্যে কিম্বা কষ্টমমাস্তর অর্থাৎ হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবের ধার্য্যকরা ২৫ পঁচিশ দিনের অনূর্দ্ধ মিয়াদের ভিতরে সে হাসিল না দেয় তবে তদনন্তর সে বস্তু সরকারে জব্দ হইবেক।

জিনিস কিম্বা সরকারী কাগজ বোধ না রাখিলে হাসিলের টাকা নগদ দাখিলব্যতীত আমদানী কোন জিনিস ছাড়া না যাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কলিকাতার কষ্টমমাস্তর মহাজনদিগের স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের অনুসারে হাসিল লাগিবার যোগ্য জিনিসের নিরূপিত মূল্যের শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে নেতব্য হাসিলের মোটের উপর এবং ঐ আইন জারীর তারিখের পর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের স্বতন্ত্র হুকুমমতে হাসিল মাফীর মধ্যে কোনং দ্রব্যছাড়া সকল সামগ্রীর আট্‌সাট্টা মূল্যের শতকরা ২॥০ আড়াই টাকার হারে ধর্ত্তব্য হাসিলের মোটের উপর ফিশত যে ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে রসুম লইয়াছেন তাহা উত্তরকালে লওয়া যাইবেক না। ইহাতে ঐ সাহেবের সাধ্য আছে যে হাসিল লাগিবার যোগ্য জিনিসের নিরূপিত মূল্যের শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে নেতব্য হাসিলের মোটের উপর এবং নগদ মুদ্রা ও রূপা ও সোণা ও খাদ্য শস্য এই কএক বিশেষ দ্রব্যছাড়া অন্যং হাসিল মাফী সামগ্রীর আট্‌সাট্টা মূল্যের শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকার হারে ধর্ত্তব্য হাসিলের মোটের উপর ফিশত ৪ চারি টাকার হিসাবে রসুম লইবেন। কিন্তু ঐ কএক বিশেষ দ্রব্যের উপর রসুম লইবেন না। এবং ঐ যে রসুম মিলিবেক তাহার দশাংশের মধ্যে নবাংশ কষ্টমমাস্তর ও একাংশ তস্য ডেপুটি এতাবতা নায়েব ছোট সাহেব পাইবেন ইতি।

কষ্টমমাস্তর যত রসম পশ্চাৎ লইবেন তাহার কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সা

লের ৩১ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণের হুকুম ফেরফার হইবার কথা।

প্রকরণের যে হুকুমের অনুসারে চালানের লিখিতছাড়া কোন জিনিস ডাঙ্গায় উঠাইলে কিম্বা উঠাইতে উদ্যত হইলে তাহা সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য ঠাহরে সে হুকুমকে নীচের লিখনানুসারে ফেরফার করা গেল।

কিছু জিনিস ছাড়িয়া চালান লিখিয়া দিলে দণ্ড করা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কষ্টমমাস্তরের প্রতি হুকুম আছে যে কোন জাহাজের মালিক কিম্বা সুপরকারগো এতাবতা চড়ন্দার গোমাস্তা যদি সে জাহাজে তাহার নিজের অথবা অন্য যাহার যত জিনিস বোঝাই থাকে তাহার চালান প্রকৃতপ্রস্তাবে লিখিয়া না দর্শায় তবে সে হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে পাঠাইবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডে প্রমাণ হয় যে সেই চালানছাড়া অতিরিক্ত জিনিস সে জাহাজে বোঝাই আছে তবে সেই অতিরিক্ত জিনিস সে জাহাজের মালিকের কিম্বা সুপরকারগোর হইলে তাহা জব্দের যোগ্য ঠাহরিবেক অথবা সে অতিরিক্ত জিনিস অন্যের হইলে তাহার মূল্যের অধিক না হয় এমত সংখ্যায় দণ্ড সেই জাহাজের মালিক কিম্বা সুপরকারগো যে কেহ সে চালান দর্শাইয়া থাকে তাহার উপর করা যাইবেক এবং সে দণ্ড লইবার হুকুম ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে সময়ে দেন্ সেই সময়েই লওয়া যাইবেক।

দণ্ড না দিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি জাহাজের মালিক কিম্বা সুপরকারগো ঐ দণ্ড দিতে না চাহে তবে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাবৎ সে দণ্ড না দেন তাবৎ সেই চালানের লিখিতছাড়া যে জিনিস সেই জাহাজে বোঝাই থাকে তাহা ডাঙ্গায় উঠাইতে এবং সে জাহাজ যাইবার অর্থে আড়কাটী ও ছাড়চিঠী দিতে বারণ করেন্।

কোম্পানির জাহাজে বোঝাই জিনিসের স্বতন্ত্র কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কিন্তু শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের জাহাজের কাপ্তিনদিগের কাহার উচিত নহে যে সে জাহাজে ঐ সরকারের কিম্বা আফিসর অর্থাৎ রেসালা লোকদিগের যত জিনিস থাকে তাহা আপনার নিজ জিনিসের চালানের মধ্যে লিখিয়া দেয়। সে আফিসরদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং জিনিসের চালান পৃথক্ং লিখিয়া দাখিল করে। ইহাতে যদি কোন আফিসর আপন জিনিসের চালান দাখিল না করে তবে তাহার জিনিস জব্দের যোগ্য হইবেক।

জব্দহওয়া জিনিসের মূল্য এবং দণ্ডের টাকা বিভাগের মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের প্রকরণসকলের অনুসারে যে জিনিস জব্দ হয় তাহার মূল্যের টাকা এবং যত টাকা দণ্ডক্রমে লওয়া যায় তাহাও নীচের লিখনানুসারে বিভাগ হইবেক। সে অনুসার এই যে মোটে যত টাকা হয় তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ কষ্টমমাস্তর ও তাঁহার ডেপুটি সাহেবকে অর্শিয়া সেই এক ভাগের দুই তেহাই কষ্টমমাস্তর ও এক তেহাই তস্য ডেপুটি সাহেব পাইবেন। বাকী চারি ভাগের দুই ভাগ যে সন্ধানির সন্ধানে চালানের থাউকী প্রকাশ পাইয়া থাকে সেই সন্ধানিকে দেওয়া যাইবেক অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে দাখিল হইবেক।

জাহাজ শূন্য আসিলে তাহার সমাচার দিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— কখন কোন জাহাজ খালী আসিলে তাহার মালিকের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে সমাচার কষ্টমমাস্তরকে দেয় ইতি।

৪ ধারা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের এবং ৫ পঞ্চম ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে জাহাজের মালিক ও সুপরকারগো আপন জাহাজের আমদানী জিনিসের মূল্য প্রকৃত জানাইবার নিমিত্তে শপথ করিবেক। উত্তরকালে সে শপথ করা নিবৃত্ত হইল ও তাহার পরিবর্ত্তে নীচের নির্দ্ধারিত দাঁড়ায় জিনিসের দর যাচা যাইবেক।

মূলের প্রস্তাবিত কএক ধারাক্রমে দিব্য করা নিবৃত্ত হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে যাহারা যে সকল জিনিস সমুদ্রের পথে জাহাজে বোঝাই করিয়া আনে এবং যে কোন গতিকে যত জিনিস শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলহইতে লইয়া আইসে তাহার চালান প্রকৃতপ্রস্তাবে লিখিয়া কষ্টমমাস্তরের স্থানে দাখিল করে ও সে চালানের লিখিত মূল্যের উপর নির্দ্ধারিত দাঁড়াদৃষ্টে যত দর অধিক ঠাহরে তাহাসুদ্ধা মোট করিয়া সেই মোটের উপর শতকরা হিসাবে নিরূপিত হাসিল লওয়া যায়।

জিনিসের যথার্থ চালান কষ্টমমাস্তরের স্থানে দাখিল করিতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ কষ্টমমাস্তরের স্থানে প্রকৃতপ্রস্তাবে চালান দাখিল না করে কিম্বা সে সাহেব কাহার দাখিলকরা চালানদৃষ্টে তাহার লিখিত মূল্যকে অপ্রকৃত বোধ করেন্ তবে এ ধারাক্রমে কষ্টমমাস্তরের সাধ্য আছে যে তাহার প্রকৃত মূল্যের ঠাহর যত করিতে পারেন্ করেন্ ও সেই ঠাহরাণ মূল্যের উপরে যত বেশী দাঁড়ামতে ধরিতে হয় তাহা ধরিয়া মোট করিয়া সেই মোটের উপর নিরূপিত হাসিল ও রসুম লন্। অধিকন্তু সেই যে অপ্রকৃত চালান দাখিল করিয়াছিল কিম্বা খাউকী করিতে উদ্যত ছিল সেহেতুক কিছু দণ্ডও লইবেন।

যথার্থ চালান না দিলে কিম্বা খাউকী করিতে উদ্যত হইলে কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্যের কথা।

দণ্ড লইবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—নিরূপিত হাসিলঅপেক্ষা অধিক যত টাকা দণ্ডক্রমে লওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক বাকী অর্দ্ধেক কষ্টমমাস্তর ও তাঁহার ডেপুটিসাহেব যে বিভাগে নিরূপিত রসুম পাইবার নির্ণয় আছে সেই বিভাগে পাইবেন।

দণ্ডের টাকা বিভাগের মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কিন্তু যে সময়ে ৩ তৃতীয় প্রকরণের উল্লিখিত দুই গতিকের কোন গতিক উপস্থিত হয় সে সময়ে কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে হাসিল লইবার পূর্ব্বে তাহার নিষ্পত্তির কারণ হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে পাঠান্।

৩ প্রকরণের উল্লিখিত গতিকের হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে পাঠাইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত শপথপত্রের পাঠ নিবৃত্ত হইবেক। ও পশ্চাৎ তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত বিধিমতে কার্য্য হইবেক। সে বিধি এই যে আমি অমুক জাহাজের মালিক কিম্বা সুপরকারগো শপথ করিতেছি যে বন্দর কলিকাতায় আমদানী হওয়া অমুক জাহাজের বোঝাই জিনিসের এই যে চালান শপথপত্রের সহিত গাঁথিয়া দাখিল করিতেছি এ চালান আমার জ্ঞাতসারে প্রকৃতপ্রস্তাবে লেখা গিয়াছে।

চালান দাখিলের অর্থে শপথপত্রের নব্য পাঠের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ১২

মাকাও মোকামের

আমদানী জিনিসের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ ধারার ১২ প্রকরণের হুকুমের ফেরফার হইবার কথা।

দ্বাদশ প্রকরণের যে হুকুম মাকাও মোকামের আমদানী জাহাজের বোঝাই জিনিস বিক্রয়ের মূল্যনিদর্শনী ফর্দ্দ শপথ করিয়া দাখিল করিবার নিমিত্তে আছে সে হুকুম এ ধারাক্রমে রহিত হইল। কিন্তু যদি কষ্টমমাস্তরের বোধ এমত হয় যে সেই জিনিস বিক্রয়ের মূল্যনিদর্শনী ফর্দ্দ প্রকৃত নহে তবে সে ফর্দ্দ প্রকৃত জানাইবার অর্থে সেই চালানদায়ক শপথ করিতে না চাহিলে সে জিনিসের মূল্য এই ক্ষণের নির্দ্ধারিত দাঁড়ায় যাচিয়া হাসিল ও রসুম লইতে হইবেক।

বাতাবীর আরকের হাসিল পূর্ব্বমতে লইতে হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— বাতাবীর আরক অর্থাৎ প্রকারবিশেষ মদিরা আমদানীর হাসিল যেমতে লইবার হুকুম উপরের প্রকরণের উল্লিখিত আইনের উক্ত ধারার ১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণে লেখা আছে সেই মতে পশ্চাতেও লইতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

নীলের হাসিল পশ্চাৎ লইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— উত্তরকালে নীলের হাসিল নীচের লিখনানুসারে লওয়া যাইবেক।

কোম্পানির অধিকারের কিম্বা পশ্চিম দেশের জনিত নীলের রপ্তানীমুখে হাসিল লইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত দেশের কিম্বা তদ্ভিন্ন পশ্চিম দেশের উৎপন্ন নীল কলিকাতাহইতে রপ্তানী হইবার কালে তাহার মূল্য ফাক্টরী তৌল অর্থাৎ কুঠীর ওজনের মোন প্রতি একশত টাকা সিক্কা ধরিয়া তাহার উপর হাসিল লওয়া যাইবেক।

মনিলার নীলের হাসিল লইবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— মনিলার নীল আমদানীকালে তাহার যে মূল্য কষ্টমমাস্তরের ঠাহরে স্থির পড়ে সেই স্থিরের উপরে হাসিল লওয়া যাইবেক।

নীলের হাসিল সময়ভেদে পূর্ব্বমতে মাফ হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ১৭ ধারার ১ প্রথম তথা ৩ তৃতীয় প্রকরণের প্রস্তাবিত সময়বিশেষে নীলের রপ্তানী হাসিল পূর্ব্বমতে মাফ হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

কষ্টমমাস্তরের বিনা হুকুমে কোন জাহাজে জিনিস বোঝাই করিলে দণ্ড হইবার কথা।

কষ্টমমাস্তরের বিনাহুকুমে যদি কেহ জাহাজী আমদানী জিনিস পুনরায় জাহাজে বোঝাই করে কিম্বা কোন জিনিস এক জাহাজে বোঝাই করিবার পরওয়ানগী লইয়া অন্য জাহাজে পূরে অথবা পূরিতে উদ্যত হয় তবে সে জিনিসের উপর নিরূপিত হাসিলের ও রসুমের দ্বিগুণ লাগিবেক ইতি।

৭ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা জব্দের যোগ্য দ্রব্য ছাড়িতে ও দণ্ডকরা ক্ষমিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ প্রকরণের অনুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে এ আইনের কি ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের মতে ইবা যদি কোন জিনিস জব্দের যোগ্য ঠাহরে অথবা কোন বিষয়ে দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য হয়

ও তাহার কিছু সন্ধানী ও ক্রোককরণিয়া ও কষ্টমমাস্তর ও তস্য ডেপুটি এ সকল কে কিম্বা এ সকলের কাহাকেও দিয়া কিছু সরকারে লইতে হয় কি সমস্তই বা সর কারে দাখিল করিতে হয় তথাচ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহাতে ক্ষান্তহওয়া উচিত জানিলে যে সময়ে চাহেন্ সেই সময়েই সে জিনিস ছাড়িয়া দিতে এবং সে দণ্ড ক্ষমা করিতে পারেন্।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। এ প্রকরণের অনুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন বিষয়ে ভারি দণ্ড করা কর্ত্তব্য হইলে যদি চাহেন্ যে তাহা অল্প করেন্ তবে সেই ভারি দণ্ডের পরিবর্ত্তে সে বিষয়ের নিরূপিত হাসিলের ও রসুমের দ্বিগুণ লইতে পারিবেন যদি সেই দ্বৈগুণ্যে সেই ভারি দণ্ডের সংখ্যাপেক্ষা অধিক না হয় ইতি।

ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ভারি দণ্ডের বদলে দ্বিগুণ হাসিল ও রসুম লইতে পারিবার কথা।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের ১৭ ধারার যে ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে আড়ঙ্গের মূল্যের উপর ধরাট করিয়া জিনিসের রফ্তানী হাসিল চুক্তি করিতে হইবেক সে প্রকরণ এ ধারাক্রমে নিবৃত্ত হইল উত্তরকালে এ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত বিধিক্রমে যে নীলের হাসিল লইতে হইবেক তাহা ছাড়া অন্যং জিনিসের মূল্য কলিকাতার দরে ধরিয়া তাহার দশমাংশ বাদে যে মোট হয় সেই মোটের উপর নিরূপিত হাসিল ও রসুম লওয়া যাইবেক ইতি।

নীলছাড়া জিনিস রফ্তানীর হাসিল পশ্চাৎ যে মতে ধরাট হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

মুক্তাদি রত্নের হাসিল মাফ হইয়াছে তথাচ তাহা আমদানী ও রফ্তানী মুখে কষ্টম হৌসে অর্থাৎ পরমিটের কাছারীতে লেখাইতে হইবেক নচেৎ তাহার মূল্যের উপর নিরূপিত হাসিলের দ্বিগুণ লাগিবেক ইতি।

মুক্তাদি রত্নের হাসিল মাফের কথা।

১০ ধারা।

বাঙ্গালার কিম্বা পশ্চিম দেশের উৎপন্ন যে সকল জিনিস কলিকাতাহইতে শ্রীরামপুর বন্দরে যায় সে সকল জিনিস রফ্তানীর হাসিল লাগিবার যোগ্য সেইরূপে হইবেক যেরূপে তাহা এককালে কলিকাতাহইতে সমুদ্রের পথে চলিলে রফ্তানীর হাসিল লাগিবার যোগ্য হয়। ও তদিতর যে যে বন্দর শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার আছে সেইং বন্দরে যত জিনিস কলিকাতাহইতে যাইবেক তাহার উপরেও তদনুসারে হাসিল সেই কালে লাগিবেক যে কালে ঐ সরকারের সহিত একবাক্য হইয়া সেইং বন্দর তাহার পূর্ব্বাধিকারিদিগের হস্তে যায় ইতি।

কোম্পানির ভিন্নাধিকার শ্রীরামপুরাদি বন্দরসকলে চলিত জিনিসের উপর রফ্তানীর হাসিল লাগিবার মতের কথা।

১১ ধারা।

বিদেশীয় জাহাজসকলের মালিকদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের যাহার যে জাহাজ আসিয়া কলিকাতায় পঁহুছিলে তৎকালে আপনার ও আপন আফিসরদিগের এবং সে জাহাজের মল্লাবর্গের ও সওয়ারীসকলের নামনবীসীর ১ এক ফর্দ্দ মাস্তর ইটেণ্ডাণ্টের

বিদেশীয় জাহাজের মালিকেরা নিজাদি লোকদিগের নামনবীসীর ফর্দ্দ মাস্তর ইটেণ্ডাণ্টের

দফ্তরখানায় দাখিল করিবার কথা।

ইটেণ্ডাণ্টের দফ্তরখানায় দাখিল করে। ও কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য নহে যে সে ফর্দ্দ দাখিল হইবার সমাচার মাস্তর ইটেণ্ডাণ্টের স্থানে যাবৎ না পান্ তাবৎ সে জাহাজের সম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম কাহাকেও করিতে দেন্ ইতি।

১২ ধারা।

গুঁড়ী কাষ্ঠের হাসিল মাফের কথা।

গুঁড়ী কাষ্ঠ অর্থাৎ বাহাদুরীদিগরের হাসিল মাফ হইয়াছে ইতি।

১৩ ধারা।

ইঙ্গরেজের বিলায়তের আমদানী ক্লারেটের হাসিল লইবার মতের কথা।

ইঙ্গরেজের বিলায়তের আমদানী ক্লারেট এতাবতা এক প্রকার মদিরার মূল্য ফি ডজন ২॥০ আড়াই পৌণ্ড হিসাবে একুনে ১২ বার ডজন ভরা সিন্দুক প্রতি ৩০ ত্রিশ পৌণ্ড ধরিয়া তাহার উপর নিরূপিত হাসিল লওয়া যাইবেক। কিন্তু যদি ঐ ধর্ত্তব্য মূল্যাপেক্ষা তাহার প্রকৃত মূল্য অল্প ঠাহরে তবে যে মূল্য প্রকৃত ঠাহর হয় তাহার উপরে নির্দ্ধারিত হাসিল লইতে হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

মদিরাদি বিগড়া জিনিসের হাসিল চুক্তির মতের কথা।

মদিরা কিম্বা অপর কোন জিনিস টকিলে অথবা বিগড়িলে যদি তাহার হাসিল মাফের দরখাস্ত কেহ করে তবে তাহার তহকীক সে জিনিস পরমিটের কাছারী হইতে ছাড়িবার পূর্ব্বে না হইয়া থাকিলে সে দরখাস্ত শুনা যাইবেক না। আর সময়ানুসারে তহকীক করিবাতে যদি বুঝা যায় যে সে জিনিস টকিয়াছে কিম্বা বিগড়িয়াছে তবে তাহার হাসিল কম হইবার নিমিত্তে সেই জিনিস ঐ কাছারীর মধ্যে বিক্রয় হইয়া যে মূল্য সংস্থান হয় সেই মূল্যের উপরে নিরূপিত হাসিল লওয়া যাইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

কলিকাতার হাসিল লইবার অর্থে নয়াহারে বাট্টা ধরিবার কথা।

পূর্ব্বে যে হারে বাট্টা ধরিয়া কলিকাতার হাসিলের চুক্তি করা যাইত তাহা রহিত হইল উত্তরকালে নীচের বিতংক্রমে বাট্টা ধরিয়া লেখা করিলে যত হাসিল হয় তাহাই লওয়া যাইবেক।

যে দেশীয় যে নামের যত মুদ্রায় যত তঙ্কা বাঙ্গালার চলিত সিক্কা হইবেক তাহার বিতং

দেশের নাম	মুদ্রার নাম	মুদ্রার সংখ্যা	কাত তঙ্কা সিক্কা বাঙ্গালার চলিত
গ্রেট্‌বৃটন্	পৌণ্ডষ্টের্লিং ...	১	১০
দেন্‌মার্ক	রিক্স ডালার ...	১	১॥৵০
ফ্রান্স	লিবর্ তোর্ নোয়া	১০	২৪
ঐ	লিবর্ মারসৈয়স্	৪৮	১০
স্পেন	প্লেনিস্ ডালার ...	১	২।০
পোর্টিগল্ ও মদেরা	মিল্‌রে	১	২৬০

চীন্

চীন্ ... ... টেল্ ... ... ১ .... ৩।/৪ পাই ইং

মান্দ্রাজ ... ... স্তার্ পগোডা ... ১ ... ... ৩৸০

ঐ ... ... স্বামি পগোডা ... ১ ... ... ৪

অমেরিকা

এ দেশের পেটার
যে স্থানের মুদ্রা যেমত
হিসাবে পৌণ্ডষ্টের্লিং হইয়া
সিক্কার লেখায় আসিবেক
তাহার বেওরা নীচে দৃষ্ট
হইবেক।

নিউ ইংগ্লণ্ড।

এ স্থানের ১ এক মুদ্রাকে
৩ তিন দিয়া পূরিয়া সেই
পূরিত অঙ্ককে ৪ চারি দিয়া
হরিলে হইবেক। পৌণ্ডষ্টের্লিং ... ১ ... ... ৸০

বর্জিনিয়া

এ স্থানের মুদ্রা
ঐ হিসাবে হইবেক ঐ ... ... ১ ... ... ৸০

নিউ ইয়র্ক

এ স্থানের ১ এক মুদ্রাকে
৯ নয় দিয়া পূরিয়া সেই
পূরিত অঙ্ককে ১৬ ষোল
দিয়া হরিলে হইবেক ঐ .... ১ ... ... ৸০

পেন্সিলবানিয়া

এ স্থানের ১ এক মুদ্রাকে
৩ তিন দিয়া পূরিয়া সেই
পূরিত অঙ্ককে ৫ পাঁচ
দিয়া হরিলে হইবেক ঐ ... ... ১ ... ... ৸০

সৌত কারোলৈনা

এ স্থানের ১ এক মুদ্রাকে
২৭ সাতাইশ ভাগ করিয়া
তাহার ১ এক ভাগ বাদ
দিলে হইবেক ঐ ... ... ১ ... ... ৸০

জর্জিয়া এ স্থানের মুদ্রা
ঐ হিসাবে হইবেক ঐ .... ১ ... . ৸০

১৬ ধারা।

সরস কাপড়কে নীরস কহিয়া চালাইবার চেষ্টা পাইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ। যদি কেহ সরস জাতের কাপড়কে নীরস রকম কমদরা কহিয়া চালাইতে উদ্যত হয় তবে কাপড়ের যাচন্দারের ঠাহরে তাহার যে মূল্য স্থির পড়ে তাহাতে ৮ অষ্টম ধারার উল্লিখিত অঙ্ক বাদ দিয়া বাকী মোটের উপর নিরূপিত হাসিলের দ্বিগুণ লওয়া যাইবেক।

কাপড় সরকারে লইবার সময়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। যদি কোন মহাজন তাহার কাপড়ের হাসিল যাচন্দারের ঠাহরা মূল্যের উপর দিতে না চাহে তবে তৎকালে সে কাপড় সরকারে লইয়া সেই ঠাহরের অনুসারে মূল্য দেওয়া যাইবেক।

বোর্ড ত্রেডে হকীকৎ লিখিয়া তথাকার হুকুমের সাপেক্ষ হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে ঐ মতের উপস্থিত সকল বিষয়ের বেওরাহকীকৎ সর্ব্বদা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের গোচর করান্। এবং সরকারে কাপড় লইবার গতিক হইলে তৎপূর্ব্বে তাহার সমাধার হুকুম ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে পাইবার অপেক্ষা করেন্ ইতি।

১৭ ধারা।

ছোটং জাহাজের আমদানীতে আড়কাটির দস্তুরী লাগিবার কথা।

আড়কাটির দস্তুরী লাগিবার যোগ্য দুনীর এবং তন্ন্যায় ছোটং জাহাজের আমদানী জিনিস কেহ তাবৎ ডাঙ্গায় উঠাইতে পারিবেক না যাবৎ সে দস্তুরী মিলিবার সম্বাদ কিম্বা তাহা মিলিবার অর্থে বিশ্বস্ত জামিন দাখিল হইবার সমাচার মাস্তুর ইটেণ্ডাণ্টের স্থানে কষ্টমমাস্তর না পান্ ইতি।

১৮ ধারা।

ইং ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ ধারার ১৩ প্রকরণের অর্থ স্পষ্ট করিয়া জানাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণের অনুসারে মান্দরাজের কিম্বা বম্বাইর অথবা অন্য স্থানের সাহেবদিগের সর্টিফিকট দৃষ্টে জিনিসের অর্দ্ধেক হাসিল ফিরিয়া দিতে যে নিষেধ কষ্টমমাস্তরের প্রতি আছে তাহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া জানাইবার কারণ এ ধারাক্রমে লেখা যাইতেছে যে ঐ মান্দরাজআদি স্থানহইতে যে সকল জিনিস কলিকাতায় আমদানী হয় তাহার হাসিল সেই সকল স্থানে দাখিল হইয়াছে বলিয়া তাহার নিদর্শনী সর্টিফিকটদৃষ্টে পুনরায় লইতে ক্ষমা হইবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

আমদানী জিনিসের ফিরিস্তির নয়া নক্শার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ১১ ধারার অনুসারে সমুদ্রের পথে আমদানী হওয়া জিনিসের ফিরিস্তি যে ডৌলে রাখিবার হুকুম আছে তাহা নিবর্ত্ত হইল ও তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত ২ দুই নয়ানক্শাক্রমে ফিরিস্তি রাখিতে হইবেক।

নয়া নক্শা

নয়া নক্শা।

ফোর্ট উলিয়ম্ সমুদ্রের পথে আমদানীহওয়া হাসিল লাগিবার জিনিসের ফিরিস্তি।

নম্বর	তারিখ	কত ও কি রকম বস্তা দিং	জাহাজ	যথাকার আমদানী	যেদেশীয় জাহাজ	মহাজনের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	কলিকাতার দরে জিনিসের মূল্য যত টাকা	নেটং হাসিল টাকা শতকরা ৩॥০ হিং

ফোর্ট উলিয়ম্ সমুদ্রের পথে আমদানীহওয়া হাসিলমাফী জিনিসের ফিরিস্তি।

নম্বর	তারিখ	কত ও কি রকম বস্তা দিং	জাহাজ	যথাকার আমদানী	যে দেশীয় জাহাজ	মহাজনের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	বিং চালান যত টাকা মূল্য

১০ ধারা।

রফ্তানী জিনিসের ফিরিস্তির নয়া নক্শার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ আইনের ১৭ ধারার ৯ নবম প্রকরণের অনুসারে সমুদ্রের পথে রফ্তানী হওয়া জিনিসের ফিরিস্তি যে ডৌলে রাখিবার হুকুম আছে তাহা নিবৃত্ত হইল ও তাহার পরিবর্ত্তে নীচের নির্দ্দিষ্ট ২ দুই নয়া নক্শাক্রমে ফিরিস্তি রাখিতে হইবেক।

ফোর্ট উলিয়ম্ সমুদ্রের পথে রফ্তানী হওয়া হাসিল লাগিবার জিনিসের ফিরিস্তি।

নম্বর	তারিখ	কত ও কি রকম বস্তা দিং	জাহাজ	যথায় রফ্তানী হয়	যেদেশীয় জাহাজ	মহাজনের নাম	আড়ঙ্গাদি যথাকার উৎপন্ন জিনিস	জিনিসের রকম	যত জিনিস	কলিকাতার দরে জিনিসের মূল্য যত টাকা	নেটং হাসিল তঙ্কা শতকরা ৩।।০ হিং

ফোর্ট উলিয়ম্ সমুদ্রের পথে রফ্তানী হওয়া হাসিলমাফী জিনিসের ফিরিস্তি।

নম্বর	তারিখ	কত ও কি রকম বস্তা দিং	জাহাজ	যথায় রফ্তানী হয়	যেদেশীয় জাহাজ	মহাজনের নাম	আড়ঙ্গাদি যথাকার উৎপন্ন জিনিস	যত জিনিস	বিং চালান যত টাকার মূল্য

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সাল ১১ একাদশ আইন।

২১ ধারা।

এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের লিখিত যে বিধি ইঙ্গরেজের বিলায়তহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী জাহাজের কাপ্তিনের ও আফিসরওগয়রহ রেসালা লোকদিগের নিজ বাণিজ্যার্থে আনীত চড়ন জিনিসের উপর হাসিল লইবার নিদর্শনে আছে সে বিধি ঐ বিলায়তহইতে ঐ সরকারী জাহাজে কি অন্য জাহাজে বোঝাই হইয়া বাজে মহাজনপ্রভৃতির ব্যবসায়ের যত জিনিস আমদানী হয় তাহার উপরেও চলিবেক ইতি।

ইঙ্গরেজের বিলায়তী জাহাজে আমদানীহওয়া বাজে মহাজনাদির ব্যবসায়ের জিনিসের হাসিল কোম্পানরি জাহাজের কাপ্তিনদিগরের বাণিজ্যের জিনিসের হাসিল লাগিবার মতে লইতে হইবার কথা।

২২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ১৭ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণে হুকুম আছে যে এক শত পৌণ্ডস্টের্লিং অপেক্ষা অধিক মূল্যের না হয় এমত সংখ্যার জিনিস বিলায়তে উপঢৌকন অর্থাৎ সওগাৎ পাঠাইতে পারা যাইবেক ও তাহার উপরে হাসিল লাগিবেক। এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে ঐ সংখ্যার অনূর্দ্ধ কিম্বা ঊর্দ্ধ যত মূল্যের জিনিস সওগাৎ কিম্বা ঘরখরচ কারণ কেহ বিলায়তে পাঠাইতে চাহে তাহা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের পরওয়ানগী লইয়া পাঠাইতে পারিবেক ও তাহার উপর নিরূপিত হাসিল লাগিবেক ইতি।

সওগাতী জিনিসের হাসিলের বিষয়ে হুকুম বাহুল্য হইবার কথা।

২৩ ধারা।

যে সকল জিনিস অমেরিকার জাহাজে বোঝাই হইয়া কেপ্ আফ গুডহোপের পশ্চিম অঞ্চলহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের নিজের মহাজনীর চিহ্নিত সীমানার মধ্যে আইসে তাহার হাসিল ইঙ্গরেজী জাহাজে বোঝাই হইয়া ইঙ্গরেজের বিলায়তহইতে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল লাগিবার হারে তাবৎ লাগিবেক যাবৎ এ আইনের হেতুবাদের উল্লিখিত নিয়মপত্রের এবং পরিমিতের ফেরফার না পড়ে ইতি।

অমেরিকার জাহাজের আমদানী জিনিসের হাসিল লাগিবার মতের কথা।

২৪ ধারা।

যে সকল ঘোড়া সমুদ্রের পথে আমদানী হয় তাহার হাসিল মাফ হইয়াছে ইতি।

জাহাজী আমদানী ঘোড়ার হাসিল মাফের কথা।

২৫ ধারা।

সমুদ্রের পথে জাহাজে পূরিয়া আনিবার যোগ্য নানাদেশীয় যে সকল জিনিস ডাঙ্গাপথে কলিকাতায় আইসে তাহার হাসিল শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার বন্দরসকলহইতে আমদানীহওয়া জিনিসের হাসিল লাগিবার হারে লাগিবেক। কিন্তু হাসিল লাগিবার যোগ্য কোন জিনিস এরূপে ডাঙ্গাপথে

জাহাজে আনিবার যোগ্য জিনিস ডাঙ্গাপথে আসিলে তাহার হাসিল লাগিবার মতের কথা।

তাহার বিশেষ কথা।

আসিলে

ই° ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ২২ ধারার ১ প্রকরণের বেওরার কথা।

আসিলে তাহার হাসিল সময়বিশেষে লাগেও না যদি তৎকালে সে জিনিসের কর্ত্তা কষ্টম্‌মাস্তরের নিকটে প্রমাণ করিতে পারে যে সে জিনিস পূর্ব্বে হাসিল দিয়া কলিকাতাহইতে মফঃসলে লইয়া গিয়াছিল ইতি।

২৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ২২ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে কষ্টম্‌মাস্তর ও তাঁহার পারিষদ সরকারী আমলারা আপন২ ভারের কার্য্য করিবার দায়ে জিলা চব্বিশপরগনার আদালতের ব্যাপ্য ছিলেন পরে সে আদালত বিরাম পাইয়াছে অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে কষ্টম্‌মাস্তরের কি তাঁহার পারিষদ আমলার নামেইবা তৎসংক্রান্ত ভারের কর্য্য করণহেতুক যে নালিশ হয় তাহা জিলা হুগলীর আদালতে সেই মতে শুনা যাইবেক যে মতে সে সাহেবপ্রভৃতি ঐ আদালতের সীমানার মধ্যে বসতী করিলে ও বিষয়কর্ম্ম করিতে লাগিলে তাহার দায়ে তাঁহারদিগের নামে নালিশ শুনা যাইত ইতি।

VOL. III. 368.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

১২ দফা।

উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে কথা আছে তাহার বেওরা।

আপীলের বিষয়ের তলে।	মদিরাদি মাদক দ্রব্যের টাক্সের কথা।
কালেজের বিষয়ের তলে।	আক্টৌণ্টেণ্ট জেনরলের। এড্বকেট্ জেনরলের। সিবিল আডিটারের। পঠনিয়ার সম্প্রদায়ের। নানা ভাষার। কৌন্সেলী সাহেবদিগের। শিক্ষাগুরুর। প্রাবেষ্ট সাহেবের। পুরস্কারের। মাসিক বেতন বন্ধানের। আইনসকলের। বিদ্যাশিক্ষা করিবার ও করাইবার মিয়াদের। খাজাঞ্চীগরীর। স্বাধ্যায়াস্বাধ্যায়ের। এই সকল কথা।
পরমিটের বিষয়ের তলে।	বোর্ড ত্রেডের। জব্দের। হাসিলের। নীলের। চালানের। প্রতিফলের। আড়কাটির। বহীর। এই সকল কথা।
বনাল ভূমির বিষয়ের তলে।	জিলা মেদিনীপুরাদির বনাল ভূমিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ আইন না চলিবার কথা।
ক্ষারী লবণের বিষয়ের তলে।	জব্দের কথা।

ছেমওাদির

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ছেমণ্ডাদির বিষয়ের তলে।	অধ্যক্ষের কথা।
পরগনাওয়ারী বহীর বিষয়ের তলে।	মদিরাদি মাদক দ্রব্যের টাক্সের। আপীলের। বোর্ড রেবিনিউর। কালেক্টরসাহেবদিগের। আদালতসকলের। অধিকারভূমির। আমলার। উত্তরাধিকারিতার। নিষ্করভূমির। ভূম্যধিকারিগণের। মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের। সকর ভূমির। মহালাতের। মফঃসলী কানুনগোদিগের। নায়েবদিগের। পরগনার। সদর কানুনগোদিগের। এই সকল কথা।
মালগুজারীর বিষয়ের তলে।	আপীলের। বাকীর। ক্রোকের। বোর্ড রেবিনিউর। কাজীদিগের। কমিস্যনরদিগের। কালেক্টরসাহেবদিগের। খরচার। বাকীদারদিগের। মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের। প্রতিফলের। দুঁদ্যামির। পরগনাওয়ারী বহীর। তলবানার। অন্তঃপুরের। এই সকল কথা।
মদিরাদি মাদক দ্রব্যের বিষয়ের তলে।	বোর্ড রেবিনিউর। চরসের। কালেক্টর সাহেবদিগের। দায়ের ও সায়েরী আদালতের। পাট্টার। মদতের। প্রতিফলের। ইষ্টাম্পযুত কাগজের। মদিরার। ভাটীর। এই সকল কথা।
ইষ্টাম্পের বিষয়ের তলে	কাজীদিগের। কালেক্টরসাহেবদিগের। আদালতসকলের। মাফের। দণ্ডের। সন্ধানবাদিগণের। প্রতিফলের। যোত্রহীনের। বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটর সাহেবের। সদর দেওয়ানী আদালতের। এই সকল কথা।
প্রস্তরের খাইনের বিষয়ের তলে।	মদিরাদি মাদক দ্রব্যের টাক্সের। আপীলের। পাহাড়িয়াদিগের। সন্ধানবাদিগণের। পুরস্কারের। রওয়ানার। এই সকল কথা।

দর ও বদল

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

রদ ও বদল ও বাহুল্য ও মৌকুফ হইবার বিষয়।

রদাদি হইল				অনুসারে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৭৯৩				১৮০০		
৪	৯	০	বাহুল্য হইল।	৫	১২	০
৯	১০	০	পুনর্ব্বার হুকুম বাহুল্য হইল।	ঐ	ঐ	০
১১	০	০	রদ হইল।	১০	২	০
১৩	৯ শেষ	০	বাহুল্য হইল।	২	৯	০
১৯	০	০	কিছু রদ হইল।	৮	১১	০
ঐ	০	০	ঐ।	ঐ	১২	০
ঐ	০	০	ঐ।	ঐ	১৫	০
ঐ	২৫	০	বলবৎ হইল।	ঐ	১৯	০
৩৪	১০	০	বদল হইল।	৬	৯	০
ঐ	১২—১৩	০	বলবৎ হইল।	ঐ	১১	০
ঐ	১৬—১৭	০	স্পষ্ট এবং বলবৎ হইল।	ঐ	৩৪	০
ঐ	১৮	০	বাহুল্য ও স্পষ্ট হইল।	ঐ	১	০
৩৭	০	০	কিছু রদ হইল।	৮	১১	০
ঐ	০	০	ঐ।	ঐ	১২	০
ঐ	০	০	ঐ।	ঐ	১৫	০
ঐ	২০	০	বলবৎ হইল।	ঐ	১৯	০
৩৯	৮	০	পুনরায় সাব্যস্থ হইল।	৬	১২	০
৪০	২০	০	বদল হইল।	৩	২	০
৪১	২০	০	বাহুল্য ও স্পষ্ট হইল।	৬	১	০
৪৮	০	০	কিছু রদ হইল।	৮	১১	০
ঐ	০	০	ঐ।	ঐ	১২	০
ঐ	০	০	ঐ।	ঐ	১৫	০
ঐ	২	০	স্পষ্ট হইল।	ঐ	১৩	০
৫১	০	০	দৃঢ় হইল।	৬	১৮	০
১৭৯৩						
১	০	০	বাহুল্য ও স্পষ্ট হইল।	৬	১	০
ঐ	০	০	বলবৎ হইল।	ঐ	১৮	০
৩	১৫—২১	০	বাহুল্য হইল।	২	১০	০
ঐ	ঐ	০	বারাণসে বাহুল্য হইল।	৫	২৭	০
১৭৯৫						
৬	৩।৭।১২	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২১	০

বাহুল্য

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

রদাদি হইল			......	অনুসারে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
				১৮১০		
৬	১৪	০	বাহুল্য হইল।	৫	২২	০
ঐ	১৫	০	বলবৎ হইল।	ঐ	২৪	০
ঐ	১৬	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২৩	০
ঐ	৩২—৩৪	০	বারাণসে বাহুল্য হইল।	ঐ	২৬	০
১১	০	০	কিছু রদ হইল।	৮	১১—১৩	০
২২	৮১।৮২	০	বদল হইল।	২	১৫	০
২৭	৯	০	স্পষ্ট হইল।	৫	২৫	০
৩১	০	০	নব্য হুকুম হইল।	ঐ	৬	০
৩৬	৪	০	বদল হইল।	৩	২	০
৩৯	৪	৩	ঐ।	১১	৩	১
ঐ	৫	৪	ঐ।	ঐ	৪	১।৭
ঐ	ঐ	৭	বাহুল্য হইল।	ঐ	২১	০
ঐ	ঐ	১৩	স্পষ্ট হইল।	ঐ	১৮	০
ঐ	১১	০	রদ হইল।	ঐ	১৯	০
ঐ	১৭	১	ঐ।	ঐ	৮	০
ঐ	ঐ	৫	বাহুল্য হইল।	ঐ	২২	০
ঐ	ঐ	৯	রদ হইল।	ঐ	২০	০
ঐ	২২	১	স্পষ্ট হইল।	ঐ	২৬	০
৪১	০	০	কিছু রদ হইল।	৮	১১—১৩	০
ঐ	২৫	০	বলবৎ হইল।	ঐ	১৯—১২	০
৪২	০	০	কিছু রদ হইল।	ঐ	১৫	০
ঐ	২০	০	বলবৎ হইল।	ঐ	১৯	০
৪৫	৫	০	কিছু মৌকুফ হইল।	৫	৩	০
ঐ	৮	০	ঐ।	ঐ	৪	০
ঐ	১৭	০	অতিশয় বলবৎ হইল।	ঐ	৯	০
ঐ	১৯	০	বদল হইল।	ঐ	১০	০
ঐ	২০	০	ঐ।	ঐ	৫	০
৪৫	৩১	০	স্পষ্ট হইল।	৫	১৩	০
৪৭	০	০	বাহুল্য হইল।	৬	১	০
ঐ	৮—১০	০	বলবৎ হইল।	ঐ	১৮	০

বারাণসে

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

রদ্দাদি হইল			....	অনুসারে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৭৯৬						
৫।১২	০	০	বারাণসে বাহুল্য হইল।	৫	২৬	০
১৭৯৭						
১	০	০	রদ হইল।	১১	০	০
৬	০	০	বাহুল্য। এবং স্পষ্ট হইল।	৭	০	০
ঐ	৫।৬।৭	০	স্পষ্ট হইল।	ঐ	২১।২২	০
ঐ	১৭	০	কিছু মৌকুফ হইল।	ঐ	১৩	০
ঐ	ঐ	০	স্পষ্ট হইল।	ঐ	২০	০
ঐ	ঐ	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২৪	০
ঐ	১৮	০	কিছু মৌকুফ হইল।	ঐ	১৩	০
ঐ	ঐ	২	স্পষ্ট হইল।	ঐ	১৯	০
ঐ	ঐ	৪	ঐ।	ঐ	১৮	০
ঐ	২০	০	বাহুল্য হইল।	৭	২৫	০
১০	০	০	বাহুল্য। এবং স্পষ্ট হইল।	ঐ	১	০
ঐ	২	০	ঐ। ঐ।	৬	১	০
ঐ	৮	০	রদ হইল।	৭	২৩	০
ঐ	১১		কিছু মৌকুফ হইল।	ঐ	১৩	০
১৭৯৯						
৭	২৯	০	বারাণসে বাহুল্য হইল।	৫	২৬	০
ঐ	৩০	০	ঐ।	ঐ	২৭	০
ঐ	৩১	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২৮	০
ঐ	০	০	ঐ।	৬	১৫	০
১৮০০						
৫	০	০	ঐ।	ঐ	ঐ	০

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

আপীলের বিষয়।	আইন	ধারা	প্রকরণ
জজসাহেবদিগের প্রতি কমিস্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি ২৫ টাকার অনূর্দ্ধের মোকদ্দমার আপীলের ভার রেজিষ্টরসাহেবদিগকে দিবার ক্ষমতার্পণের। এবং তাহাতে রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার কথা।	৩	২	০
আপীলের কালে দাখিল হইবার নির্ণীত রসুম মোকদ্দমার আপীল নিষ্পত্ত্যন্তে রেজিষ্টরসাহেবেরা পাইবার কথা।	ঐ	৩	০
কালেজ অর্থাৎ পাঠশালার বিষয়।			
এক পাঠশালা বসাইবার কথা।	৯	২	০
পাঠশালার্থে এক কোঠা নির্ম্মাণ হইবার কথা।	ঐ	৩	০
গবরনর্ জেনরল পাঠশালার পাৎরন্ ও বেজেটর্ অর্থাৎ সর্ব্বাচ্ছাদক ও তত্ত্বাবধারক হইবার কথা।	ঐ	৪	০
কৌন্সেলী সাহেবপ্রভৃতি পাঠশালার অধ্যক্ষ হইবার কথা।	ঐ	৫	০
গবরনর্ জেনরল পাঠশালার খরচের সংস্থানকর্ত্তা হইবার কথা।	০	৬	০
সরকারী খাজানার সাহেবেরা পাঠশালার খাজাঞ্চী হইবার কথা।	ঐ	৭	০
আক্কোণ্টেণ্ট জেনরল পাঠশালার হিসাবকিতাবের দফ্তরমনিব ও সিবিল আডিটার্ ঐ দফ্তরের আমীন হইবার কথা।	ঐ	৮	০
এডবকেট জেনরলপ্রভৃতিতে পাঠশালার বিচারব্যবস্থাপক হইবার কথা।	ঐ	৯	০
পাঠশালার প্রাবেষ্টসংজ্ঞক কর্ম্মকর্ত্তাদিগেরে পদস্থাপদস্থ এবং তাঁহারদিগের বেতন বন্ধান করিবার কথা।	ঐ	১০	০
পাঠশালার প্রাবেষ্টি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার ব্যক্তি নির্ণয়ের কথা।	ঐ	১১	০
পাৎরন্ ও বেজেটরের কৃতোপায় সাব্যস্ত করাইবার কারণ কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্সকে জানাইতে হইবার কথা।	ঐ	১২	০

প্রাবেষ্ট

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

প্রাবেষ্ট সাহেবের স্বয়ং কর্ত্তব্য কর্ম্মের বেওরা কথা। ...	আইন	ধারা	প্রকরণ
	৯	১৩	০
পাতরন্ ও বেজেটর বিদ্যাভ্যাসের নির্ণয় এবং তাহার শিক্ষা গুরুদিগের বেতন বন্ধান করিবার কথা।	ঐ	১৪	০
শিক্ষণীয় বিদ্যা নির্ণয়ের কথা।	ঐ	১৫	০
পাতরন্ ও বেজেটর এক গুরুর দ্বারা অনেক বিদ্যা এবং অনেক গুরুর দ্বারা এক বিদ্যা শিক্ষা করাইতে কিম্বা অনির্ণীত কোন বিদ্যা শিক্ষার্থে নির্ণয় করিতে পারিবার কথা।	ঐ	১৬	০
মূলের লিখিত নিয়মে প্রাবেষ্ট ও বাইস প্রাবেষ্ট ও শিক্ষাগুরুগণ জীবনাবধি বন্ধানী বেতন পাইবার কথা।	ঐ	১৭	০
সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরা এদেশে আসিলে তিন বৎসরপর্য্যন্ত পাঠশালের পড়ুয়া হইবার কথা।	ঐ	১৮	০
তিন বৎসরের ন্যূন এ দেশে আগত সরকারের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরাও তিন বৎসরপর্য্যন্ত পাঠশালের পড়ুয়া হইবার কথা।	ঐ	১৯	০
সরকারের চিহ্নিত চাকর সর্ব্বত্রের ক্ষুদ্র পদস্থ কলমজীবি নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরাও পাঠশালের পড়ুয়া হইবার কথা। ..	ঐ	২০	০
সরকারের চাকর সর্ব্বত্রের ক্ষুদ্র পদস্থ যুদ্ধজীবি নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবেরাও পাঠশালের পড়ুয়া হইবার কথা।	ঐ	২১	০
পাঠশালের অর্থে স্বাধ্যায়াস্বাধ্যায় নির্ণয়ের কথা। ...	ঐ	২২	০
বৎসরে ২ দুইবার পড়ুয়াদিগের মহালা লইবার ও তদনুসারে তাঁহারদিগেরে যথাযোগ্য পুরস্কার দিবার কথা।	ঐ	২৩	০
পঠনিয়াদিগের সম্প্রদায় নির্ণয় করিবার ও তদনুসারে তাঁহারা কার্য্য পাইবার কথা।	ঐ	২৪	০
পাঠশালের আইন রচিবার ও তাহা গবরনর জেনরল সিদ্ধ করিলে ছাপা হইবার কথা।	ঐ	২৫	০
পাতরন্ ও বেজেটর নিজে পাঠশালের কোন আইন শুদ্ধ কিম্বা নিবৃত্ত করিতে অথবা নব্য আইন নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবার কথা।	ঐ	২৬	০
একং স্বাধ্যায়গতে পাঠশালের আমলার বেতন বন্ধানী ফর্দ্দ হজুর কৌন্সেলে গিয়া তাহা তথাকার আইনের বহীসমেত কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্সের সমীপে চলিবার কথা।	ঐ	২৭	০

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

চালান

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
চালান দাখিলের অর্থে শপথের নব্য পাঠের কথা।	১১	৪	৬
মেকাও মোকামের আমদানী জিনিসের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৯ আইনের ৫ ধারার ১২ প্রকরণের হুকুমের ফেরফার হইবার কথা।	ঐ	ঐ	৭
বাতাবীর আরকের হাসিল পূর্ব্বমতে লইতে হইবার কথা।	ঐ	ঐ	৮
নীলের হাসিল লইবার মতের কথা।	ঐ	৫	০
কষ্টমমাস্তরের বিনাহুকুমে কোন জাহাজে জিনিস বোঝাই করিলে দণ্ড হইবার কথা।	ঐ	৬	০
বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা জব্দের যোগ্য দ্রব্যও ছাড়িয়া দিতে এবং কর্ত্তব্য দণ্ডও ক্ষমিতে পারিবার কথা।	ঐ	৭	১
ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ভারি দণ্ডের বদলে দুনা হাসিল ও রসুম লইতে পারিবার কথা।	ঐ	ঐ	২
নীলছাড়া জিনিস রপ্তানীর হাসিল পশ্চাৎ যেমতে ধর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৮	০
মুক্তাদি রত্নের হাসিল মাফের কথা।	ঐ	৯	০
কোম্পানির ভিন্নাধিকার শ্রীরামপুরাদি বন্দরসকলে চলিত জিনিসের উপর রপ্তানী হাসিল লাগিবার মতের কথা।	ঐ	১০	০
বিদেশীয় জাহাজের মালিকেরা নিজাদি লোকদিগের নামনবীসী ফর্দ্দ মাস্তরআটেণ্ডেণ্টের দপ্তরখানায় দাখিল করিবার কথা।	ঐ	১১	০
গুঁড়ি কাষ্ঠের হাসিল মাফের কথা।	ঐ	১২	০
ইঙ্গরেজী বিলায়তের আমদানী কেলারটের হাসিল লইবার মতের কথা।	ঐ	১৩	০
মদিরাদি বিগড়া জিনিসের হাসিল চুক্তির মতের কথা।	ঐ	১৪	০
কলিকাতার হাসিল লইবার অর্থে নয়া হারে বাট্টা ধরিবার কথা।	ঐ	১৫	০
সরস কাপড়কে নীরস কহিয়া চালাইবার চেষ্টা পাইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।	ঐ	১৬	১
কাপড় সরকারে লইবার সময়ের কথা।	ঐ	ঐ	২